# পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের টেকনিক

জাবেদ মুহাম্মাদ

# পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের টেকনিক

জাবেদ মুহাম্মাদ

সম্পাদনায়

ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক একাডেমি
দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়

খেয়া প্রকাশনী
ঢাকা

# পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের টেকনিক

জাবেদ মুহাম্মাদ

**প্রকাশনায়**
খেয়া প্রকাশনী
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

**পরিবেশনায়**
র‍্যাকস পাবলিকেশন্স
আহসান পাবলিকেশন
মক্কা পাবলিকেশন্স
মাওলা প্রকাশনী

**প্রকাশকাল**
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী : ২০১২
মাঘ : ১৪১৮

**স্বত্ব সংরক্ষণ**
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

**প্রচ্ছদ**
শাহ ইফতেখার তারিক

**কম্পোজ**
ফরিদ উদ্দীন আহমদ

**মুদ্রণ**
র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

E-mail : zabedmbd@yahoo.com
ISBN : 978-984-33-1654-1

**মূল্য : ৯০.০০ টাকা**

---

Porikkhay Valo Pholaphol Orjoner Technique (How to achieve good result in examination) by : Zabed Mohammad. Published by Kheya Prokashoni 230 New Elephant Road Dhaka-1205,. First Edition: February 2012 Magh 1418. Copy Right : Writer. E-mail : zabedmbd@yahoo.com.

**Price : Tk. 90.00 only**

## প্রকাশকের কথা

শিক্ষা সভ্যতার ধারক ও বাহক। শিক্ষা গবেষণা মানুষকে দিয়েছে উন্নত জীবনের ধারণা, উৎসাহিত করেছে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথকে। তাই শিক্ষাকে মানসম্মত করার গুরুত্ব অপরিসীম। আর শিক্ষাকে যারা ধারণ করবে সেই ছাত্র-ছাত্রীদের দিতে হবে মানসম্মত শিক্ষা। তবেই শিক্ষার উদ্দেশ্য তাদের জীবনে প্রতিফলিত হবে।

শিক্ষা প্রদান ও গ্রহণ পদ্ধতিটিও একটি বিজ্ঞান। এতেও যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন কৌশল ও উপায়। যে শিক্ষার্থী যতো উন্নত কৌশল অবলম্বন করতে সক্ষম হবে সে-ই ততো এগিয়ে যাবে শিক্ষা গ্রহণ মূল্যায়নে তথা পরীক্ষার ফলাফলে।

"পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের টেকনিক" গ্রন্থে এই বিষয়টি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন প্রখ্যাত শিক্ষা গবেষক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গ্রন্থ প্রণেতা জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ। বইটির শুরুতে লেখকের ভূমিকায়ও ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট। তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে খুবই সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

একজন ছাত্র বা ছাত্রী এই বইটি অনুসরণ করে পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করলে ফলাফলে সাফল্য অর্জন করবে– খুব স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়।

প্রকাশক হিসেবে আমরাও চাই আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা ভালো ফলাফল অর্জন করে তার জীবনকে উন্নতির সোপানে নিয়ে যাক। প্রতিযোগিতামূলক বর্তমান বিশ্বে কৌশলীরাই এগিয়ে থাকবে– এটাই স্বাভাবিক।

বইটি প্রকাশ করতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। ভুলত্রুটি আমাদের নিত্যসঙ্গী। অনিচ্ছাকৃত কোনো ত্রুটি কারো কাছে পরীলক্ষিত হলে আমাদের জানাবেন আশা করি। মুদ্রণ উপাদানের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধির কারণে মূল্য নির্ধারণে আমাদের খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাই এই বিষয়টি সকলকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার অনুরোধ করবো। আল্লাহ হাফেয।

# সূচিপত্র

০১. পরীক্ষা কী ও কেন ১১

০২. পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের সহায়ক উপাদান ১২

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ ১২

ভালো করার ইচ্ছা বা আগ্রহ ১২

অধ্যবসায় বা কঠোর পরিশ্রম ১৩

রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত পড়ালেখা ১৩

ধৈর্য-সহ্য ১৪

প্রচুর লেখা ১৭

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ক্লাস করা ১৮

মুখস্থ করা বিষয়গুলো মাঝে মাঝে রিভিশন দেয়া ১৮

আত্মবিশ্বাস লালন করা ১৯

০৩. পরীক্ষায় ভালো করার জন্য বিক্ষিপ্ত মনের শাসন ১৯

অসাধারণ মেধা বা স্মৃতিশক্তি ১৯

প্রচুর উপকরণ ২১

পরীক্ষার আগে দিন-রাত জেগে পড়ালেখা ২২

প্রাইভেট টিউশন ২৩

ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৩

পড়ালেখার পরিবেশ ২৪

০৪. পরীক্ষায় ভালো করতে পিতা-মাতার দিক-নির্দেশনা ২৫

০৫. পরীক্ষায় ভালো করতে শিক্ষকের দিক-নির্দেশনা ২৫

০৬.পরীক্ষা আসার আগেই পরীক্ষা সহায়ক প্রস্তুতি গ্রহণ ২৬
ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা সহায়ক উপকরণ ২৭
ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত কিছু উপকরণ ৩০
ছাত্র-ছাত্রীদের আবেগ-অভিব্যক্তি ও পিতা-মাতার ইচ্ছার বাস্তবায়ন ৩১
ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে দু'আ প্রার্থনা ৩২
০৭. পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাওয়ার লক্ষ্যে কতিপয় টেকনিক ৩২
প্রশ্নোত্তর যথাযথভাবে লেখা ৩৩
প্রশ্নের নম্বর অনুযায়ী সময় বণ্টন ৩৫
উত্তর পত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একরকম করে লেখা ৩৫
প্রশ্নোত্তরে মানচিত্র বা যথাযথ চিত্র ও ছক অংকন করা ৩৬
কাটাকাটি, ঘষামাজা বা ওভার রাইটিং না করা ৩৭
গুরুচণ্ডালী দোষ পরিহার ৩৮
বিরাম ও যতি চিহ্নের ব্যবহার ৩৮
উত্তর পত্রের সাথে অতিরিক্ত কাগজ নেয়া ৪৩
সবশেষে উত্তর পত্র পুনরায় দেখা ৪৩
উত্তর পত্র ও সাজসজ্জা করা ৪৫
একদম শেষ মুহূর্তে করণীয় ৪৬
উত্তর পত্র জমা দেয়ার পর করণীয় ৪৬
০৮.পরীক্ষার বিভিন্ন ধরন ও ভালো করার টেকনিক ৪৬
পরীক্ষায় প্রস্তুতির নানা দিক ও বিষয় ৪৭
সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষা ৪৭
এসাইনমেন্ট জমা দেয়া ৪৮
৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি) ৪৮
৮ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা (জেএসসি/জেডিসি) ৪৯
এস.এস.সি, দাখিল ও ভোকেশনাল পরীক্ষা ৪৯
এইচ.এস.সি, আলিম ও ডিপ্লোমা পরীক্ষা ৫০

▲ পরীক্ষার প্রকৃতি ও সিলেবাস জেনে নেয়া ৫১
▲ টেস্ট পরীক্ষা ও ফরম ফিলাপের পর হতে চূড়ান্ত প্রস্তুতি ৫৫
▲ পরীক্ষার রুটিন প্রাপ্তির পর রিভিশন প্রস্তুতি ৫৮
০৯. পরীক্ষার আগের দিন ও রাতে করণীয় ৬১
পরীক্ষার কেন্দ্র সম্পর্কে জানা ৬১
পরীক্ষার বিষয় ও সময়সূচী দেখে নেয়া ৬১
পরীক্ষার আগের রাতে অধিক সময় জেগে না থাকা ৬১
ঠাণ্ডা মাথায় পরীক্ষার আগের রাতে রিভিশন ৬৩
মোবাইল ফোন বন্ধ করে রাখা ৬৩
পারিবারিক ও অন্য কোনো সমস্যা না জানানো ৬৩
খোলা বাতাসে হেঁটে বা ছাদে উঠে মন প্রফুল্ল রাখা ৬৩
প্রয়োজনীয় উপকরণ গুছিয়ে রাখা ৬৪
রুচিসম্মত ও পরিমিত খাবার খাওয়া ৬৪
অহেতুক পেরেশানিতে না রাখা ৬৫
১০. পরীক্ষার দিন সকালে করণীয় ৬৫
সালাত বা অন্যান্য মতাবলম্বীদের প্রার্থনা ৬৫
প্রয়োজনীয় উপকরণ চেক করে টেবিলের এক পাশে রাখা ৬৫
পছন্দ অনুযায়ী হালকা খাবার ৬৬
উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা ৬৬
প্রয়োজনীয় কার্যাদি শেষ করা ৬৬
দূরত্ব বুঝে বাসা থেকে আগে বের হওয়া ৬৬
১১. পরীক্ষার হলে যাওয়ার সময় করণীয় ৬৭
পকেটে কোনো কাগজপত্র না রাখা ৬৭
মানিব্যাগ ও মোবাইল ফোন না রাখা ৬৭
পিতা-মাতা ও উপস্থিত মুরুব্বিদের সালাম পেশ ৬৮
পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় বাসা বা ঘর থেকে বের হওয়ার নিয়ম ৬৯

১২. পরীক্ষার হলে করণীয় ৭০
পরীক্ষার হলে প্রবেশ ও সিটে বসা ৭০
পরীক্ষার হলে পরীক্ষকের নির্দেশনা শোনা ৭০
১৩. উত্তর পত্র বা খাতা হাতে পেয়ে করণীয় ৭০
উত্তর পত্রে যথাযথভাবে সবকিছু পূরণ করা ৭০
উত্তর পত্রে লেখার নিয়ম জানা ৭১
উত্তর পত্রে মার্জিন ও অন্যান্য নির্দেশনা দেয়া ৭২
১৪. প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে করণীয় ৭৩
প্রশ্নপত্র ভালোভাবে পড়া ৭৩
অধিক নম্বর পাওয়ার উপযোগী প্রশ্ন নির্বাচন করা ৭৪
১৫. উত্তর পত্র বা খাতায় বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর লেখার নিয়ম ৭৪
বাংলা ১ম পত্র ৭৪
বাংলা ২য় পত্র ৮০
ইংরেজী ১ম ও ২য় পত্র ৮০
গণিত/উচ্চতর গণিত ৮১
হিসাব বিজ্ঞান ৮৩
ভূগোল/সমাজ বিজ্ঞান ৮৫
বিজ্ঞান বিষয়সমূহ ৮৫
আরবি বিষয়সমূহ (মাদরাসা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত বিষয়) ৮৬
১৬. পরীক্ষা দেয়ার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন ৮৭
১৭. পরীক্ষায় সফলতা অর্জনের প্রতিবন্ধক বা অন্তরায় ৮৮
প্রশ্ন আউট হয়েছে এমন শুনা ৮৯
প্রশ্ন পাওয়া যাচ্ছে তা খুঁজে নেয়ার প্রবণতা ৯০
শর্ট সাজেশন পড়া ৯৬
পরীক্ষার আগে শুধু পড়ালেখা করা ৯৭
কনফিডেন্স বা মনের সাহস বৃদ্ধি করতে না পারা ৯৭
▲ পরীক্ষায় নকলের উপর নির্ভর করা ৯৮

১৮. বহু নির্বাচনী বা নৈর্ব্যক্তিক বা অবজেকটিভ পরীক্ষা ১০০
১৯. পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে করণীয় ১০
আনন্দে আত্মহারা না হওয়া ১০১
শারীরিক সুস্থতার দিকে খেয়াল রাখা ১০৫
পরীক্ষা খারাপ হলে মানসিকভাবে ভেঙ্গে না পড়া ১০৫
একাডেমিক বই খাতা গুছিয়ে রাখা ১০৬
২০. প্রাকটিক্যাল বা ব্যবহারিক পরীক্ষা ১০৭
২১. মৌখিক (ভাইভা) পরীক্ষা ১০৮
মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি ১০৮
মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্র্যাকটিস ১০৯
ছাত্র-ছাত্রীদের রং-ঢং ও পোশাক-পরিচ্ছদ ১০৯
পরীক্ষককে পাল্টা প্রশ্ন না করা ১০৯
পরীক্ষককে কথা বলার সুযোগ দেয়া ১০৯
প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘায়িত না করা ১০৯
আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দেয়া ১১০
চুপ করে বসে থাকা বা ভন ভন না করা ১১০
হুট করে প্রশ্নের উত্তর না দেয়া ১১০
প্রশ্নকর্তার দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়া ১১০
২২. পরীক্ষা শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয় ১১০
সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করা ১১০
গর্ব, অহংকার না করা ১১১
পরীক্ষার প্রশ্নপত্র গুছিয়ে রাখা ১১১
বই-খাতা গুছিয়ে রাখা ১১২
কম কম করে পুনরায় পড়ালেখা শুরু করা ১১২

প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের
শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের
আদর্শিক মানদণ্ডে উন্নয়নের লক্ষ্যে
বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক 'জাবেদ মুহাম্মাদ' রচিত
কয়েকটি গ্রন্থ –

- আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ
- ছাত্র-ছাত্রীরা কী শিখবে কেন শিখবে কিভাবে শিখবে
- ভালো ছাত্র-ছাত্রী গঠন হওয়ার উপায়
- পড়ালেখায় ভালো হওয়ার কৌশল
- পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের টেকনিক
- আদর্শ শিক্ষা ও নৈতিকতা
- সচ্চরিত্র গঠনের রূপরেখা

প্রকাশিতব্য .....

- আদর্শ শিক্ষক জাতির স্থপতি

## ০১. পরীক্ষা কী ও কেন

ছাত্র মানেই পরীক্ষার্থী। পরীক্ষার্থী মানেই পরীক্ষার মুখোমুখি। আর পরীক্ষা! পড়ালেখার মানদণ্ড। ছাত্র-ছাত্রীরা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে কতটুকু পড়ালেখা করেছে, কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে তা নির্ণয়ের মাধ্যম। পরীক্ষা আছে বলেই ছাত্র-ছাত্রীদের মান, স্থান ও অবস্থান পরিবর্তন হয়; পরীক্ষার মাধ্যমেই ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনের বিভিন্ন স্তরে উন্নীত হয়ে সুন্দর জীবন ও সম্মানজনক আসন লাভ করতে সক্ষম হয়।

পরীক্ষা জীবনের সিঁড়ি অতিক্রম করে এগিয়ে চলার একটি প্রক্রিয়া। পরীক্ষা প্রত্যেকের যোগ্যতা যাচাই ও মেধা প্রস্ফুটিত হওয়ার একমাত্র মূলমন্ত্র। যদিও এ পরীক্ষা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রয়েছে নানা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। আবার কারো কারোর মুখে এমন শুনা যায়, ছাত্র জীবন বড়ই সুখের জীবন, যদি না থাকতো এগজামিনেশন। কেননা পরীক্ষার আগমনে প্রায় সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মনে ও মুখমণ্ডলে যে ছাপ ফুটে উঠে তা বলাই বাহুল্য। তবে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে মেধাবীদের মুখে বিশ্ব স্রষ্টা ও পরিচালক মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার মাধ্যমে চোখে মুখে যে আনন্দের ঘনঘটা দেখা তা সত্যিই অবিস্মরণীয়। এতে পিতা-মাতা, পাড়া-প্রতিবেশি ও আত্মীয়-স্বজনরা সবাই আনন্দিত হয়ে থাকে।

অন্যদিকে যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফলের মুখোমুখি হয় তাদের মাঝে দুঃখের অমানিশা ভিড় করে। তাদের মুখমণ্ডলে অন্ধকারের কালো ছাপ ও মন-মানসিকতায় তা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সবাই দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জীবনের মূল্যবান সময়, পিতা-মাতার কষ্টার্জিত অর্থ, বাধাগ্রস্ত হয় জীবনের গতিময়তা, থমকে যায় পড়ালেখার ধারাবাহিকতা।

কাজেই যে পরীক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে সফলতা আনয়নে সহায়তা করে, কর্মময় জীবনকে নিশ্চিত করে, পরিবার, সমাজ-সামাজিকতা ও রাষ্ট্রীয়

অঙ্গনে সম্মানের আসনে আসীন করে, মহান স্রষ্টার দেয় বিধানাবলী মেনে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ, বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করে, দুনিয়ার জীবনে দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন মুক্ত জীবন পরিচালনায় সহায়তা করে, মৃত্যুর পরে আখিরাতের জীবনে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পুরস্কার তথা চির সুখের স্থান জান্নাত লাভের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারে সে বিষয়টি একটু নয় অনেক কঠিন হলেও তা বাস্তবে রূপ দেয়ার চেষ্টা করাই তো আমাদের সকলের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তাইতো এক্ষেত্রে সফলতা অর্জনে জানা চাই বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতি। জানা চাই সহজ সরলভাবে ছাত্র জীবনের এ চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার টেকনিক।

## ০২. পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের সহায়ক উপাদান

### ০২.১. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ

ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো ফলাফল অর্জনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে ছাত্র জীবনের শুরু থেকেই পড়ালেখা করবে। লক্ষ্য পানে দৃঢ় সংকল্পের সাথে ছুটে চলবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে, লক্ষ্যকে জয় করার প্রত্যয়ে রুটিন অনুযায়ী নোট তৈরি করে পড়ালেখা করবে। সাথে-সাথে এ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছেও দু'আ প্রার্থনা করবে।

### ০২.২. ভালো করার ইচ্ছা বা আগ্রহ

পরীক্ষায় ভালো করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচণ্ড আগ্রহ বা ইচ্ছার বিকল্প নেই। অবশ্য কোনো কাজই আগ্রহ বা ইচ্ছা ছাড়া সফল হয় না। আর পড়ালেখা সে তো পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি কষ্টকর কাজ।

পড়ালেখা করে জীবনে সফলতা লাভ করতে হলে, জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে, দারিদ্র্যমুক্ত ও কোনো মানুষের মুখাপেক্ষী না হয়ে স্বনির্ভর হতে, সুন্দর জীবন যাপন করতে যোগ্যতা অর্জনে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখায় চাই প্রচণ্ড আগ্রহ। মূলত এ কথা তো সত্য, যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা জীবনে প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে কঠোর অধ্যবসায়ে লিপ্ত হয় তারা পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করে। তারা ভালো চাকুরী লাভ করে, সমাজের সম্মানজনক চেয়ারে বসতে পারে। অন্যদিকে তোমরা দেখে থাকবে হয়তো তোমাদের বাড়ি বা বাসার পাশেও এমন কেউ থেকে থাকবে, যে বা যারা পড়ালেখা

করেনি বলে দারুণ অভাবে কোনো রকম দিন অতিবাহিত করছে। কেউ তাদের মূল্যায়ন করে না, তাদের সাথে সুন্দর করে কথা বলে না, তাদেরকে পরিবার প্রতিবেশি ও সমাজের কোথাও কোনো কাজে ডাকা হয় না, তাদের মতামত গ্রহণ করা হয় না, তাদের সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কথাও গ্রহণ করা হয় না। (যদিও এমনটি মানবতার শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম সমর্থন করে না। কিন্তু তারপরেও এমন করুণ দৃশ্যই সমাজ-সামাজিকতার অঙ্গনে আজকাল দেখা যায়।) কাজেই তোমরা পড়ালেখা করতে চেষ্টা করো, জীবনে সফল হওয়ার টার্গেট নিয়ে পড়ালেখার প্রতি প্রচুর মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করো। তাহলে দেখবে, তোমরা পরীক্ষায় অনেক ভালো করবে। একদিন তোমরা অনেক এগিয়ে যাবে।

## ০২.৩. অধ্যবসায় বা কঠোর পরিশ্রম

অধ্যবসায় বা কঠোর পরিশ্রমই ভালো ফলাফল অর্জনের মূল উপাদান। অধ্যবসায় ব্যতীত ভালো ফলাফল অর্জন দুরাশার নামান্তর। কারণ ভালো ফলাফল অর্জন করে নিজের কাছে আনতে হয়, এটা এমনি কারোর কাছে আসে না। এর জন্য কত রাত জাগা..... শেষ রাতে আরামের ঘুমকে হারাম করে দিয়ে জেগে বই পড়া, বিকেলে প্রায় দিনেই খেলাধুলা ছেড়ে লেখা, বেড়াতে না যাওয়াসহ কত পরিশ্রমের বদৌলতে এ সাফল্য এক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের আসে তা শুধু ঐ ছাত্র-ছাত্রীরাই জানে। তাইতো প্রতি বছর ভালো ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো ফলাফলের গোপন রহস্য হিসেবে কঠোর পরিশ্রম, নিরন্তর অধ্যবসায় এবং মহান স্রষ্টার কাছে সাহায্য কামনা ও নির্ভরশীলতার কথাই ফুটে উঠে।

কাজেই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বলবো, পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করতে চাও তবে এ তিনটি ক্ষেত্রে একাকার হয়ে যাও। চেষ্টা, চর্চা এবং স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল হয়ে যাও। দেখবে তোমরাও ভালো ফলাফলের অধিকারী হতে পারবে। পৃথিবীর বুকে ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য এর বিকল্প আর কিছুই নেই। বাকী সব এগুলোর সহায়ক উপাদান মাত্র।

## ০২.৪. রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত পড়ালেখা

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান ও একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত পড়ালেখা করা। ছাত্র জীবনের শুরু এবং শিক্ষা বছরের শুরু

থেকেই রুটিন অনুযায়ী মনোযোগ সহকারে পড়ালেখা করা হলে ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে। যদিও কোথাও কোথাও শুনা যায়, অনেকে শুধু পরীক্ষা আসলে পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সে সময়ের বিচারে ভালো ফলাফল অর্জন করে। আমি তাদের ব্যাপারে বলবো, এটা হয়তো একসেপশনাল। আর একসেপশনাল কখনো এক্সজাম্পল হয় না, একসেপশনাল সর্বদাই একসেপশনাল।

সুতরাং এমন একসেপশনালকে এক্সজাম্পল হিসেবে না এনে আমাদের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের কর্তব্য হলো নিয়মিত পড়ালেখার মাধ্যমে নিজেদের সুন্দর জীবনকে গড়া, জানার পরিধিকে সুবিস্তৃত করা, নিজেদের অজ্ঞতা বা অজানার অন্ধকারকে দূরীভূত করা, দুনিয়ার বুকে সফলতার সাথে জীবন ধারণ ও আখিরাতে মুক্তি লাভ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা। তাছাড়া পড়ালেখা ও পরীক্ষায় সফলতা লাভ করেছে এমন কোন ছাত্র-ছাত্রী আজ পর্যন্ত রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত পড়ালেখা করেনি এমন কথা কোথাও কখনো শুনতে পাইনি।

আর তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি নির্দেশনা হলো তোমরাও রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত পড়ালেখা করো; তোমরাও ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারবে। আর যারা ভালো ফলাফল চাও না তোমরা তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী পড়ালেখা করবে। তবে মনে রাখবে, ভালো ফলাফল করতে চাওয়া কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো গুণ। এ জন্যেই ধ্রুব সত্য হলো জীবনের যে কোনো কাজে রুটিন ও সময় সূচির একটা সহায়ক ভূমিকা আছে। সময় সূচির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন অবশ্য হতে পারে অথবা তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলাও অসম্ভব হতে পারে। তথাপি তা মূল্যবান এবং পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

## ০২.৫. ধৈর্য-সহ্য

দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবতে, পরিবর্তিত সকল পরিবেশে নিজের মন-মেজাজকে পরিবর্তন না করে বরং সর্বাবস্থায়ই এক সুস্থ ও যুক্তিসঙ্গত আচরণ রক্ষা করে চলাকে ধৈর্য বলে। মূলত ধৈর্যই হলো প্রত্যেকের জীবনে সফলতার চাবিকাঠি। তাই পড়ালেখায় ধৈর্য-সহ্য খুব দরকার। ছাত্র-ছাত্রীরা যদি ধৈর্য ধারণ করে নিজেদের ইচ্ছাকে গতিশীল রেখে নির্দিষ্ট ভিশনে উপনীত হতে চেষ্টা করে তবেই কেবল সফল হতে পারবে। কেননা পড়ালেখা যে অনেক কষ্টের একথা

সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পিতা-মাতার আর্থিক অসঙ্গতি, শিক্ষা সহায়ক উপকরণের অনেক ঘাটতি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানে ঘাটতি, অনেক টাকা দিয়ে বাসায় শিক্ষক রেখে প্রাইভেট পড়তে না পারা, ভালো শিক্ষকের সমন্বয়ে গড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করতে না পারা ইত্যাদি অনেক ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্যাগুলোর মাঝে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখায় সফল হতে হলে অবশ্যই প্রচুর ধৈর্যধারণ করে রীতিমত বাসায় পড়ালেখা করতে হবে।

পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে হলে রুটিন মাফিক নিয়মিত ধৈর্যধারণ করে পড়ালেখা করতে হবে। বাসায় পড়া শেষে ধৈর্যের সাথে খাতায় লেখতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা যদি মনে করে পরীক্ষার আগে তিন মাস পড়ে পরীক্ষায় ভালো করবে তাহলে সে যত মেধাবীই হোক না কেন তা কঠিন হয়ে পড়বে। এ অবস্থায় হয়তো তাকে মোটামুটি ভালো এমন একটি রেজাল্ট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আর যদি ছাত্র-ছাত্রীরা বাসায়ই নিয়মিত পড়া শেষে লেখে, নিজে নিজেই তা সংশোধন করে তাহলে তাদের পক্ষে নির্ভুলভাবে পরীক্ষা দিয়ে ভালো ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হবে। উল্লিখিত টেকনিক বাংলা, ইংরেজি, সমাজ বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, ইসলাম শিক্ষা বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এবার গণিত বিষয়ে খাতায় বার বার প্রাকটিস করতে হবে। গণিতে কোনো ছাত্র-ছাত্রীই তাড়াহুড়ো করে পরীক্ষা দিতে গেলে ভুল করবে। এতে অন্যান্য বিষয়ে ভালো ফলাফল অর্জন হলেও গণিতে খারাপ হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রিক ফলাফল খারাপ হতে বাধ্য। ফলাফল ভালো হওয়ার জন্যে প্রয়োজন সকল বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে ভালো করে পরীক্ষা দিতে পারা। আর ভালো পরীক্ষা দিতে পারার জন্য চাই প্রচুর ধৈর্য-সহ্যের সাথে পড়ালেখা করা। পিতা-মাতা কতটুকু দিতে পেরেছে, কেন অন্যদের মতো বেশি দিতে পারেনি, এমন বায়না ও জেদ ধরে নিজেদের জীবন গড়ার মূল্যবান সময়টুকু নষ্ট করে দিও না। বরং মনে রেখো পিতা-মাতা তোমাদেরকে যা দিতে পেরেছে তা গ্রহণ আর যা দিতে পারেনি তাকে মনের শক্তি অর্জনের খোরাক ধরে নিয়ে পড়ালেখা করে, পিতা-মাতাকে তোমাদের জন্যে দু'আ করতে বলো, তোমরাও পড়ালেখার আদেশদাতা মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে সাহায্য

কামনা করো। অবশ্যই তোমরা পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করবে। তোমরাই প্রথম হবে, তোমরাই একদিন সফল হবে।

হ্যাঁ, এ লেখাটুকু পড়ে তোমরা হয়তো ভাবতে পারো আমরা পিতার আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে কয়েকটি বই কিনে হ্যান্ড নোট করে পড়তে পারিনি, প্রাইভেট পড়তে পারিনি, শহরের স্কুলগুলোতে পড়তে পারিনি, আরো অনেক ঘাটতি তো আছেই তা না হয় বাদ দিলাম। শুধু পড়ালেখার ক্ষেত্রে এতসব ঘাটতিতে কিভাবে আমাদের ফলাফল ভালো হবে? কিভাবে আমরা পরীক্ষায় প্রথম হবো? এ লেখক এসব কথা কি লিখেছে? না, আমি তোমাদের যা লিখছি তা অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্কে লিখছি। সত্যি আশ্বাস দিচ্ছি। তোমরা ধৈর্যের সাথে পড়ালেখা করো, তোমরা এগিয়ে যাও, সফলতার জয় মাল্য তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছে। আর একথা শুধু আমি লেখকের কথা নয়, একথা বলেছেন স্বয়ং এ আসমান-জমিনের স্রষ্টা আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ মহান আল্লাহর বাণী আল কুরআনে আল্লাহ ধৈর্য ধরে যারা কাজ করে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন :

"হে ঐসব লোক! যারা ঈমান (আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন) এনেছ, ধৈর্যধারণ করো, বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে মযবুতী দেখাও, হকের খিদমতের জন্য তৈরি থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায়, তোমরা সফল হবে।" (আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ০৩ : আয়াত-২০০)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথেই আছেন যারা ধৈর্যধারণ করে।" (আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, ০২ : আয়াত-১৫৩)

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে স্পষ্ট, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গী। আর যাদের সঙ্গী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তারা তো সফল হবেই।

এভাবে আল্লাহর বাণী আল কুরআন-এ প্রায় ২১টি সূরায় আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যধারণকারীদের জীবনে সফলতা ও তাদের পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন। এবার নিশ্চয়ই প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা ধৈর্যধারণ করে পড়ালেখা ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ভুল করবে না। মনে রেখো, ধৈর্যের সাথে পড়ালেখা এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এ বিশ্বের মালিক মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করো; দেখবে মহান আল্লাহ তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী অবশ্যই তোমাদেরকে খুব ভালো ফলাফল দিয়ে পুরস্কৃত করবেন। তোমরা জীবনে সফল হবে।

## ০২.৬. প্রচুর লেখা

পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার লক্ষ্যে পড়ার পর লেখা উত্তম। পড়ার পর লেখার মাধ্যমেই পড়ার বিষয়টুকু পুরোপুরি আয়ত্তে এসে থাকে। বাসায় পড়া শেষে লিখে প্রাকটিস এবং লেখাটুকু চেক করে সংশোধন করে নেয়ার মধ্য দিয়ে পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা যেতে পারে।

প্রচুর লেখার মাধ্যমে মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া মনে রাখতে পারাসহ আরো অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটে থাকে। কেননা আমরা জানি পরীক্ষার খাতায় সবাই লিখে। কিন্তু সবাই 'গোল্ডেন এ প্লাস' পায় না বা সর্বোচ্চ নম্বর পায় না। সর্বোচ্চ নম্বর পেতে হলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কতিপয় বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাছাড়া প্রচুর লেখার ফলে লেখার মানে যে মানসম্মত পরিবর্তন আসে তা এখানে উল্লেখ করা হলো :

০১. লেখা দ্রুত হয়;

০২. লেখার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়;

০৩. বানান শুদ্ধ হয়;

০৪. লেখা স্পষ্ট হয়;

০৫. শুদ্ধ বাক্য গঠন হয়;

০৬. বিরাম ও যতি চিহ্নের শুদ্ধ ব্যবহার হয়;

০৭. সাধু, চলিত ও আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণ পরিহার হয়;

০৮. কাটাকাটি, ঘষামাজা ও ওভার রাইটিং পরিহার হয়।

মূলত বাসায় প্রচুর লেখা এবং লেখা শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই যদি লাল রঙের কালির কলম দ্বারা উল্লিখিত বিষয়গুলোর বাস্তব প্রয়োগ ঘটানোর চেষ্টা করে তাহলে অবশ্যই তাদের পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নোত্তরের লেখা হবে মানসম্মত। উত্তর পত্রের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো খাতার লেখা হবে একই রকম এবং অধিক নম্বর পাওয়ার উপযোগী। এভাবে বাসায় রীতিমত পড়ার পর লেখার প্রাকটিস করায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কোনো প্রশ্নোত্তরের জবাব সময়ের ঘাটতিতে ছেড়ে দেয়া বা সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর লিখে পরীক্ষা শেষ করে দিতে হবে না। ছাত্র-ছাত্রীরা সন্তুষ্টচিত্তে পরীক্ষার হলে সকল প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে প্রদান করে ভালো ফলাফল অর্জনের দাবিদার হতে পারবে।

## ০২.৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ক্লাস করা

শিক্ষা দানের নিমিত্তে গড়া প্রতিষ্ঠানই হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্রত্বের স্বীকৃতি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবে, স্ব-স্ব বিষয়ের নির্ধারিত শিক্ষকের ক্লাস করে যথাযথ জ্ঞান লাভ করবে এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাবি। এ দাবি উপেক্ষা কোনো ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি নির্দেশনা হলো নিয়মিত ক্লাস করবে। ক্লাসে যা বুঝবে না বা অস্পষ্ট থাকবে তা তখনই দাঁড়িয়ে বিনয়ের সাথে স্যারের কাছে বলবে। প্রতি ক্লাসে স্যারের লেকচার মনোযোগের সাথে শুনে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করবে। ক্লাসে স্যারের গুরুত্বপূর্ণ লেকচার নোট করবে। মনে রাখার লক্ষ্যে স্যারের লেকচার হৃদয়ঙ্গম করে শুনতে চেষ্টা করবে। কোনোভাবেই ক্লাসে সহপাঠীদের সাথে কথা বলে অমনোযোগী হবে না, ক্লাসে বসে অন্য মনস্ক হবে না। ক্লাসে এমন কোনো আচরণ করবে না যা শিক্ষকের দৃষ্টিতে বেয়াদবির শামিল। অত্যন্ত বিনয়ী এবং শিক্ষার মাধ্যমে নিজের অজানাকে দূর করার নেশায় যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত ক্লাস করবে, তার ভিত্তিতে বাসায় যেয়ে পড়ালেখা করবে তাদের পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন সময়ের ব্যাপার হবে মাত্র। অর্থাৎ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ফলাফল প্রকাশিত হলেই জানা যাবে তারা ভালো ফলাফলের অধিকারী হয়েছে।

## ০২.৮. মুখস্থ করা বিষয়গুলো মাঝে মাঝে রিভিশন দেয়া

ছাত্র-ছাত্রীরা মুখস্থ করা বিষয়গুলো মাঝে মাঝে রিভিশন দিবে। তাহলে কোনো পড়া ভুলে যাওয়ার আশংকা থাকবে না। কখনো কখনো এমন দেখা যায় নতুন করে কোনো কিছু পড়তে ভালো লাগে না। মনোযোগ আসে না। ঠিক ঐ সময়টুকুতে তাদের পূর্ব পড়া নোটগুলো রিভিশন দেয়া যেতে পারে। আবার রুটিন অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয় পড়তে যেয়ে ঐ বিষয়ের জটিল বা সহজে আয়ত্তে আসে না এমন কোনো প্রশ্নোত্তর রিভিশন দিয়ে নতুন পড়া শুরু করা যেতে পারে।

অন্যথায় তা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রয়োজনের সময় স্মরণ করতে পারবে না। তাই মুখস্থ করা বিষয়গুলো মাঝে মাঝেই রিভিশন দেয়া উত্তম।

### ০২.৯. আত্মবিশ্বাস লালন করা

আত্ম মানে নিজ আর আত্মবিশ্বাস মানে নিজের উপর নিজে বিশ্বাস স্থাপন করা। ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের নিজের মেধা ও সামর্থ্যের প্রতি আত্মবিশ্বাস থাকা জরুরী। যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের পড়ালেখা, মেধা ও সামর্থ্যের প্রতি বিশ্বাস হারায় তাদের ভালো ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয় না। এ ধরনের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা হলে গিয়ে অসদুপায় অবলম্বনের চেষ্টা করে থাকে– যা ভালো ফলাফলের অন্তরায়। মূলত নিজের মেধা, শ্রম ও অধ্যয়নের উপর আস্থা রেখে পড়ালেখা করলে ভালো ফলাফল তাদের হাতের নাগালের কাছে আসবে। তাই সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে দৃঢ়চিত্তে পড়ালেখা করার জন্য বলা হচ্ছে।

## ০৩. পরীক্ষায় ভালো করার জন্য বিক্ষিপ্ত মনের শাসন

### ০৩.১. অসাধারণ মেধা বা স্মৃতি শক্তি

পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করতে হলে অনেকেই মনে করে অসাধারণ মেধা থাকা এক নম্বর দাবি। ফলে অনেকেই বলে থাকে আমাদের ক্লাসের ফাস্ট বয়ের যা মেধা! ওর বুদ্ধি ও মেধার প্রখরতার কাছে আমাদের মেধা কিছুই না। কাজেই আমরা তো ভালো করতেই পারব না। আমাদের এতো চেষ্টা আর পরিশ্রম করে লাভ কী?

আসলে এটা একদম ভুল ধারণা। আমি মনে করি, মেধা মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দান। এটা সবার মাঝেই আছে। মেধাহীন মানুষ এ জগতে কেউ নেই। তবে কারোর মেধা সুপ্ত আর কারোর মেধা প্রস্ফুটিত। অবশ্য মেধাকে প্রস্ফুটিত করার কৌশল হলো অধিক চর্চা এবং অনবরত চেষ্টা করা।

আবার অনেকের ধারণা মেধা জন্মগত। জন্মসূত্রে যারা এ মেধা বা স্মরণ শক্তি পায় না তাদের করণীয় কিছুই নেই। প্রকৃতপক্ষে এ ধারণাও ভুল। চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর বিখ্যাত কয়েকজন মনীষীদের জীবন কথা পর্যালোচনা করলে এ সত্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠবে আমাদের চোখের সামনে। ছাত্র জীবনের শুরুতে অনেক মনীষীর স্মৃতি শক্তি প্রখর ছিলো না কিন্তু চেষ্টা ও চর্চার ফলে তারা আজ বিশ্বনন্দিত সকলের প্রিয়, সকলের পরিচিত, মরেও অমর। যেমন :

## বিজ্ঞানী আইন স্টাইন

বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জার্মানীর আইন স্টাইন তার স্মৃতি শক্তির স্বল্পতার কারণে পড়ালেখা শুরু করেছিলেন নয় বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পরে। প্রথমবার স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় তিনি ফেল করেন। দ্বিতীয় বার ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে স্কুলে ভর্তি হোন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায়ও তিনি প্রথম বার ফেল করেন। পরে এন্ট্রান্স পাস করে কম মেধার কারণে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে রাজি হননি। তারপর চাকুরির জন্য ইন্টারভিউ দিয়েও ব্যর্থ হোন। এ সময় তিনি দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়েন। তখন তিনি চেষ্টা এবং চর্চা করতে শুরু করেন। মাত্র দুই বছরের চেষ্টা এবং চর্চায় তিনি পড়ালেখায় অসাধারণ উন্নতি সাধন করেন। তারপর তাকে আর থমকে দাঁড়াতে হয়নি। বিশ বছরের মাথায় তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আবিষ্কার করেন অনেক জীবন ঘনিষ্ঠ নতুন-নতুন জিনিস। যার জন্যেই তিনি আজও সকলের কাছে পরিচিত।

## টমাস আলভা এডিসন

টমাস আলভা এডিসনও ছোটবেলায় স্মরণ শক্তির স্বল্পতার কারণে স্কুলে খারাপ ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার কোনো কিছুই মনে থাকত না। ফলে স্কুল থেকে তার বিপক্ষে মন্দ রিপোর্ট আসতে লাগল। তাঁর ভাষায় : 'মা চাইতেন আমি স্কুলে সেরা ছাত্র হই। কিন্তু পড়া মনে থাকত না বিধায় কয়েক মাসের মধ্যে আমার স্কুল জীবন শেষ হয়ে যায়। সেদিন মায়ের চোখ থেকে টপ টপ অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল যেদিন আমি স্কুল থেকে চলে আসি। সেকথা মনে পড়লে আজও আমার খারাপ লাগে। এখন আমি পাতার পর পাতা মনে রাখতে পারি।' ফলে অধিক পরিশ্রম অনবরত চেষ্টা ও চর্চার ফলে সেই ব্যক্তিই এখন সমগ্র বিশ্বে বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন হিসেবে পরিচিত। যিনি ১২৫টি সামগ্রি উদ্ভাবন করে বিশ্বাবাসীকে অবাক করে দিয়েছেন।

## মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন

ছোটবেলায় মেধার স্বল্পতার কারণে তিনি বর্ণমালা শিখতে নয় বছর সময় নিয়েছিলেন। ভালোভাবে পড়া শিখতে তাঁর আরও দুই বছর সময় লেগেছিল। অথচ সেই উড্রো উইলসন-ই পরবর্তীতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হোন। অবিরাম চেষ্টা আর অনবরত চর্চার ফলে তার মেধার প্রখরতা এমন বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, জীবনের এক সময়ে এসে তিনি যে কোনো বক্তৃতা একবার শোনে হুবহু মনে গেঁথে রাখতে পারতেন।

**সেনানায়ক জর্জ প্যাটন**

ছোটবেলায় স্বল্প স্মৃতি শক্তি ও পড়ালেখায় অমনোযোগিতার জন্য একই ক্লাসে তিনি পর-পর তিনবার ফেল করার ফলে তাকে ক্লাস থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। অথচ তিনিই চেষ্টার দ্বারা পরবর্তীতে অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী হোন। যার পুরস্কার স্বরূপ তাকে মার্কিন সেনানায়ক নিয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি বেশ সফলতার পরিচয় দেন।

সুতরাং বক্তব্য পরিষ্কার, ভালো ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে অসাধারণ মেধার অধিকারী হওয়ার দরকার নেই। বরং মেধার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন না করে মনোযোগ সহকারে চেষ্টা ও চর্চা করে দেখবে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল তোমাদের হাতের নাগালে।

**০৩.২. প্রচুর উপকরণ**

পড়ালেখায় ভালো করার জন্য শিক্ষা উপকরণ যেমন বই-খাতা, কলমসহ সহায়ক আরো উপকরণ দরকার। কিন্তু এক বিষয়ে কয়েকটি করে বই, রিম-রিম খাতা বা বাইণ্ডিং করা দামি খাতা, হরেক রকম দামি কলমসহ আরো অন্যান্য উপকরণ ছাড়া যে পড়ালেখা হবে না তা কিন্তু নয়। বরং একটু সহনশীল হলেই বই ধার করে আনা যায়, খাতা বাইণ্ডিং করাটা না এনে দিস্তা হিসেবে কাগজ এনে বাসায় প্রয়োজন মতো খাতা বানিয়ে নেয়া যায়, সমস্যা হলে নিউজপ্রিন্ট কাগজে লেখা যায়, কলম খুব বেশি দামি না ক্রয় করে কম দামি ক্রয় করা যায়, জ্যামিতি বক্স, কাঠপেন্সিল, ইরেজার, শার্পনার ইত্যাদি যেন নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে যত্নশীল হওয়া, ক্যালকুলেটর খুব দামি ক্রয় না করে কম দামি একটা ক্রয় করা যায়। এভাবে অভিভাবকের আর্থিক সামর্থ্য মাথায় রেখে, অভিভাবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করিয়ে নিজের ধ্বংসের দিকে ঠেলে না দিয়ে জীবন গড়ার প্রত্যয়ে যা পাওয়া যাচ্ছে তাই নিয়ে কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ভালো ফলাফল অর্জন করা যেতে পারে। জীবনে এমন অনেক নজীর এ সমাজে দেখা যায়, অনেক দরিদ্র পরিবারের সন্তানরাই পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করে থাকে। তাছাড়া আজ শিক্ষা উপকরণের প্রাচুর্য অনেক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই সরকারি ব্যবস্থাপনায় বই পাওয়া যায়, আবার সবাই

পড়ালেখায় সচেতন বলে প্রতিবেশি, আত্মীয়-স্বজন থেকেও ইচ্ছা করলে সহযোগিতা নেয়া যায়। কিন্তু আজ যারা তোমাদের পিতা-মাতা তাদের ছাত্র জীবনের সময়টুকুর কথা একটু শোনার চেষ্টা করো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তোমার পিতা-মাতার তখনকার পড়ালেখার করুণ বর্ণনা শুনে হতবাক হবে। কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ পিতা-মাতাই বহু দূরের পথ পাড়ি দিয়ে রৌদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, দু'পায়ে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার পথ হেঁটে টানা সাত থেকে আট ঘণ্টা সময় ক্ষুধার্ত উদর নিয়ে শিক্ষা উপকরণের বহু ঘাটতিকে সহ্য করে আজ এ স্থানে এসে উপনীত হয়েছেন। আজ তোমরা সেই পিতা-মাতার কাছ থেকেই সবকিছু পাচ্ছো। তবু একটু ঘাটতি হলে পাহাড়সম অভিযোগ করে বলো পরীক্ষায় ভালো করবো কিভাবে? আমার এটা নেই, ঐটা নেই ইত্যাদি। অথচ তোমরা হয়তো যা পাচ্ছো তার চেয়েও কম পেয়ে অনেকে ভালো করছে সেদিকে একটু খেয়াল করো। একটু ধৈর্য ধারণ করো। পিতা-মাতাকে অস্থির করো না। আর এ সময়ে এটা পাওনি, ঐটা পাওনি এমন অভিযোগ দাঁড় করিয়ে দিয়ে পড়ালেখার প্রতি গাফেল হয়ে নিজেদের শিক্ষা জীবনকে বিনাশ করে দিও না। সুন্দর জীবন গঠন থেকে ছিটকে পড়ো না। বরং অভাব অনটনে থেকে পড়ালেখা করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে আল্লাহ হয়তো পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের অধিকারী করে তোমাদেরকে পুরস্কৃতও করতে পারেন। তাই প্রত্যাশা আল্লাহর কাছে রাখো।

### ০৩.৩. পরীক্ষার আগে দিন-রাত জেগে পড়ালেখা

পরীক্ষায় ভালো করতে হলে বেশি পড়ালেখা করতে হবে, পড়ালেখাকেই একমাত্র কাজ হিসেবে মনে করতে হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু পরীক্ষার আগে দিন-রাত জেগে পড়া নিয়ে ব্যস্ত হলে হবে না। পড়তে হবে রুটিন অনুযায়ী। পড়তে হবে সবসময় সমানতালে। বছরের শুরুতে পড়বে না; পরীক্ষা আসলে দিন-রাত জেগে পড়তে শুরু করবে; তাহলে হবে না। বরং হঠাৎ পড়ার চাপ বেশি নিলে অসুস্থ হলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া পরীক্ষা হলে সবকিছু প্যাচ লেগে যাবে। তখন পরীক্ষায় আরো খারাপ করার আশংকা থাকে।

সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বলবো, বছরের শুরু থেকেই রুটিন অনুযায়ী রীতিমতো পড়ার সময় পড়া, লেখার সময় লেখা, খেলার সময় খেলা, বেড়ানোর সময় বেড়ানো ইত্যাদি সবকিছু করবে। প্রতিদিন অন্তত আট ঘণ্টা পড়ালেখা করার চেষ্টা করবে। বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে। তবেই পরীক্ষায় ভালো করতে সক্ষম হবে।

## ০৩.৪. প্রাইভেট টিউশন

আজকাল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রাইভেট টিউশন পড়ার প্রতিযোগিতা চলছে। কে কত বিষয়ে কতজন স্যারের কাছে পড়ে তা নিয়ে রীতিমতো আলোচনা-পর্যালোচনা চলে। প্রাইভেট টিউশন কী সকল বিষয়ে পড়ার দরকার আছে? এতে কী ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাকে স্থবির ও পরনির্ভরশীল করে দেয়া হচ্ছে না! ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তা শক্তির বিকাশকে রুদ্ধ করে দেয়া হচ্ছে না! হ্যান্ড নোট লেখা ও হ্যান্ড নোট করার স্পিরিটকে কী থামিয়ে দিচ্ছে না! –এ বিষয়গুলো বোধহয় ভেবে দেখার দরকার আছে। তবে একথা সত্য জটিল ও দুর্বল বিষয়ে প্রাইভেট টিউশনের শরণাপন্ন হয়ে স্যারের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে প্রতিটি বিষয়ে সাহায্য নিতে চাইলে নিজে নিজে বুঝে পড়ার যে শক্তি তা দূর হয়ে যাবে।

অন্যদিকে পিতা-মাতার আর্থিক সামর্থ্যের প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। অন্যরা কয়েক স্যারের কাছে পড়ছে আমাকে কেন পড়ানো হচ্ছে না এমন মনে করে পড়ালেখা ছেড়ে দিলে হবে না। বরং পিতা-মাতার সামর্থ্য অনুযায়ী বিশেষ প্রয়োজনে গণিত, হিসাব বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও ইংরেজি এসকল বিষয়ের মধ্যে যেটি তোমাদের কাছে খুব জটিল মনে হয় শুধু সে বিষয়ে প্রাইভেট পড়ার দাবি অভিভাবকের কাছে উত্থাপন করবে। আর বাকী বিষয়গুলো চেষ্টা করবে স্কুল-কলেজ ও মাদরাসার ক্লাসে উপস্থিত থেকে ক্লাস স্যারের লেকচার থেকে বুঝে নিতে। মনে রাখবে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে সকল বিষয়ে প্রাইভেট টিউশনের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন রীতিমতো বাসায় পড়া ও লেখা আর আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনায় প্রার্থনা করা।

## ০৩.৫. ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

অনেক ছাত্র-ছাত্রীই মনে করে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা না করতে পারলে ভালো ফলাফল অর্জন করা যায় না। কিন্তু এটা ভুল। ২০১০ ও

২০১১ সালে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় যারা সমগ্র দেশব্যাপী শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন করেছে তারা সবাই গ্রামের স্কুলগুলোর ছাত্র-ছাত্রী। সাধারণত ভালো স্কুল-কলেজ ও মাদরাসা বলতে আমরা শহরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কথাই বলে থাকি। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গিয়েছে শহর এলাকার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা ঐ গ্রাম অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় খারাপ করেছে।

তাই বলব পরীক্ষায় ভালো করার জন্য ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বরং পড়ালেখা নিয়ম অনুযায়ী করে তোমাদের ভালো ফলাফল অর্জনের মধ্য দিয়ে তোমরাই পারো যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে ভালো প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি এনে দিতে। তাছাড়া ভালো প্রতিষ্ঠানে যারা পড়ে সবাইতো ভালো করে না, ভালো করতে পারে না। ভালো করতে চাইলে তোমরা যে যেখানের প্রতিষ্ঠানেই পড়ো না কেন তোমরাও ভালো করতে পারবে।

## ০৩.৬. পড়ালেখার পরিবেশ

পড়ালেখার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ বিবেচ্য বিষয়। ভালো পড়ালেখার জন্য এটা একটা ফ্যাক্টর। কিন্তু এই ফ্যাক্টরকে সামনে এনে বড় করে ধরে পড়ালেখা না করা, বাসায় পড়ালেখার পরিবেশ নেই, নিরিবিলি পরিবেশ ছাড়া পড়ালেখা করা যায় না– এমন দাবি পেশ করে পড়ালেখায় মনোযোগ না দেয়া দুঃখজনক। হ্যাঁ, তারপরও বলছি যদি কোনো ছাত্র-ছাত্রী মনে করে পরিবেশের জন্যই পড়ালেখা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাহলে তাকে বলবো শেষ রাত্রে ঘুম থেকে জেগে উঠে পড়ালেখা শুরু করো, দেখবে সকালে অন্যরা অর্থাৎ যারা তোমাদের পড়ালেখার পরিবেশ নষ্ট করে তারা ঘুম থেকে জেগে উঠার আগেই তোমাদের পড়া হয়ে যাবে প্রায় ৪/৫ ঘণ্টা সময়। শেষ রাত থেকে ভোরের সময়টুকুতে পরিবেশ থাকে নিরব, মাথা থাকে ঠাণ্ডা, ফলে অন্য সময়ের প্রায় দ্বিগুণ পড়ালেখা এ সময়ে শেষ হয়ে যাবে। তাছাড়া যতটা সম্ভব মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে, পড়ালেখার নিয়ম অনুযায়ী পড়ালেখা করতে হবে। কিন্তু কোনোভাবেই এ অজুহাত তোলে পড়ালেখার ক্ষতি করে পরীক্ষা খারাপ করা বুদ্ধিমান ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় বহন করে না।

## ০৪. পরীক্ষায় ভালো করতে পিতা-মাতার দিক-নির্দেশনা

ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনে পিতা-মাতার দিক-নির্দেশনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সত্যি কথা বলতে কী, পিতা-মাতা শিক্ষিত-অশিক্ষিত যেমনই হোক না কেন তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গৃহ অঙ্গনে অনুকূল পরিবেশ, ভালো-মন্দ ভেদে উপদেশ, আর্থিক সামর্থ্য ভেদে শিক্ষা সহায়ক উপকরণের যোগান, ভালো শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখার ব্যবস্থা করাসহ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আর মাধ্যমে সর্বদা ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করুক সেটা কামনা করে থাকেন।

মূলত প্রত্যেক পিতা-মাতাই চায় তাদের ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো ফলাফল অর্জন করুক, উচ্চ শিক্ষিত হোক, আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনো-কখনো কারোর নিজস্ব ঘাটতির কারণে সেই চাওয়া হয়তো শতভাগ পজিটিভ হয় না। তবে পিতা-মাতা যে ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রিক কল্যাণ তথা পরীক্ষায় ভালো চান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই যে সকল পিতা-মাতা পড়ালেখা সম্পর্কে একটু কম জানেন বা কম বুঝেন বা নিজেদের শিক্ষাগত ঘাটতির কারণে পড়ালেখার প্রতি গুরুত্ব দিতে চান না, সে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের দায়িত্ব হলো পিতা-মাতাকে পড়ালেখার গুরুত্ব বুঝিয়ে সতর্ক করা, ভালোভাবে পড়ালেখা করে পিতা-মাতার সামনে পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করে তা পেশ করা, পিতা-মাতাকে গৌরবান্বিত ও সম্মানের আসনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। আর তাহলেই সময়ের ব্যবধানে পিতা-মাতাও ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখা ও পরীক্ষার ব্যাপারে যত্নশীল হয়ে উঠবে।

## ০৫. পরীক্ষায় ভালো করতে শিক্ষক-শিক্ষিকার দিক-নির্দেশনা

পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনে শিক্ষক-শিক্ষিকার দিক-নির্দেশনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস ও পরীক্ষা নিয়ে থাকেন, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করে থাকেন। কাজেই এমন শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের কোথায়, কোন্ ধরনের ঘাটতি রয়েছে কিভাবে তা দূর হবে,

কিভাবে পরীক্ষায় উত্তর পত্রে লিখলে অধিক নম্বর প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে তা তাদেরকে বলে থাকেন। তাদের মন-মননকে পরীক্ষার উপযোগী করে গড়ে দিতে চেষ্টা করেন। তাইতো ছাত্র-ছাত্রীদের হওয়া চাই সর্বদা শিক্ষকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনকারী, শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যাবতীয় অজানার অন্ধকারকে দূরীভূতকরণ, সর্বদা পড়ালেখা ও পরীক্ষার নিয়ম-কানুন জানা ও বুঝার নেশায় আকুল-ব্যাকুল। মূলত শিক্ষকগণ সব সময় ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলো বলে থাকেন; তাই ছাত্র-ছাত্রীদের কর্তব্য হলো ক্লাসে উপস্থিত থেকে সবকিছু গ্রহণ করা। ক্লাসে অন্যমনস্ক না হওয়া। ক্লাসে যে সকল টিউটিরিয়াল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাতে মনোযোগের সাথে অংশগ্রহণ করা, মাসিক ও সাময়িক পরীক্ষাগুলোতে ভালো ফলাফল অর্জনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা।

কেননা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখা ও পরীক্ষায় ভালো করার ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের সাহচর্য, শিক্ষকদের পাঠদান ও পরীক্ষা বিষয়ক দিক-নির্দেশনা বিশেষ তাৎপর্যবহ। শিক্ষকগণই ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখা ও পরীক্ষার নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে ভালোভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। তাই শিক্ষকদের সাহচর্য, মূল্যবান দিক-নির্দেশনা ছাত্র-ছাত্রীদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলা আবশ্যক। কেবল তাহলেই ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় আশানুরূপ সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

## ০৬. পরীক্ষা আসার আগেই পরীক্ষা সহায়ক প্রস্তুতি গ্রহণ

পরীক্ষা আসার প্রায় এক মাস আগে পরীক্ষা সহায়ক উপকরণ সংগ্রহের প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন হওয়া আবশ্যক। বিশেষ করে পরীক্ষাকে সামনে রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা সহায়ক কিছু উপকরণ, ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত কিছু উপকরণ, আবেগ ও অভিব্যক্তি ইত্যাদি বিষয়ে অভিভাবকগণ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তৎপর হওয়া আবশ্যক।

সত্যিকথা বলতে কি পরীক্ষার পূর্বে সকল ছাত্র-ছাত্রীরাই একটু উদ্বিগ্ন বা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন গুণে গুণে পুরো সময়টুকু অতিবাহিত করতে থাকে। তাছাড়া একদিকে পড়ালেখা, অন্যদিকে সামনেই পরীক্ষা, পরীক্ষা কেমন হবে না হবে ইত্যাদি বিষয়ে নানা চিন্তা বা টেনশন ছাত্র-ছাত্রীদের

মাথায় তখন ঘুর ঘুর করতে থাকে। আর তাই এ সময়ে অভিভাবকদের হওয়া চাই অত্যন্ত সচেতন, থাকা চাই ছাত্র-ছাত্রীদের একদম কাছাকাছি। তাদের সকল প্রয়োজন পূরণে সদিচ্ছাপূর্ণ ও আন্তরিক।

## ০৬.১. ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা সহায়ক উপকরণ

ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা আসার আগেই পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের কাছে পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে তাদের যে সকল উপকরণ প্রয়োজন তার দাবি পেশ করবে। পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ তাদের দাবি ভেদে পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে এক মাস পূর্ব থেকেই তাদের আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় এ সকল উপকরণ ক্রয় করে আনবে। পরীক্ষা সহায়ক এ সকল উপকরণগুলো হলো :

০১. বল পয়েন্ট কালো কালির কলম প্রায় ১০/১২টি। এখানে উল্লেখ্য যে, স্পিড বা দ্রুততার সাথে লিখতে সক্ষম এবং চিকন কালির দাগ সম্বলিত কলম ক্রয় করা উত্তম। অবশ্য ছাত্র-ছাত্রীরা যে ব্যাণ্ডের কলম দিয়ে পূর্ব থেকেই লিখে অভ্যস্ত সে ব্যাণ্ডের কলম হওয়াই উত্তম। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার সময় লিখতে কমফোর্ট অনুভব করবে। তবে লক্ষণীয় হলো, ছাত্র-ছাত্রীরা কোনোভাবেই পরীক্ষার খাতায় জেল বা দোয়াতের কালির কলম দ্বারা লিখবে না। মনে রাখবে, বল পয়েন্ট কালো কালির কলম দিয়ে পরীক্ষার খাতায় লিখতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি শিক্ষা বোর্ডগুলোরও নির্দেশনা রয়েছে।

০২. টপ স্টার কলম প্রায় ৪/৫ টি। সাধারণত '০০ নং প্রশ্নের উত্তর' বা 'Answer to the Q. No.00' সহ প্রশ্নোত্তরের সকল হেড লাইন বা পয়েন্টগুলোকে হাইলাইটস করতে এ কালার কলমগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এতে প্রশ্নোত্তরের মূল বিষয় বা পয়েন্টের হেড লাইনগুলোর প্রতি শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়ে থাকে। ফলে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন ও নম্বর প্রদানে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকগণ আনন্দ অনুভব করে থাকেন।

০৩. স্কেল বড় এবং ছোট মোট দু'টি। সাধারণত স্কেল ছাত্র-ছাত্রীদের বাসায় আগে থেকেই থাকতে পারে। তবে পরীক্ষার আগে খাতায় মার্জিন দেয়ার লক্ষ্যে এক ইঞ্চি পরিমাপের ওয়াটার কালার বা ট্রান্সপারেন্ট বা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের তৈরি একটি বড় স্কেল এবং পার্থক্য লেখার জন্য সহায়ক ছক অঙ্কনসহ চিত্র;

গণিতের সারণী ছক, জ্যামিতির চিত্র অঙ্কন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ছোট আরেকটি স্কেলসহ মোট দু'টি স্কেল ক্রয় করে নেয়া উত্তম।

০৪. কাঠপেন্সিল কমপক্ষে ২টি। সাধারণত খাতার (চতুর্দিকে বা দু'দিকে) মার্জিন দেয়া, প্রশ্নোত্তরের সহায়ক ছক ও চিত্র অঙ্কন করা, মানচিত্র অঙ্কন করা, জ্যামিতির চিত্র অঙ্কনসহ বিজ্ঞান বিষয়ক সকল চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে এ কাঠপেন্সিল ব্যবহৃত হয়। কাঠপেন্সিল আসলে অনেক ব্যাণ্ডের ও ধরনের হয়ে থাকে। তবে ভালো মানের তথা শিষ যেন সহজেই ভেঙ্গে না যায়, চিকন ও নিকষ কালো দাগ পড়ে এবং প্রয়োজনে কোনো দাগ নিশ্চিহ্নভাবে মুছে নেয়া যায় এমন কাঠপেন্সিল ক্রয় করা উত্তম।

০৫. ইরেজার বা রাবার কমপক্ষে ২টি। এক্ষেত্রেও কাঠপেন্সিলের দাগ খুব ভালোভাবে মুছে দিতে সক্ষম এমন ভালো ব্যাণ্ডের রাবার ক্রয় করা উত্তম।

০৬. শার্পনার ১টি। কাঠপেন্সিল শার্প করার ক্ষেত্রে যেন ভেঙ্গে না যায় এমন ব্যাণ্ডের শার্পনার ক্রয় করা উত্তম।

০৭. স্ট্যাপলার ১টি এবং বড় পিন এক বক্স। এক্ষেত্রে বড় পিনের মিনি স্ট্যাপলারটি ক্রয় করা হলে তা পরীক্ষার হলে বহন করতে সুবিধা হবে। তাছাড়া পরীক্ষার খাতায় অতিরিক্ত কাগজ সংযোজন করার জন্যে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই পরীক্ষার হলে স্ট্যাপলারে পিন ঢুকিয়ে নিয়ে যাবে। এতে পরীক্ষা শেষে নিজেরাই নিজেদের খাতা অর্থাৎ মূল খাতার সাথে অতিরিক্ত খাতা পিন লাগিয়ে সংযোজন করে নিতে পারবে।

তাছাড়া পরীক্ষার সময় শেষ হওয়ার একটু আগে বা শেষ মুহূর্তে অফিস সহকারী স্ট্যাপলার নিয়ে আসার পর পরীক্ষা হলে খাতায় পিন লাগানো নিয়ে যে হট্টগোল হয় তা থেকে এ বইয়ের পাঠকদেরকে মুক্ত রাখতেই এ বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হলো।

০৮. ক্যালকুলেটর ১টি। এখানে লক্ষণীয় যে, গণিত, হিসাব বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ের সহায়ক এ ক্যালকুলেটর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আগে থেকেই থাকতে পারে। আর যদি না থাকে অর্থাৎ পরীক্ষার আগে যদি ক্রয় করার প্রয়োজন হয় তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা আগে ব্যবহার করেছে এমন ক্যালকুলেটর ক্রয় করাই উত্তম। আবার যদি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে একদম নতুন ক্যালকুলেটর ক্রয়

করতে হয় তাহলে অবশ্যই ক্যালকুলেটরটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আগেই ক্রয় করে নিবে। যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্ব থেকেই এই ক্যালকুলেটরটি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে। অধিকন্তু পূর্ব থেকেই ক্যালকুলেটরটি ব্যবহার করার সুযোগ পেলে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সময় না দেখেও নির্দিষ্ট কী চেপে হিসাব করতে সক্ষম হবে। এতে ভুল হওয়ার সুযোগ কম থাকবে।

এখানে ক্যালকুলেটর প্রসঙ্গে শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনা হলো fx 100 MS মডেলের ভিন্ন কোনো মডেলের ক্যালকুলেটর এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে না। তবে এইচএসসি-তে এ সংক্রান্ত কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকলেও fx 570 MS মডেলের ক্যালকুলেটরটি বহুল ব্যবহৃত।

০৯. জ্যামিতি বক্স। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে জ্যামিতি বক্স আগে থেকেই থাকার কথা। তবে অনেক সময় পেন্সিল কম্পাস নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে জ্যামিতি বক্স পরীক্ষার আগে ক্রয় করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে পরামর্শ হলো, ছাত্র-ছাত্রীরা আগে থেকে যে জ্যামিতি বক্সের কম্পাসগুলো ব্যবহার করে অভ্যস্ত সেই জ্যামিতি বক্সটিই ক্রয় করে আনা উত্তম।

১০. প্লাস্টিকের ব্যাগ বা পেন্সিল বক্স ১টি। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রতিদিন পরীক্ষা সহায়ক উপকরণগুলো বহন করে নেয়ার জন্যে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ ক্রয় করা যেতে পারে। এখানে প্লাস্টিকের ব্যাগের কথা বলা হয়েছে এ কারণে যে, এ ব্যাগের ভিতরে যা-যা নেয়া হবে তা খুব স্বচ্ছভাবে দেখা যাবে। তাই ট্যান্সপারেন্ট নয় বা টিন, কাঠ ও স্টিলের তৈরি কোনো বক্স বা ব্যাগ ব্যবহার না করাই উত্তম।

১১. প্লাস্টিক ফাইল একটি। পরীক্ষা কেন্দ্রে এডমিড কার্ড ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড সঙ্গে নেয়ার জন্যে একটি ট্যান্সপারেন্ট বা স্বচ্ছ বা ফাইলের ভিতরে এগুলো ঢুকিয়ে রেখে রোল নং, রেজিস্ট্রেশন নং ও স্ব-স্ব বিষয়ের বিষয় কোর্ড দেখে পরীক্ষার খাতায় লিখা যাবে এমন একটি প্লাস্টিক ফাইল ক্রয় করবে। মনে রাখবে, এডমিড কার্ড ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড ভাঁজ করে পকেটে না রাখাই উত্তম।

উল্লিখিত পরীক্ষা সহায়ক এ উপকরণগুলো পরীক্ষা আসার আগেই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে এনে দিলে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার এ পূর্বক্ষণে পড়ালেখার প্রতি আনন্দবোধ করবে। পড়ালেখায় হবে মনোযোগী। তাদের পরীক্ষাও হবে ভালো।

## ০৬.২. ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত কিছু উপকরণ

পরীক্ষা আসার আগে অর্থাৎ প্রায় মাস দুই আগেই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরিধেয় বস্ত্র তথা শার্ট-প্যান্ট, জামা-পাঞ্জাবী, হাত ঘড়ি ও পায়ের জুতা ইত্যাদি উপকরণ ক্রয় করে দেয়া উত্তম। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের দেশে কোনো উপলক্ষ্য ছাড়া এসব উপকরণগুলো কেনা হয় না। তাই দীর্ঘদিন ধরেই দেখছি ঈদ, পূজা ও বড়দিনসহ পরীক্ষা আসছে এমন উপলক্ষ্যকে সামনে রেখেই নতুন পোশাক ও পরিচ্ছদগুলো ক্রয় করা হয়ে থাকে। তাছাড়া একদম পরীক্ষার এক সপ্তাহ, দু' সপ্তাহ আগে এসব উপকরণ ক্রয় করা নিয়ে পরীক্ষার্থীদের ব্যস্ত রাখা তাদের প্রধান ও একমাত্র কাজ পড়ালেখার ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন ঘটে থাকে, আবার ছাত্র-ছাত্রীরা পছন্দ করে ক্রয় করার লক্ষ্যে শপিং সেন্টারে ঘুরাঘুরি করতে যেয়ে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া বা মাথা ব্যথাসহ জ্বর ও অন্যান্য সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে। আবার কোনো কোনো অভিভাবক হয়তো ভেবে থাকবেন যে আমরা নিজেরাই ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা উপলক্ষ্যে জামা-কাপড়, অন্যান্য পরিচ্ছদ যেমন হাত ঘড়ি, পায়ের জুতা ইত্যাদি ক্রয় করে এনে দিব। ছেলে-মেয়েদের সাথে নেয়ার দরকার নেই। আমাদের ছেলে-মেয়েরা আমরা যা-যা ক্রয় করে এনে দিব তাই নিবে। আলহামদু লিল্লাহ ছেলে-মেয়েদের এমন মন-মানসিকতা অবশ্যই ভালো। কিন্তু বিষয়টি যদি এমন হয়, আপনারা পছন্দ করে আনলেন কিন্তু ট্রায়াল দিয়ে না আনার কারণে কোনো কাপড় ছোট বা বড় হলো, তাহলে তো উভয় পক্ষেরই মন খারাপ হবে। আবার টেইলার্সের কাছে কাপড় তৈরি করতে গেলে শরীরিক পরিমাপ ছাড়া করা সম্ভব নয়।

অর্থাৎ সামগ্রিক বিশ্লেষণে ছেলে-মেয়েদের শপিং সেন্টারে নিয়ে তাদের পছন্দের মূল্যায়ন ও ইচ্ছা অনুযায়ী সামর্থ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো পরীক্ষা আসার প্রায় মাস দু'য়েক আগে থেকেই পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ ক্রয় করে দেয়া উত্তম। তাহলে পরীক্ষার পূর্ব সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের রিভিশন প্রস্তুতি স্বাভাবিকভাবে গতিশীল থাকতে কোনো সমস্যা হবে না। এ সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মন-প্রাণ উৎফুল্ল থাকায় তারা ভালোভাবে পড়ালেখায় মনোনিবেশ করতে পারবে। অপ্রাপ্তি, অপছন্দ এবং পরীক্ষা

উপলক্ষ্যে কোনো কিছু পিতা-মাতা দিবে কি দিবে না– এসব বিষয়গুলো তাদের মনে কোনোরূপ বিরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। তারা হতাশ হবে না; অসুস্থও হবে না। মনোযোগের সাথে পড়ালেখা করবে।

**০৬.৩. ছাত্র-ছাত্রীদের আবেগ অভিব্যক্তি ও পিতা-মাতার ইচ্ছার বাস্তবায়ন**

ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের পূর্বে একদিকে আবেগ তাড়িত অন্যদিকে পরীক্ষা ও পরীক্ষার ফলাফলের আগাম ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এতে আমাদের দেশে প্রচলিত ধারাবাহিকতা অনুসারে পিতা-মাতার নির্দেশ বা উপদেশের বাস্তবায়নে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সকাল, দুপুর ও বিকেল জড়িয়ে এক বাসা থেকে অন্য বাসায়, এ আত্মীয়, ঐ আত্মীয়, চাচা-মামা, খালু, দাদা, নানা-নানুসহ সকলের বাসায় নেক দু'আ কামনায় দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করতে থাকে। এতে এক বাসায় না গেলে তারা রাগ করবে বলে দূরে অবস্থান হলেও সেখানে তাদের সন্তুষ্ট করতে যাওয়ার ফলে দেখা যায়, পরীক্ষার সপ্তাহ খানেক পূর্বের এ সময়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখার সাথে গভীর সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। যা দুঃখজনক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত।

তাই আমার পরামর্শ হলো, ছেলে-মেয়েদের নেক দু'আ প্রয়োজন আছে, এ দু'আ প্রাপ্তির লক্ষ্যে দাদা-দাদী ও নানা-নানীর বাসা যদি কাছাকাছি হয় তাহলে তাদের সাথে স্বল্প সময় ব্যয়ে দেখা সাক্ষাৎ ও সালাম করে দু'আ আনতে প্রায় পনের দিন পূর্বেই যাওয়া যেতে পারে। এছাড়া অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন অর্থাৎ এ দু'পক্ষের মাধ্যম থেকেই যারা উৎসারিত তাদের কাছে না যেয়ে মোবাইল ফোনে কথা বলে দু'আ কামনা করা উত্তম। তাছাড়া শুধু দাদা-দাদী ও নানা-নানীর বাসায় (যদি হায়াতে বেঁচে থাকেন) সরাসরি যেয়ে দু'আ কামনা করলে আর চাচা-চাচী, ফুফু-ফুফা, মামা-মামী, খালা-খালুর বাসায় না গেলে তাদের কেউ রাগ করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা তাদের সকলের মুরুব্বি তথা উভয় পক্ষের পিতা-মাতার বাসায় যাওয়ার পর অন্য কারোর বাসায় না গেলে কেউ কোনো কিছু মনে করতে পারবে না। আর তাহলে পরীক্ষা শুরুর পূর্বে যানবাহনে চড়ে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ভ্রমণের যে যন্ত্রণা তা যেমন কোনো ছাত্র-ছাত্রীকে কাবু করতে পারবে না তেমনি তারা সুস্থতার সাথে পড়ালেখায়ও মনোনিবেশ করতে সক্ষম

হবে। তাদের পরীক্ষা প্রস্তুতির লক্ষ্যে রিভিশনে কোনো সমস্যা হবে না। তারা পরীক্ষায় ভালোভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

### ০৬.৪. ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে দু'আ প্রার্থনা

পরীক্ষা আসার প্রায় সপ্তাহ খানেক পূর্বেই স্ব-স্ব ধর্মাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকগণ তাদের ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা যেন ভালোভাবে সম্পন্ন হয় সে লক্ষ্যে স্রষ্টার কাছে বিশেষ রহমত ও বরকত কামনায় নানা প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এক্ষেত্রে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের পিতা-মাতা, বাসা বা ঘরে শিক্ষক, আত্মীয়-স্বজনসহ সকল প্রতিবেশিদের নিয়ে ইমাম সাহেব হুজুরের তত্ত্বাবধানে মিলাদ ও দু'আর আয়োজন করে থাকে। এতে সকলেই ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা যাতে ভালোভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে থাকে। ঠিক এভাবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্ম অনুযায়ী প্রার্থনার আয়োজন করতে পারে। এটি করা উত্তম।

তবে এমন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরামর্শ হলো এ আয়োজনটি পরীক্ষা শুরুর ন্যূনতম সপ্তাহ খানেক আগেই সম্পাদন করা। বিশেষ পরিস্থিতি ভেদে তা বাসা বা বাড়ির পাশে মসজিদ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের উপাসনালয়ে সম্পাদন করা। তাহলে এ অনুষ্ঠানের প্রভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার রিভিশনে তেমন সমস্যা হবে না।

## ০৭. পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাওয়ার লক্ষ্যে কতিপয় টেকনিক

প্রশ্নপত্র পড়ার শেষে পরীক্ষার্থীর একমাত্র কাজ সময় ক্ষেপণ না করে উত্তর পত্রে গুছিয়ে উত্তর লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এক্ষেত্রে মেধাবী শিক্ষার্থী যারা সকল প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবে পারে তাদের প্রতি পরামর্শ হলো একদম ধারাবাহিকভাবে উত্তর পত্রে উত্তর লেখা। অর্থাৎ যদি বিভাগওয়ারী প্রশ্নপত্র হয় তাহলে "ক বিভাগ" লিখে নিচে ০১ নং প্রশ্নের উত্তর তার নিচে পেন্সিল দিয়ে বক্র রেখার মাধ্যমে আণ্ডার লাইন অথবা টপস্টার কালার পেন দিয়ে ০১ নং প্রশ্নের উত্তর এর উপর কালার ফুল দাগ টেনে হাইলাইটস করা যেতে পারে। এভাবে একটি প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে শেষ হওয়ার পর একটু ফাঁকা রেখে ঠিক মাঝখানে তিনটি *** চিহ্ন দিয়ে পূর্বের চেয়ে

আরেকটু বেশি ফাঁকা রেখে ০২ নং প্রশ্নের উত্তর লিখে পূর্বের ন্যায় টপস্টার দিয়ে রঙ পেন্সিলের ন্যায় টেনে হাইলাইটস করা যেতে পারে। তারপর উত্তর লেখা শুরু ও শেষ হলে পুনরায় পূর্বের ন্যায় ফাঁকা রেখে তিনটি স্টার চিহ্ন দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে উত্তর লেখা শেষ করা যেতে পারে। এভাবে পর্যায়ক্রমে "খ বিভাগ" উল্লেখ করে পরের লাইনে ০৩, ০৪, ০৫ নং প্রশ্নের উত্তর লিখে একদম সুন্দর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উত্তর লেখা শেষ করা যেতে পারে। সবশেষে সমাপ্ত কথা লিখে দিবে এবং English এর ক্ষেত্রে Answer to the Q. No. 01. Answer to the Q. No. 02 এভাবে লিখে একদম শেষে END দিয়ে উক্ত লেখা শেষ করা যেতে পারে।

এভাবে পরীক্ষার খাতায় উত্তর প্রদানের ফলে পরীক্ষার্থী সম্পর্কে পরীক্ষকের ধারণা করতে আর কষ্ট হবে না যে পরীক্ষার্থী অত্যন্ত মেধাবী এবং ভাল ফলাফল প্রত্যাশী। ফলে পরীক্ষার্থী সম্পর্কে পরীক্ষকের ধারণা স্পষ্ট হওয়ায় পরীক্ষায় যথাযথ নম্বর প্রাপ্তিতে কোনো বাধা থাকে না।

এবার যারা একটু কম পড়ালেখা করেছে বা সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে দিতে চাচ্ছে না তারা যে প্রশ্নের উত্তরটি ভাল পারবে ঠিক সেটি আগে লিখার চেষ্টা করবে। তবে মনে রাখবে, প্রথম প্রশ্নের উত্তর অনেক বড় করে লিখে প্রচুর সময় শেষ করে পরেরগুলো ভাল পারলেও সময়ের স্বল্পতার জন্যে উত্তর লেখা সংক্ষিপ্ত করে নেয়া ভাল ফলাফলের প্রতিবন্ধক বলে প্রতীয়মান।

## ০৭.১. প্রশ্নোত্তর যথাযথভাবে লেখা

উত্তর পত্রে প্রশ্নোত্তর যথাযথভাবে লেখা অধিক নম্বর পাওয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রচুর পড়ালেখা করে কিন্তু পরীক্ষার খাতায় যথাযথভাবে প্রশ্নোত্তর লিখতে না পারায় অধিক নম্বর পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের অবগতির জন্য পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নোত্তর লেখার বিষয়ে কিছু নির্দেশনা এখানে তুলে ধরা হলো :

### ক. প্রাসঙ্গিকতা

পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নোত্তর লেখা প্রাসঙ্গিক হওয়া আবশ্যক। তাই প্রশ্ন কয়েকবার পড়ে, প্রশ্নের দাবি অনুযায়ী উত্তর লেখা উত্তম।

## খ. ভালো Content (বিষয়বস্তু)

পরীক্ষার খাতায় বিষয়বস্তু লেখার ব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত। সেই সাথে যে বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক তা হলো :

(i) দীর্ঘ ভূমিকা বা অনাবশ্যক লেখা বর্জন

(ii) কোনো সংজ্ঞা বা সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করার সময় সে সম্পর্কে দু'তিনজন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ বা লেখকদের অভিমত উল্লেখ করা (সম্ভব হলে তাদের দেয় অভিমতগুলোর সমালোচনা ও মূল্যায়ন উপস্থাপন করা)।

(iii) লেখার দাবি অনুসারে দু'একটি মূল্যবান উদ্ধৃতি (quotation) লেখকের নাম, রচনার নাম, সংস্করণ ও পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখসহ লেখা;

(iv) পাঠ্য বই অনুসারে প্রশ্নোত্তরের স্বপক্ষে যে আলোচনা আছে তা লিখে অন্যান্য উচ্চতর শ্রেণীর বই থেকে সহায়ক কথা লেখা;

(v) প্রশ্নোত্তর লেখার ক্ষেত্রে কখনো প্রশ্নাকারে কোনো মতামত ব্যক্ত করতে নেই। বরং প্রশ্নোত্তর লেখা মানে তো প্রশ্নের উত্তর লেখা। সেখানে আবারও যদি ছাত্র-ছাত্রীরাই প্রশ্ন করে তাহলে উত্তর বা জবাব কে দিবে? তাই এমন মনোভাব পরিহার করা উত্তম।

(vi) পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো লেখায়– বক্তব্য, মন্তব্য এমনকি, ভূমিকা–প্রস্তাবনাও যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক হওয়া বিধেয়। অর্থাৎ আমি, আমি মনে করি, আমাদের মতে ইত্যাদি কথা যতদূর সম্ভব বর্জন করা আবশ্যক। উদাহরণ :

'বর্তমান অধ্যায়ে আমি আলোচনা করতে চাই...'

এভাবে না লিখে যদি লিখা হয়–

'বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে...'। তাহলে ভালো হবে।

আবার লেখা হলো–

'আমি মনে করি বিষয়টির যুক্তিযুক্ত দিক হচ্ছে...'

উল্লিখিত লাইনটি এভাবে না লিখে যদি লিখা হয়–

'আসলে বিষয়টির যুক্তিযুক্ত দিক হচ্ছে... বা কাজেই বলা যায়, বিষয়টির যুক্তিযুক্ত দিক হচ্ছে...।'

### গ. সম্পূর্ণতা

প্রশ্নোত্তর লেখা এত বড় হলো যে সম্পূর্ণ শেষ করা সম্ভব হলো না, তাহলে অধিক নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে এটিই একটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

### ঘ. শুদ্ধ ভাষা

প্রশ্নোত্তর লেখার ভাষা শুদ্ধ ও আঞ্চলিকতা মুক্ত হওয়া আবশ্যক।

### ঙ. স্পষ্ট হাতের লেখা

উত্তর পত্রে লেখা সুন্দর না হলেও চলবে; কিন্তু দুষ্পাঠ্য হলে চলবে না। সোজা লাইনে, লাইনগুলোর মাঝে পরিমিত ফাঁক রেখে লেখার অভ্যাস করবে। লাইনের মাঝখানে ফাঁক থাকলে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করা সহজ হয়।

## ০৭.২. প্রশ্নের নম্বর অনুযায়ী সময় বণ্টন

পরীক্ষার্থীরা উত্তর পত্রে প্রশ্নোত্তর লেখার ক্ষেত্রে তার বিপরীতে যে নম্বর নির্ধারিত আছে সেদিকে খেয়াল রেখে সময় অনুযায়ী উত্তর প্রদান করার চেষ্টা করবে। সময় যথাযথভাবে নির্দেশ করে এমন একটি ঘড়ি হাতে দিয়ে পরীক্ষা হলে যাবে। ঘড়ি দেখে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর শুরু এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করবে। কোনো প্রশ্নের উত্তর ভালো জানা আছে বলে তা লিখতে যেয়ে বেশি সময় ব্যয় করা কোনোভাবেই ঠিক হবে না।

এবার একটি প্রশ্নের উত্তর লেখা শেষ হলে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর লেখা শুরু করবে। পরীক্ষা হলে সময় নষ্ট হবে এমন কিছু করা যাবে না। এমনকি পরীক্ষার মাঝখানে এদিকে ওদিকে তাকানো, আঙ্গুল ফোটানো (এটি একটি অভ্যাস যদি কারোর থাকে ত্যাগ করা উত্তম), আড়মোড় দিয়ে নড়াচড়া করা ইত্যাদি যে কোনোটিই করা অনুচিত। এতেও সময় অপচয় হয়।

## ০৭.৩. উত্তর পত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একরকম করে লেখা

উত্তর পত্রে উত্তর লেখার ক্ষেত্রে শুরুতে সুন্দর করে ধীরে-ধীরে লেখা তারপর মাঝখানে একরকম লেখা ও শেষে সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে তাই তাড়াতাড়ি করে লেখা এভাবে উত্তর পত্রে হাতের লেখা মোট তিন রকম হয়ে থাকে– যা দুঃখজনক। তাই ভাল ফলাফল প্রত্যাশী ছাত্র-ছাত্রীদের বলব, অবশ্যই উত্তর পত্রে উত্তর লেখার ক্ষেত্রে সমগ্র খাতা জুড়ে এক রকম

করে লেখার চেষ্টা করবে। এভাবে যারা লিখতে পারবে তারা ভাল নম্বর আশা করতে পারা স্বাভাবিক।

এজন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরামর্শ হলো পরীক্ষার শুরুতেই দ্রুত লেখার চেষ্টা করা এবং সমগ্র খাতা জুড়ে এক রকম করে লেখার চেষ্টা করা উত্তম। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রাকটিস করতে হবে দীর্ঘদিন পূর্ব থেকে আর তাহলেই এমনভাবে সমস্ত উত্তর পত্র জুড়ে লেখা সম্ভব; নতুবা কেউ পারবে না। আর পারতে চেষ্টা করলে সময় বেশি লাগবে এতে কারোর কারোর নম্বর ছেড়ে দেয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

## ০৭.৪. প্রশ্নোত্তরে মানচিত্র বা যথাযথ চিত্র ও ছক অঙ্কন করা

পরীক্ষায় প্রশ্নোত্তর লিখতে যেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্নোত্তরের সহায়ক মানচিত্র বা চিত্র অঙ্কন করতে হয়। এতে পরীক্ষক খুব সহজেই উত্তর পত্র মূল্যায়ন করার সময় প্রশ্নোত্তর লেখার মান নির্ধারণ করতে পারেন। সেই সাথে একজন পরীক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর প্রদানে কতটুকু বিচক্ষণ, কতটুকু থিওরিটিক্যাল বা তত্ত্বীয় জ্ঞানসম্পন্ন, কতটুকু ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং উত্তর প্রদানে যত্নশীল তা পরীক্ষক খুব সহজেই ধারণা করতে পারেন।

মূলত থিওরিটিক্যাল আলোচনার পর এ আলোচ্য অংশটুকু উত্তর পত্রে চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করলে যে কেউ অধিক নম্বর পেতে পারে। সাধারণত সাধারণ বিজ্ঞান-এর উত্তর প্রদান করতে থিওরিটিক্যাল আলোচনার সাথে চিত্র অঙ্কন করা উত্তম। আর সামাজিক বিজ্ঞান-এর অর্থনীতি অংশের উত্তর লিখতে বিভিন্ন ছক অঙ্কন করতে হয়। ভূগোল অংশের উত্তর প্রদান করতে পৃথিবীর মানচিত্র, অষ্ট্রেলিয়ার জীবজন্তুর চিত্র, বিভিন্ন মহাদেশের প্রশ্নোত্তর লেখার সময় পাশে সে মহাদেশের চিত্রসহ বাংলাদেশ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর লেখার সময় বাংলাদেশের মানচিত্র প্রায় প্রতিটি প্রশ্নোত্তরের সাথে সংযোজন করা উত্তম। এ ধরনের মানচিত্র পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী অঙ্কন করতে হবে। তবে অর্ধ পৃষ্ঠাব্যাপী অঙ্কন করলেও সমস্যা নেই।

এবার মনে রাখবে এ ধরনের অঙ্কনের ক্ষেত্রে কখনোই ভুল করেও কলম দিয়ে কোনো কাজ করবে না। উত্তর পত্রে কলম দিয়ে কোনো মানচিত্র, চিত্র বা ছক অঙ্কন করা মানেই পরীক্ষা হলে অন্যমনস্ক হওয়ার প্রমাণ পেশ করে। অধিকন্তু বোর্ডের নিয়ম হচ্ছে কাঠপেন্সিল দিয়ে চিত্র, ছক ও মানচিত্র অঙ্কন করা। কিন্তু তা না করে যদি কলম দিয়েই চিত্র অঙ্কনের কাজ

করা হয় তাহলে পরীক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের নম্বর কমিয়ে দেয়ার সুযোগ লাভ করতে পারে।

সুতরাং সাধারণ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও ভূগোল বিষয়গুলোর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে অবশ্যই কাঠপেন্সিল, ইরেজার বা রাবার, শার্পনার, স্কেল ইত্যাদি সাথে নিয়ে পরীক্ষা হলে যাবে। আর তাহলে মানচিত্র, চিত্র বা ছক অঙ্কন করতে যেয়ে ভুল হলে তা মুছে সংশোধন করে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যাবে। এভাবেই উত্তর লেখার সাথে মানচিত্র, চিত্র ও ছক প্রশ্নোত্তরের মান বৃদ্ধি করে অধিক নম্বর অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

## ০৭.৫. কাটাকাটি, ঘষামাজা বা ওভার রাইটিং না করা

পরীক্ষার খাতায় উত্তর লেখার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার কাটাকাটি, ঘষামাজা বা ওভার রাইটিং করা ভাল নম্বর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। তাই এ রকম দূষণীয় বিষয়গুলো থেকে মুক্ত থাকার জন্য অত্যন্ত সচেতন দৃষ্টি প্রদান করতে হবে।

এবার উত্তর পত্রে যদি কোনো ভুল উত্তর কেটে দিতেই হয় তাহলে ভুল লেখাটুকুর উপরে কলম দ্বারা একটি দাগ দিয়ে সোজা কেটে দিবে। যদি পুরো পৃষ্ঠাব্যাপী কোনো প্রশ্নোত্তর ভুল লেখা হয়ে যায় তাহলে সেই পৃষ্ঠাটি আড়াআড়ি বা কোণাকোণি সোজা এক টান দিয়ে কেটে দিবে। কোনোভাবেই লাইন বাই লাইন হিবিজিবি করে একাধারে দাগ দিয়ে কাটবে না। এতে দেখতে যেমন দৃষ্টিকটু লাগবে; তেমনি উত্তর পত্রের কাগজও নষ্ট হয়ে যাবে। বিপরীত পৃষ্ঠায়ও তা প্রদর্শিত হবে। উত্তর পত্রের সৌন্দর্য নষ্ট হবে।

আর কোনো শব্দের বানান ভুল হয়েছে তাই ঘষামাজা বা ওভার রাইটিং করা অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের অভ্যাস। তারা মনে করে শব্দটি কেটে দিলে খারাপ দেখাবে, কাটার দরকার কী? একটু ঘষামাজা বা ওভার রাইটিং করে দিই। কিন্তু না, ঘষামাজা বা ওভার রাইটিং করার ফলে একদিকে এ শব্দগুলো উত্তর পত্রে যে পাশেই থাকুক না কেন তা পরীক্ষকের দৃষ্টি কেড়ে নিয়ে থাকে। আবার পরীক্ষক সহজে তা বুঝতেও পারে না। তাই পরীক্ষার্থীদের প্রতি পরামর্শ হলো এমন ভুলের ক্ষেত্রেও এক দাগ দিয়ে কেটে পুনরায় শব্দটি লিখবে। কোনোভাবেই পরীক্ষক বিরক্ত হোন এমন কোনো কিছু উত্তর পত্রে রাখবে না। যদি রাখ তাহলে তা হবে বেশি নম্বর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

## ০৭.৬. গুরুচণ্ডালী দোষ পরিহার

পরীক্ষার সময় উত্তর পত্র লেখার ক্ষেত্রে গুরুচণ্ডালী দোষ পরিহার করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন দৃষ্টি রাখবে। কোনোভাবেই বাংলা জাতীয় লেখায় সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটানো ঠিক হবে না। আর আঞ্চলিক ভাষার সমাহার ঘটানো তো অবশ্যই মারাত্মক দূষণীয়। তাই পরামর্শ হলো, ভালো ফলাফল যারা প্রত্যাশা করে তাদের অবশ্যই এ ধরনের দোষ বর্জন করে পরীক্ষার খাতায় লেখার চেষ্টা করবে।

## ০৭.৭. বিরাম ও যতি চিহ্নের ব্যবহার

পরীক্ষার খাতায় লেখার ক্ষেত্রে বিরাম ও যতি চিহ্নের ব্যবহার বিধি ঠিক রাখা অর্থবোধক ও যথার্থ লেখার দাবি। বিরাম ও যতি চিহ্নের ব্যবহার ঠিক না থাকলে যে কোনো ভালো বাক্যই যথার্থ অর্থ প্রকাশে ব্যর্থ হবে। আবার বিরাম ও যতি চিহ্ন ব্যবহার বিধি ভুল হলে বাক্যের উত্তর ভিন্ন খাতে ধাবিত হওয়ার সুযোগ থাকে। তাই বিরাম ও যতি চিহ্নের ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে উপস্থাপন করা হলো :

### কমা (,)

বাংলা বা বাংলা জাতীয় বিষয় লিখতে গিয়ে যত ধরনের বিরাম ও যতি চিহ্ন আমরা ব্যবহার করি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি কমা (,)। অর্থাৎ বাক্যটি যদি বড় হয় তাহলে দম নেয়ার জন্যে থামার দরকার হয়, বক্তব্য একাধিক হলে স্পষ্টতা আনার লক্ষ্যে থেমে-থেমে পড়তে হয়, সর্বোপরি অল্পক্ষণ বিরামের জন্যে কমার (,) ব্যবহার হয়। এখানে 'এক' উচ্চারণ করার সমগ্র সময় থামতে হয়। এবার একটি কমার ঘাটতি কেমন অর্থ বিড়ম্বনা ঘটিয়ে থাকে তার একটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো :

'এখানে প্রস্রাব করিবেন, না করিলে ১০ টাকা জরিমানা।' এ বাক্যটি ঢাকা শহরের কোনো দেয়ালের গায়ে লিখে দেয়া হলে, পথচারীরা নির্ধারিত টয়লেটে না যেয়ে ঐ দেয়ালের পাশেই দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করবে। কারণ ঢাকা শহরে স্থান বিশেষে প্রস্রাব করতে পাঁচ টাকা লাগে। আবার চাহিদামত টয়লেটও খুঁজে পাওয়া যায় না তাই পথচারীরা অত্যন্ত স্বস্তির সাথে প্রস্রাব তো করবেই সেই সাথে আমার ধারণা পায়খানাও করবে। মাত্র দু'তিন দিন

পর ঐ দেয়ালের পাশ দিয়ে কেউ আর গমন করতে পারবে না। এবার দেয়ালের কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যারা সেখানে প্রস্রাব পায়খানা করছে তাদের শাস্তি দিবে বা জরিমানা করবে তা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। কারণ সে দেয়ালে যা লিখেছে তার কারণেই সবাই এখানে তা করছে। কিন্তু বাক্যটি যদি এভাবে লেখা হয়– "এখানে প্রস্রাব করিবেন না, করিলে ১০ টাকা জরিমানা।" তাহলে আর কেউ ১০ টাকা জরিমানা দিতে হবে বলে প্রস্রাব করবে না বরং সে দূরে যেয়ে নির্ধারিত টয়লেটে পাঁচ টাকার বিনিময়ে প্রস্রাব করবে, এতে তার আরও পাঁচ টাকা থেকে যাবে।

যাহোক উপরের দুটি বাক্যের প্রথমটি লেখা থাকার পরও সবাই প্রস্রাব করছে আর দ্বিতীয় বাক্যটি লেখার পর কেউ প্রস্রাব করছে না। কারণ একটি কমা– যা বিরাম ও যতি চিহ্ন নামে পরিচিত। যা যথাস্থানে না বসানোর জন্যে বাক্যের অর্থ বিচ্যুতি ঘটেছে। আর তাই ঐ দেয়ালের পাশ দিয়ে আর কোনো মানব গোষ্ঠী যাতায়াত করার মতো পরিবেশ থাকবে না। সুতরাং সহজেই বোধগম্য হচ্ছে একটি কমা বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহারের ঘাটতি কিভাবে বাক্যের অর্থ প্রকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে।

### সেমিকোলন (;)

সেমিকোলন বা অর্ধচ্ছেদ হচ্ছে বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত এক ধরনের বাক্যান্তর্গত চিহ্ন। অর্থাৎ একাধিক বাক্যের মধ্যে অর্থের নিকট সম্বন্ধ থাকলে বাক্যগুলোকে একটু বেশি থামার চিহ্ন দিয়ে ভাগ করতে হয়। এর জন্যে সেমিকোলন বসে। সেমিকোলনের বিরামের অনুপাত কমার (,) দ্বিগুণ। এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝার সুবিধার্থে উদাহরণ দেয়া হলো :

❖ আগে পাঠ্য বই পড়; পরে পরীক্ষায় ভালো করতে এই বইটি পড়।

❖ মনোযোগ দিয়ে পড়; তাহলেই পাস করবে।

❖ সে ফেল করেছে; সেজন্য সে মুখ দেখায় না।

### দাঁড়ি (।)

বাক্য সম্পূর্ণরূপে শেষ বা সমাপ্তি বুঝাতে দাঁড়ি (।) বসে। অর্থাৎ যেখানে একটি পূর্ণবাক্য বা প্রসঙ্গ শেষ হয় সেখানে দাঁড়ি বসে। দাঁড়িতে এক সেকেন্ড পরিমাণ সময় থামতে হয়। উদাহরণ :

❖ পরীক্ষায় ভালো করতে চাইলে এ বইটি ভালোভাবে পড়ো। বইটি

লিখেছেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক জাবেদ মুহাম্মাদ। বাংলাদেশে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে এ ধরনের বই এই প্রথম।

এ বইটি তুমি মনোযোগের সাথে পড়বে। অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করবে।

**প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)**

সরাসরি কোনো প্রশ্ন করা হলে তার শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) বসে। প্রশ্নবোধক চিহ্নযুক্ত স্থানেও এক সেকেন্ড পরিমাণ সময় থামতে হয়। উদাহরণ :

❖ তুমি পড়ালেখায় ভালো হওয়ার কৌশল বইটি পড়েছো কি?

❖ এটা তোমার বই? ঠিক তো?

**বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!)**

অবাক বা বিস্ময়ের ব্যাপার বোঝাতে প্রধানত বাক্যের শেষে বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!) বসে। এতেও এক সেকেন্ড পরিমাণ সময় থামতে হয়। উদাহরণ :

❖ ঈশ! তোমার জ্বরে আমিই হতবাক!

❖ দয়া করে আমাকে বাঁচান!

**উদ্ধৃতি চিহ্ন ('–' অথবা "–")**

উদ্ধৃতি চিহ্নটি বাংলায় ছিল না। এটি ইংরেজি কোটেশন মার্ক থেকে আগত। তাই একে উদ্ধৃতি চিহ্ন বা উদ্ধার চিহ্ন বলে। এ চিহ্ন দু'রকমের হয়। এক– উদ্ধৃতি ('–') বা সিঙ্গল কোট এবং জোড় উদ্ধৃতি ("–") বা ডাবল কোট।

**এক উদ্ধৃতি ('–') বা সিঙ্গল কোট**

কথোপকথন ও সংলাপে এই উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যে বাক্যে এ চিহ্নটি ব্যবহার করা হয় সেখানে এক সেকেন্ড পরিমাণ সময় থামতে হয়। উদাহরণ :

❖ বাংলাদেশে ছাত্র-ছাত্রীদের গঠন হওয়ার লক্ষ্যে জাবেদ মুহাম্মাদ রচিত চমৎকার একটি বই ভালো ছাত্র-ছাত্রী গঠন হওয়ার উপায়।'

**জোড় উদ্ধৃতি ("–") বা ডাবল কোট**

বক্তার বক্তব্য হুবহু কোট করতে জোড় উদ্ধৃতি বা ডাবল কোট চিহ্ন ("–")

ব্যবহৃত হয়। এখানে ১ বলতে সে সময় প্রয়োজন ঠিক সে সময় পর্যন্ত থামা যায়। উদাহরণ :

❖ বিশিষ্টজনেরা বললেন, "বাংলাদেশে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার উন্নয়ন, আদর্শিক গঠন ও পরীক্ষায় ভালো করার জন্যে 'জাবেদ মুহাম্মাদ' রচিত বইগুলোর বিকল্প নেই।"

❖ বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক 'জাবেদ মুহাম্মাদ' বললেন "ছাত্র-ছাত্রীরা আমার-তোমার নয়; ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের, আমাদের সকলের।"

**কোলন (:)**

কোলন (:) চিহ্নটির একটি বিকৃতরূপ হলো (ঃ) যাকে বাংলায় বিসর্গ বলা হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা মনে রাখবে, কোলনের মাঝখানে কোনো ফাঁক থাকবে না। উদাহরণ :

❖ দরখাস্ত লিখতে কোলন বসে। নাম :, পিতার নাম :

❖ পদ পাঁচ প্রকার :

**ড্যাশ (–)**

বাংলায় ড্যাশ (–) ও হাইফেন (-) এ দু'টি চিহ্ন বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। ড্যাশ সাধারণত একটু বেশি লম্বা, অর্থাৎ দু'টি হাইফেন একত্রিত হলে একটি ড্যাশ হয়ে যায়। ড্যাশকে সাধারণত বাক্যসঙ্ঘাত চিহ্ন বলা হয়ে থাকে। তাই এই চিহ্ন বাক্যের মধ্যে বসে। উদাহরণ :

❖ আমি– পরীক্ষায় ভালো করিনি।

❖ সবার জন্যে চাই– সুশিক্ষা।

**হাইফেন (-)**

হাইফেন সবসময় দুই বা ততোধিক শব্দের মধ্যে বসে। বাক্যের সঙ্গে নয়, তাই একে সংযোগ চিহ্ন বলা হয়। উদাহরণ :

❖ হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বিপজ্জনক।

❖ টাকা-পয়সা কোনো কিছুতেই আর লোভ নেই; আমি কেবল চাই আজ ও আগামীরা হোক-শিক্ষিত জাতি।

❖ অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা ২০১০-এ প্রথম শুরু হয়েছে।

**ঊর্ধ্বকমা বা লোপ চিহ্ন (')**

শব্দের একটি অংশ, বর্ণ বা অক্ষর বাদ দেয়া হয়েছে বোঝাতে বাংলায় ঊর্ধ্বকমা বা লোপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন– ২১ ফেব্রুয়ারি '৫২

বন্ধনী চিহ্ন : ( ), { }, [ ]

বাংলায় প্রথম বন্ধনী ( ) ও তৃতীয় বন্ধনী [ ] চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এতে দ্বিতীয় বন্ধনী { } চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না।

মূলত কোনো বক্তব্যকে বিশদ করতে হলে প্রথম বন্ধনীর প্রয়োজন পড়ে। যেমন–

❖ নাও (বইটি হাতে দিয়ে) পড়।

❖ এ বইটি (পড়ালেখায় ভালো হওয়ার কৌশল) আমার খুব পছন্দ।

এবার উদ্ধৃতি চিহ্নের ভিতরে কিছু অন্তর্ভুক্ত করার মৌলিক নীতি হলো– মূল জায়গায় ঠিক যেভাবে লেখা আছে অবিকল সেভাবে উদ্ধৃত করা। যেমন–

❖ 'রবিন্দ্রনাথ [রবীন্দ্রনাথ] নভেল [নোবেল] পুরস্কার পেয়েছিলেন।'

❖ বীজ গণিতের সমাধান করার সময় যে লাইনে সূত্র প্রয়োগ করা হয় তার পাশে সূত্রটিকে লিখতে যেয়ে তৃতীয় বন্ধনীর [ ] চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

**এক বিন্দু (.)**

এক বিন্দু বা ফুটকি চিহ্ন (.) কে সংক্ষেপণের চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এক বিন্দু (.) চিহ্নটি অবিকল বাংলা ও ইংরেজি উভয় লেখাতেই একভাবে প্রয়োগ করা হয়। যেমন–

❖ B.A. বি.এ.; M.A. = এম.এ.

❖ Md. = মো. (যদিও ইংরেজিতে Md. না লিখে– Muhammad এবং বাংলায়, মো. মো:, মোহাম্মদ, মুহাম্মদ, মুহম্মদ, মুহ: না লিখে মুহাম্মাদ লিখাই উত্তম এবং শুদ্ধ) [অবশ্য আজকাল অনেকেই Md. = মোঃ লিখে থাকে। কিন্তু এ রকম লেখা ভুল। মূলত শুদ্ধ লেখা হবে মো.। এখানে (ঃ) চিহ্নিত দেয়া মানে বিসর্গ লেখা এটি (ঃ) কখনোই সংক্ষেপ চিহ্ন নয়]

❖ Dr. = ড. (পিএইডি বা ডক্টরেট উপাধিকারী) বা ডা. (ডাক্তার)

### ত্রিবিন্দু বা বর্জন চিহ্ন (...)

ত্রিবিন্দু কোনো বাক্যে লেখা বাদ দেয়া, বর্জন করা বা অসমাপ্ত রেখে দেয়া বোঝাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উদাহরণ :

❖ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একজন বহু ভাষাবিদ... ভাষার ক্ষেত্রে রয়েছে প্রচণ্ড দখল।

❖ আমি লিখব। আরো লিখব। কেননা এদেশের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীরাই আমার...।

### তিন তারকা (***)

তিন তারকা চিহ্নটিও বর্জন চিহ্ন হিসেবে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে কোনো স্তবক বাদ দিলে সে স্থানে তিন তারকা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

### বিকল্প চিহ্ন ( / )

এই চিহ্নের অর্থ 'অথবা'। দুই বা ততোধিক শব্দ বা বাক্যের মধ্যে যে কোন্‌টি হতে পারে এমন বোঝাতে এই চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ :

❖ পরীক্ষার এক/দু'মাস আগে থেকেই বেশি-বেশি পড়া উত্তম।

❖ পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের টেকনিক বইতে যা-যা লেখা হয়েছে তা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় পাঁচ/ছয় মাস পূর্ব থেকেই মেনে চলা উত্তম। তাহলে তোমরা অবশ্যই পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে।

তাই পরীক্ষার্থীদের বলব, অবশ্যই বাংলা জাতীয় লেখায় বিরাম ও যতি চিহ্নের ব্যবহার ভালোভাবে ব্যাকরণ বই থেকে জেনে যথাযথভাবে লেখায় প্রয়োগ করা উচিত।

### ০৭.৮. উত্তর পত্রের সাথে অতিরিক্ত কাগজ নেয়া

যথাযথভাবে উত্তর প্রদানের লক্ষ্যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মূল বা প্রধান খাতা ছাড়াও অতিরিক্ত কাগজ সংযোজন করা লাগতে পারে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত খাতার বাম পাশে উপরের দিকে ৫/৬ ডিজিটের একটি নম্বর রয়েছে যা মূল খাতার উপরে অতিরিক্ত খাতার ক্রমিক নম্বর লেখার যে স্থান আছে সেখানে লিখে তার পাশের বৃত্তটি ভরাট করে দিতে হবে। তারপর অতিরিক্ত কাগজ বা খাতার উপরে বাম পাশে একদম কর্ণারে ০১ লিখে

সিরিয়াল নম্বর দিবে। এবার যত বার কাগজ নিবে ততবার ০২, ০৩, লিখে রাখবে। তাহলে খাতা স্ট্যাপল করতে সিরিয়াল ঠিক থাকবে।

এক্ষেত্রে মেধাবীদের প্রতি পরামর্শ হলো পরীক্ষার সময় যত শেষ হয়ে আসবে ততই অতিরিক্ত কাগজ গ্রহণকারীদের সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকবে। তাই পরীক্ষার শেষ মুহূর্তে কাগজ নাও পাওয়া যেতে পারে। এজন্য প্রায় ১৫ মিনিট পূর্বেই আরো কাগজ লাগবে কিনা ধারণা করে প্রয়োজনে একটু লেখার স্থান ফাঁকা থাকতেই পরীক্ষা হলে কর্তব্যরত শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অতিরিক্ত খাতা চেয়ে নিবে।

মনে রাখবে, একদম শেষ মুহূর্তে পনের মিনিট থাকতে কাগজ-কাগজ করে চিৎকার করে কোনো লাভ হবে না। তাছাড়া তখন সবাই কাগজ নেয় বলে কাগজ থাকলেও ঠিক ঐ মুহূর্তে কাগজ পেতে কয়েক মিনিট সময় অযথা ব্যয় করে ফেলতে হবে। তাই এ ব্যাপারে পরীক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজন বুঝে পূর্ব থেকেই সচেতন হলে পরীক্ষা শেষে এসে কাগজের সমস্যায় উদ্বিগ্ন হতে হবে না বা অপ্রত্যাশিতভাবে সময় থাকলেও লিখার কাগজ ফাঁকা নেই এমনভাবে নম্বর ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে না। তাছাড়া নম্বর ছেড়ে দিয়ে আসা কখনোই ভাল ফলাফল অর্জনের ক্ষেত্রে পজিটিভ হতে পারে না।

### ০৭.৯. সবশেষে উত্তর পত্র পুনরায় দেখা

উত্তর পত্রে লেখা শেষ হওয়ার পর উত্তরপত্র গুছিয়ে স্ট্যাপল বা প্রয়োজন হলে সেলাই শেষে পুরো খাতা একবার চেক করে দেখা উত্তম। আর এ সময়ে যা-যা খেয়াল রাখতে হবে তা হলো :

❖ অনেক সময় শিক্ষার্থীরা হয়তো '০৭ নং প্রশ্নের উত্তর' দেয়ার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়ে খাতায় লিখেও নিয়েছে ০৭ নং প্রশ্নের উত্তর। কিন্তু পরক্ষণেই '০৭ নং প্রশ্নের উত্তর' ভালোভাবে মনে না আসায় সে ভাবল ০৬ নং প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে পারব তাই তৎক্ষণাৎ '০৬ নং প্রশ্নের উত্তর' লিখতে শুরু করেছে। কিন্তু উপরে '০৭ নং প্রশ্নের উত্তর' কথাটার জায়গায় '০৬ নং প্রশ্নের উত্তর' লিখতে ভুলে গিয়েছে। এতে পুরো প্রশ্নের উত্তরই কাটা এবং উত্তর যতই যথার্থ হোক না কেন উত্তর পত্র মূল্যায়নকারী শ্রদ্ধেয় স্যার যদি এ উত্তরের বিপক্ষে শূন্য দেন তাহলেও কিছু বলার নেই। কারণ উত্তরের শুরুতে প্রশ্নের নির্দেশনা একটা অথচ উত্তর লেখা হয়েছে আরেকটা। আবার

কখনো দেখা যায় ০৭ নং প্রশ্নের মধ্যে অথবা দিয়ে দু'টি প্রশ্ন দেয়া আছে উত্তর করতে হবে একটি। এক্ষেত্রেও অনেক সময় শিক্ষার্থীরা হয়তো উত্তর প্রদান করেছে '০৭নং প্রশ্নের উত্তর এর (অথবা)'। কিন্তু সে উপরে লিখেছে ০৭ নং প্রশ্নের উত্তর আর কিছুই লিখেনি। এক্ষেত্রেও '০৭ নং (অথবা) প্রশ্নের উত্তর' এভাবে না লিখায় নম্বর পাওয়ার কথা নয়। সুতরাং উত্তরপত্র জমা দেয়ার পূর্বে প্রশ্নের সাথে মিলিয়ে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে চেক করে নেয়া মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের একান্ত দায়িত্ব। আর এভাবেই ভুল-ত্রুটি মুক্ত একটি সুন্দর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল ফলাফল প্রত্যাশা করতে পারে।

❖ প্রশ্নের নির্দেশনা অনুযায়ী সবগুলো প্রশ্নের উত্তর লেখা হয়েছে কিনা তা খেয়াল করা;

❖ লেখায় বানান নির্ভুল, বিয়াম ও যতি চিহ্নের ব্যবহার তথা দাঁড়ি (।) কমা (,) সেমিকোলন (;) ইত্যাদি যথাযথভাবে দেয়া হয়েছে কিনা তা দেখা;

❖ অতিরিক্ত উত্তর পত্র (অতিরিক্ত কাগজ) থাকলে কয়টি আছে? তার সিরিয়াল ঠিক আছে কিনা? মূল উত্তর পত্রের টপ শীটের নির্দিষ্ট কলামে অতিরিক্ত উত্তর পত্রের ক্রমিক নম্বর সঠিকভাবে লেখা এবং বৃত্ত ভরাট করা হয়েছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখা;

❖ উত্তর পত্র সঠিকভাবে সেলাই বা স্ট্যাপল করা হয়েছে কিনা? উত্তর পত্র ভারী হলে স্ট্যাপল খুলে যাবে কিনা এবং প্রয়োজনে দু'টি পিন দিয়ে ভালোভাবে আটকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা উত্তম।

### ০৭.১০. উত্তর পত্র সাজসজ্জা করা

উত্তর পত্রে উত্তরের অঙ্গসজ্জা বা লে-আউট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যত দর্শনীয়ভাবে উত্তরপত্রে উত্তর লিখবে পরীক্ষক ঐ খাতার প্রতি ততই আকর্ষণ অনুভব করে থাকে। যদিও এটি মনোস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। তাই উত্তরের মূল পয়েন্ট, সাব পয়েন্ট লেখার ব্যাপারে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করবে। প্রতিটি পয়েন্ট ও সাব পয়েন্ট কাঠপেন্সিল দিয়ে বক্র রেখা দ্বারা আণ্ডার লাইন করে আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে হাইলাইটস করা যেতে পারে।

তবে খেয়াল রাখতে হবে, লাল ও সবুজ কালির পেন ব্যবহার করা যাবে না।

### ০৭.১১. একদম শেষ মুহূর্তে করণীয়

উত্তরপত্র লেখার অঙ্গসজ্জা ও চেক হয়ে যাওয়ার পর সময় থাকলে অতিরিক্ত কাগজের মধ্যে মার্জিন দিয়ে দিতে পারলে খুব ভাল হবে। এবার শেষের পৃষ্ঠার নম্বরটি খাতার একদম উপরের পৃষ্ঠায় যেখানে পৃষ্ঠা নং ০১ লিখে ডেস (–) দেয়া হয়েছিল সেখানে ঠিক এভাবে 'পৃষ্ঠা নং ০১-৫০' লিখে দেয়া উত্তম।

তারপর পরীক্ষার শেষ ঘণ্টা দেয়ার সাথে সাথে উত্তর পত্র পর্যবেক্ষকের হাতে তুলে দিবে। এভাবে পরীক্ষা দিতে পারলে আশা করা যায়, উত্তরপত্রে গুছিয়ে উত্তর লেখা সমাপ্ত হয়েছে।

### ০৭.১২. উত্তর পত্র জমা দেয়ার পর করণীয়

উত্তর পত্র পর্যবেক্ষণের হাতে জমা দেয়ার পর প্রবেশ পত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ফাইল, কলম, পেন্সিল, শার্পনার, ইরেজার বা রাবারসহ পরীক্ষায় ব্যবহৃত সকল উপকরণ গুছিয়ে ব্যাগে বা বক্সে ঢুকিয়ে নিবে। স্কেল বক্সে না ঢুকলে হাতে নিবে। তারপর সুশৃঙ্খলভাবে পরীক্ষার কক্ষ ত্যাগ করবে। কোনোভাবেই হৈ-হুল্লোড় বা বেঞ্চের উপর উঠে লাফালাফি করে পরীক্ষা হল ত্যাগ করবে না।

## ০৮. পরীক্ষার বিভিন্ন ধরন ও ভালো করার টেকনিক

শিক্ষা জীবনে পরীক্ষা হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা যাচাই ও তাদের পড়ালেখার অগ্রগতি মূল্যায়নের মাধ্যম। এর মাধ্যমেই ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার মান যাচাই করা হয়। মূলত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং ভাল ফলাফল অর্জনই হচ্ছে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সিঁড়ি। যা অতিক্রম করতে পারার পূর্ব শর্তই হলো ভালোভাবে পড়ালেখা করা। যদিও কেউ কেউ পরীক্ষায় সফলতা অর্জনকে ভাগ্যের ব্যাপারে বলে মনে করে। অবশ্য আমি তাদের সাথে কিঞ্চিৎ মতপার্থক্য পোষণ করে থাকি এ কারণে যে, কোনো ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় যথানিয়মে পড়ালেখা করে অংশগ্রহণ করলে ভাগ্য তাকে ফেল করাবে বা তার বিপরীতে যাবে তা আমি সহজে মেনে নিতে প্রস্তুত নই।

হ্যাঁ, ভাগ্য বলে কিছু আছে একথা আমি মানি কিন্তু ভাগ্য কখনোই মানুষের কর্মের প্রতিবন্ধক নয় বা বিপরীত অবস্থানে নয়। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীদের

বলব, পরীক্ষায় ভাল করার পূর্বশর্ত হলো ভালভাবে পড়ালেখা করা এবং পড়ালেখার বিকল্প নেই তা ভালভাবে মাথায় রাখা।

## ০৮.১. পরীক্ষায় প্রস্তুতির নানা দিক ও বিষয়

ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখা কেমন করছে বা আদৌ পড়ালেখা করছে কিনা তা উপলব্ধি করার সহজ কৌশল হলো পরীক্ষা। আর তাইতো পরীক্ষার কথা শুনে সকল ছাত্র-ছাত্রীরাই হয়ে উঠে চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন। যদিওবা আমি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার কথা ঘোষণা দিতে গিয়ে এভাবে বলে থাকি– সকলের জন্য একটি সুখবর আছে সেটি হলো আগামী এত তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মুখমণ্ডলের দিকে তাকালে দেখা যায়, সুখবরের কথা শুনে প্রথমত তাদের মুখমণ্ডলে যতটা খুশির রেখা ফুটে উঠে ঠিক তারপর পরীক্ষার কথা শুনে আবার নিমিষেই মুখমণ্ডলে কালো অন্ধকারের ছাপ ফুটে উঠে। অথচ এ পরীক্ষার পরই কেউ কেউ সফলতায় বিভোর হয়ে উঠে, আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠে। আর শুকরিয়ায় মাথা নত করে স্রষ্টার কাছে। সুতরাং এমন যে পরীক্ষা তার প্রস্তুতি অবশ্য অত্যন্ত সচেতন ও বিচক্ষণতার সাথে নেয়াই মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছাত্র-ছাত্রীদের কাজ।

## ০৮.২. সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষা

আজকাল প্রায় প্রতিটি স্কুল-কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেণী শিক্ষকগণ সপ্তাহ ধরে শ্রেণীতে যা পড়িয়ে থাকেন তার ভিত্তিতে সাপ্তাহিক পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এভাবে প্রতি মাসে তিন সপ্তাহে তিনটি সাপ্তাহিক পরীক্ষা হওয়ার পর চতুর্থ সপ্তাহ অর্থাৎ মাস শেষে পুরো মাস ধরে যা পড়ানো হয় তার ভিত্তিতে এক সাথে মাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এখানে যেসকল ছাত্র-ছাত্রীরা রীতিমত ক্লাস করে, ক্লাসে মনোযোগের সাথে শিক্ষকের কথা শুনে ও বুঝার চেষ্টা করে, খাতায় বিভিন্ন বিষয়গুলো নোট করে বাসায় গিয়ে প্রতিদিনের শ্রেণীতে পড়ানো বিষয়গুলো ভালভাবে পড়ে ও লেখে তারাই এ সকল পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারে। আর যারা ক্লাসে মনোযোগী না, শিক্ষকের লেকচার ঠিকভাবে শুনে না, বুঝার চেষ্টা করে না, খাতায় তেমন কিছু দ্রুত লিখে নেয়ার চেষ্টা করে না, বাসায় যেয়ে প্রতিদিনের পড়া শেষ করে না তারা পরীক্ষার কথা শুনে

ঘাবড়িয়ে যায়, পরীক্ষা আসলে মন খারাপ করে, পড়ার অবস্থা মাথায় এনে পরীক্ষা খারাপ হবে নিশ্চিত মনে করে দুশ্চিন্তায় ভোগে– মাথা ব্যথা, মাথা ঘুড়ানো, শরীরে জ্বর অনুভব করাসহ যেকোনোভাবে অসুস্থ হয়ে থাকে। তাদের পড়া-লেখা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই যে তারা পিছিয়ে পড়ে তা কখনোই পুনর্গঠন করে এগিয়ে আসতে পারে না। কেননা সাপ্তাহিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীরা মাসিক ও অন্যান্য সাময়িক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয়ে থাকে।

এতে সবসময় শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্যে প্রস্তুতি নিতে হয় বলে তাদের মাঝে পড়ালেখার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অন্যদিকে সবগুলো পরীক্ষার ফলাফলের গড় করে শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাক্রম নির্ধারণ করা হয় বলে ছাত্র-ছাত্রীদের সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষাগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অংশগ্রহণ করা উচিত।

### ০৮.৩. এসাইনমেন্ট জমা দেয়া

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের দিক নির্দেশনায় জটিল বিষয়ের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা তা সমাপ্ত করিয়ে নিতে এসাইনমেন্ট লিখিয়ে জমা নেয়ার বিষয়টি একটি চমৎকার পদ্ধতি। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখার প্রতি যে অনীহা ভাব তা দূরীভূত হয়। সেই সাথে তাদের মেধার গঠনমূলক বিকাশ ঘটে। হাতের লেখা সুন্দর এবং শৈল্পিক সৌন্দর্যের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীরা খেয়াল করে বলে এসাইনমেন্ট জমা নেয়ার বিষয়টি তাদের পড়ালেখায় মনোযোগী করতে অত্যন্ত কার্যকর একটি পদ্ধতি বলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

### ০৮.৪. পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা

ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা জীবনের পঞ্চম বছরে তথা পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ালেখা করে বছরের শেষে যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তা হলো পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় সমগ্র দেশব্যাপী এক সাথে উপজেলা/থানাভিত্তিক সকল বিদ্যালয় ও মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন কেন্দ্রে একই রুটিন বা সময়সূচি অনুযায়ী একযোগে অংশগ্রহণ করে থাকে। এরপর ফলাফল প্রকাশিত হলে উপজেলা/থানায় সর্বোচ্চ নম্বরধারী ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন গ্রেডে বৃত্তি পেয়ে থাকে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মেধার স্বীকৃতি

স্বরূপ এ পরীক্ষা শেষে অনেক পুরস্কার পেয়ে থাকে। তাই ছাত্র-ছাত্রীরা এ পরীক্ষার ভালো ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে গৃহে পরিকল্পিতভাবে রুটিন অনুযায়ী পড়ালেখা করবে। জীবনে সফলতা অর্জনের ভিত্তি এ স্তর থেকেই মযবুত করতে চেষ্টা করবে। কেননা শিক্ষাই অগ্রগতির মূল। পৃথিবীর বুকে সুন্দর জীবন গঠন, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার অভাব থেকে মুক্ত হয়ে সচ্ছলতার সাথে জীবন ধারণ করার একমাত্র বাহন হলো শিক্ষা। কাজেই ছাত্র-ছাত্রীরা যথাযথ শিক্ষা অর্জন করে জীবনের এই প্রথম সম্মিলিত পরীক্ষায় যেন সফলতা অর্জন করতে পারে সেজন্য শিক্ষকের দিক-নির্দেশনা ও পরিবার অঙ্গনে পিতা-মাতার দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী ভালোভাবে পড়ালেখা করবে।

## ০৮.৫. অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা (জেএসসি/জেডিসি)

শিক্ষা জীবনের অষ্টম বছরে এসে ছাত্র-ছাত্রীরা যে পরীক্ষার মুখোমুখি হয় তা হলো অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা। এ স্তরে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক জটিল সমস্যার মুখোমুখি হয়। কথায় আছে, ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অষ্টম শ্রেণীর পড়ালেখা জটিল। অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা অষ্টম শ্রেণীতে এসে পড়ালেখা জীবন থেকে ছিটকে পড়ে। এ জন্যই এ স্তরে পড়ালেখার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের খুব মনোযোগী হওয়া উচিত। কোনো রকম অযথা সময় নষ্ট না করে, বন্ধুদের সাথে না মিশে, পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে খেলাধুলায় না জড়িয়ে এ শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত পড়ালেখার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া। পড়ালেখা সুন্দর ও সুচারুভাবে করার লক্ষ্যে যখন যা প্রয়োজন পরিবারের সামর্থ্য অনুযায়ী তা নিয়ে পড়ালেখায় একান্ত মনোনিবেশ করা, বিষয়ভিত্তিক জটিল সমস্যাগুলো নিয়ে স্যারদের কাছে যাওয়া বা পাড়া-প্রতিবেশির মধ্যে যারা পড়ালেখায় ভালো এমন বড়দের কাছে যাওয়া এবং সমস্যার সমাধান করে নেয়া। এভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে। সেই সাথে এ স্তরেও মেধাবী ও ভাল ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীরা বৃত্তিসহ সরকারি ও বেসরকারিভাবে অনেক পুরস্কার লাভ করার সুযোগ পেয়ে থাকে। যা শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার আগ্রহ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে থাকে।

## ০৮.৬. এসএসসি, দাখিল ও ভোকেশনাল পরীক্ষা

দশম শ্রেণীতে পড়ালেখা শেষে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এসএসসি, মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরা দাখিল ও কারিগরি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ভোকেশনাল

পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করে থাকে। এ পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের উপর ভিত্তি করে ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো কলেজে বা যার যার পছন্দনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ লাভ করে। তাই এ স্তরে ভালো ফলাফল অর্জন করার উপর অধিক জোর দিতে হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা এ স্তরে যদি রুটিন অনুযায়ী প্রচুর অধ্যয়নে মনোনিবেশ না করে তাহলে তাদের ভালো ফলাফল অর্জন সম্ভব নয়। আর এ স্তরে ভালো ফলাফল অর্জন করা সম্ভব না হলে এইচএসসি স্তরেও ভালো করার সম্ভাবনা কম থাকে। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে যা কখনোই কাম্য নয়। তাছাড়া জীবনের দশ বছর পড়ালেখা করে পিতা-মাতার বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অর্থ ব্যয় করেও কেউ যদি সফলতা অর্জনের দিকে এগিয়ে যেতে না পারে তাহলে তাদের পরবর্তী জীবন অসুন্দর হওয়াই স্বাভাবিক।

অন্যদিকে এ স্তরে যারা ভালো ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয় তাদেরকেও সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে অনেক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তাদের সাফল্যময় জীবন কামনা করে তাদের জন্য দু'আ করা হয়। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত এ স্তরে উন্নীত হয়ে একটি উন্নত জীবনকে সামনে রেখে কঠোর অধ্যবসায় করা। প্রতিদিন পড়ালেখা ব্যতিরেকে অন্য কোনো দিকে বাজে সময় নষ্ট না করা। তবে পিতা-মাতার আর্থিক সামর্থ্য ও প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রেখে পড়ালেখার পাশাপাশি তাদের কর্মে সহায়তা করা যেতে পারে। এতে পিতা-মাতার কর্মে কিছুটা সহায়তা হলে তাদের দু'আয় মহান আল্লাহ্ তা'আলা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখায় বিশেষ রহমত দিয়ে সাহায্য করবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় ভালো ফলাফল দিবেন। যার প্রমাণ প্রতিবছর এসএসসি, দাখিল ও ভোকেশনাল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও পত্র-পত্রিকার পাতায় ভালো ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সাক্ষাৎকার থেকে আমরা জানতে পাই।

### ০৮.৭. এইচএসসি, আলিম ও ডিপ্লোমা পরীক্ষা

শিক্ষা জীবনের বার বছর সমাপ্ত করে জেনারেল বোর্ডের অধীনে এইচএসসি, মাদরাসা বোর্ডের অধীনে আলিম ও কারিগরি বোর্ডের অধীনে ডিপ্লোমা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে এক সাথে বৃহৎ

পরিসরে সমগ্র দেশব্যাপী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণে এ স্তরের পরীক্ষার ফলাফল বিশাল ভূমিকা রাখে। আর এ মাধ্যমেই তারা এগিয়ে চলে জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের দিকে। এ স্তরে ভালো ফলাফল অর্জনকারীরা খুব সহজেই উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে নিজেদের ভিশন অনুযায়ী ভর্তি হওয়ার লক্ষ্যে ভর্তি যুদ্ধে উপনীত হয়ে থাকে। ফলে এ সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত প্রচুর অধ্যয়নে মনোনিবেশ করা ও প্রচুর পরিশ্রম করা।

## ০৮.৮. পরীক্ষার প্রকৃতি ও সিলেবাস জেনে নেয়া

ছাত্র জীবনে প্রত্যেক শ্রেণীতেই সবাইকে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। আর তাই পরীক্ষা পদ্ধতি, উক্ত পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী বা সিলেবাস পূর্ব থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে দিয়ে দেয়া উত্তম। অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা তারপর পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা (জেএসসি/জেডিসি) পর্যন্ত প্রথম সাময়িক, দ্বিতীয় সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত বইগুলোকে পুরো তিন ভাগে ভাগ করে নেয়া হয়। এতে এক-একটি পরীক্ষার জন্য বিষয়ভিত্তিক কতটুকু সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত হবে তা ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্ব থেকে জেনে নেয়া প্রয়োজন। ঠিক এভাবে এসএসসি, দাখিল ও ভোকেশনাল এবং এইচএসসি, আলিম ও পলিটেকনিক ডিপ্লোমা পরীক্ষার সিলেবাস দু'বছর পূর্বে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তাই এসএসসি, দাখিল ও ভোকেশনাল পরীক্ষার জন্য নবম শ্রেণীর শুরুতে এবং এইচএসসি, আলিম ও পলিটেকনিক ডিপ্লোমা পরীক্ষার জন্য একাদশ শ্রেণীর শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীকে তাদের পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে জেনে নেয়া আবশ্যক। এ ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের আরো যা জানা আবশ্যক তা হলো :

০১. পরীক্ষার প্রস্তুতির শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সিলেবাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে আর কোনো রেফারেন্স বই আছে কিনা তা জানা এবং থাকলে তা সংগ্রহ করে পড়া উত্তম।

০২. যে কোনো শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের আদি-অন্ত খুব ভালোভাবে কয়েকবার করে পড়া উচিত। শিক্ষক ক্লাসে পড়াবে এ মনোভাব নিয়ে বসে থাকা অনুচিত। কেননা সময় স্বল্পতা, বিভিন্ন কারণে বা দেশে ঘটমান

অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা বা রাজনৈতিক অস্থিরতায় ক্লাস যথাযথভাবে নেয়া সম্ভব নাও হতে পারে। আর তাই নিজে-নিজে বাসায় বসে পড়ে নেয়াই উত্তম।

০৩. অনেক শিক্ষার্থীরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সহজ নিয়মে পরীক্ষায় পাশের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক না পড়ে নোট বই থেকে প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করে থাকে। এতে পাঠ্য পুস্তকে দেয় অনুশীলনীর প্রশ্নপত্রের সাথে অনেক ক্ষেত্রেই নোট বইয়ের প্রশ্নপত্রের গড়মিল হতে দেখা যায়। ফলে পরীক্ষার পূর্ব রাত্রে শিক্ষার্থীরা শেষ মুহূর্তে টেক্সট বই বা মূল বই ধরে গড়মিল দেখে হতাশ হয়ে পড়ে– যা দুঃখজনক। আর তাই বলব, পাঠ্য বই বা টেক্সট বই পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান নিয়ে তারপর নোট বইয়ের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

০৪. পাঠ্যবই থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো অতীতে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরন অনুযায়ী দাগিয়ে বা তালিকা প্রস্তুত করে সেগুলো সব পড়ে নেয়ার লক্ষ্যে একই শ্রেণীর একাধিক লেখকের বই, উচ্চ শ্রেণীর উক্ত বিষয়ের বই, প্রাক্তন মেধাবী ও ভাল ফলাফলের স্বাক্ষর বহনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হ্যান্ড নোট, পরামর্শ ও সর্বশেষ শিক্ষকের পরামর্শের ভিত্তিতে হ্যান্ড নোট তৈরি করে পড়ালেখা করা আবশ্যক। এতে প্রশ্নের ধরন যেমন বুঝা যায় তেমনি পরীক্ষা ভীতি থেকে কিছুটা মুক্ত থাকা যায়। তাই শিক্ষার্থীদের বলব, সব সময় তুমি যে শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছ তার উপরের শ্রেণীর রোল নং এক থেকে দশম স্থান পর্যন্ত অধিকারী শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্ক ভাল রাখবে। তাঁদেরকে দেখলে সালাম দিবে, ভাইয়া বা আপু সম্বোধন করে কেমন আছেন তা জানতে চাইবে। পড়ালেখার বিষয়ে তাদের সাথে কথা বলবে। তারপর তাদের প্রথম সাময়িক পরীক্ষা শেষ হলে তাদের প্রশ্নগুলো ফটোকপি বা হাতে লিখে সংগ্রহে রাখার চেষ্টা করবে। ঠিক এভাবে দ্বিতীয় সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং বার্ষিক পরীক্ষা শেষে তাদের কাছ থেকে তাদের তৈরি করা হ্যান্ড নোট, সংগৃহীত ভালো বই ইত্যাদি নিজের সংগ্রহে আনার চেষ্টা করবে। এতে তোমরা যখন ঐ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে তখন ঐ শ্রেণীর পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরন তোমাদের হাতে থাকায় বছরের শুরুতেই পরিকল্পনা মাফিক পড়া শুরু করতে পারবে। যা তোমাদের ভাল ফলাফলের জন্য সহায়ক হতে পারে।

০৫. রীতিমত ক্লাসে উপস্থিত থেকে শিক্ষক নির্ধারিত বিষয় পড়াতে যেয়ে

কোনো কোনো অধ্যায়ের উপর বা প্রশ্নপত্রের উপর বেশি জোর প্রয়োগ করছেন সেদিকে খেয়াল রেখে বাসায় সেগুলো আগে আগেই মুখস্থ করে নেয়ার চেষ্টা করবে। কেননা শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উপরই বেশি চাপ প্রয়োগ করে থাকেন।

০৬. এবার কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোকে মূল বই থেকে পড়ার চেষ্টা করবে। মনে রাখবে, পরীক্ষা পাশ এক জিনিস আর বাস্তব বা বাস্তবে এ পড়াগুলো প্রয়োগ অন্য জিনিস। সুতরাং বাস্তব জীবনে সফলতা অর্জনে যে কোনো সময় যে কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া লাগতে পারে। সে সময় সহজ কোনো বিষয়ের জবাব যথাযথভাবে না দিতে পারলে লজ্জার মুখোমুখি হতে হবে– যা দুঃখ প্রকাশেও পরিপূর্ণ সমাধান হবে না।

০৭. পঞ্চম শ্রেণী, অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষাসহ এসএসসি, দাখিল ও ভোকেশনাল পরীক্ষা প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের জীবনে সংঘটিত এক একটি পাবলিক পরীক্ষা। যা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যে বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করা হয়েছে তার বাইরে অন্য এক অচেনা, অজানা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দিতে হয়। অর্থাৎ শিক্ষা জীবনের পাঁচ বছর, আট বছর ও দশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর অনুষ্ঠিত হয় এ পরীক্ষাগুলো। ফলে এ পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভাবনার অন্ত থাকে না। হ্যাঁ, আমিও এ ভাবনাকে সমর্থন করি। কারণ এ পরীক্ষা হবে অন্য প্রতিষ্ঠানে, অত্যন্ত সুশৃঙ্খল নিয়মের অধীনে, খাতা মূল্যায়ন হবে দক্ষ, মেধাবী শিক্ষকের হাতে, সমগ্র দেশে ফলাফল প্রকাশিত হবে এক সাথে। দেশের সকল ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া সরব করে প্রচার করবে, দীর্ঘ পাঁচ, আট ও দশ বছরের শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে নতুন আঙ্গিকে নতুন প্রতিষ্ঠানে আগমন ঘটবে সকলের, জীবনের ভিশন বাস্তবায়নে এক একটি ধাপ সফলতার সাথে শেষ করে এগিয়ে যাওয়ার এ পথে ভাবনা থাকা তো স্বাভাবিক। তবে এ ভাবনা যেন নেগেটিভ না হয়; এ ভাবনা যেন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে বলীয়ান করে সেজন্য তাদের প্রতি পরামর্শ হলো পূর্ববর্তী বছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের ন্যূনতম পাঁচ বছরের প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে চতুর্থ, সপ্তম ও নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার পর স্কুল ছুটির এ সময়ে পরবর্তী শ্রেণীর ক্লাস শুরুর পূর্বেই সকল বিষয়ের সাজেশন নিজ হাতে

তৈরি করে নিবে। এতে বিভিন্ন পরীক্ষায় বারবার এসেছে এমন প্রশ্নগুলোর উত্তর খুব ভালভাবে নোট করে পড়ালেখার মাধ্যমে আয়ত্তে নেয়ার চেষ্টা করবে।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো, অনেক শিক্ষার্থীরা যে বিভাগ বা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষার্থী সে বিভাগের বা বোর্ডের আগের বছরের প্রশ্নগুলো একদম বাদ দিয়ে থাকে। তাদের ধারণা গত বছর আসছে কাজেই এবার আসবে না। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কেননা প্রশ্নকর্তারা সিলেবাস দেখে প্রশ্নপত্র তৈরি করেন। আবার প্রতি বছর একই প্রশ্ন প্রণেতা থাকেন না। এরূপ ক্ষেত্রে গত বছরের প্রশ্ন এ বছর আসতেও পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ৫-১০% প্রশ্ন সজ্ঞানেই প্রশ্ন প্রণেতা সংযোজন করে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে বিকল্প না থাকা বা বিকল্প আছে কিন্তু তার উত্তর যথাযথ জানা না থাকলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উক্ত প্রশ্নের উত্তর করতে হতে পারে। তাই পরামর্শ হলো গত বছরের সহ পূর্ববর্তী ন্যূনতম কয়েক বছরের বিভিন্ন বিভাগ ও শিক্ষা বোর্ডের প্রশ্নপত্রের সমন্বয় করে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর পড়া উত্তম।

০৮. এইচএসসি, আলিম ও পলিটেকনিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে বছরের শুরুতেই কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায় পুরো দু'বছর সময় হওয়ার কথা থাকলেও তা পাওয়া যায় না। তাই পরামর্শ হচ্ছে কলেজ ও মাদরাসায় ভর্তির শুরুতেই অতীতের টেস্ট পেপার হাতে নিয়ে পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের প্রশ্নপত্রের আলোকে সাজেশন তৈরি করে সে অনুযায়ী নোট প্রস্তুত করে নেয়া এবং এক্ষেত্রেও এসএসসি পর্যন্ত যা-যা করেছিলে এখানেও ঠিক সেই নিয়মগুলো অনুসরণ করার চেষ্টা করবে। তাহলেই ফলাফলের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। অন্যকথায় এইচএসসি-তে ভাল ফলাফল খুব সহজেই অর্জন করতে পারবে।

০৯. সাজেশন অনুযায়ী নোট তৈরি করার পর ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত অত্যন্ত মনোযোগের সাথে উত্তর হুবহু মুখস্থ করতে চেষ্টা করা। তারপর এ মুখস্থ করা যেন দীর্ঘস্থায়ী হয় সেজন্য সাথে সাথে তা খাতায় লিখতে চেষ্টা করা। এবার লিখতে যেয়ে যেখানে ভুলে যাবে সে স্থানটি নোট খাতায় লাল কালি বা কাঠপেন্সিল ব্যবহার করে আণ্ডার লাইন করে আবার প্রথম থেকে রিভিশন দিয়ে লিখতে পারবে মনে হলে পুনরায় প্রথম থেকে লেখা শুরু করা উত্তম। কোনোভাবেই যে স্থানে ভুলে গিয়েছিলে ঠিক সে স্থান থেকে লেখা শুরু করা

উচিত নয়। কেননা এমনও হতে পারে পরীক্ষার খাতায় লিখতে গেলে তার আগে অন্য কোনো জায়গায় হয়তো নতুন করে আটকিয়ে যেতে পারো। আর সে অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে যতবারই লিখবে প্রথম থেকে লেখার চেষ্টা করবে। এতে আবারও কোথাও ভুলে গেলে সে স্থানটি চিহ্নিত করে নতুন করে পড়ার সুযোগ থাকে যা মূলত প্রশ্নোত্তর শেখাটাকে পারফেক্ট বা পরিপূর্ণ শেখায় পরিণত করে তুলতে পারে।

১০. প্রশ্ন উত্তর আয়ত্ত করার পর তা রুটিন অনুযায়ী পুনরায় রিভিশন দেয়ার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। অন্যথায় বেশি সময় ধরে রিভিশন না করলে ভুলে যাওয়ার আশংকা থাকে।

এবার এসএসসি ও এইচএসসি সমমান স্তরে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তথা যারা ভালো ফলাফল অর্জন করতে চায় তারা অন্তত টেস্ট পরীক্ষার পূর্বে তাদের তৈরি করা সাজেশন অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস শেষ করতে অবশ্যই চেষ্টা করবে। তারপর এক মাস প্রত্যেক বিষয় অনুযায়ী সময় ভাগ করে আবারও সাজেশন ও পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস দেখে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর বাদ পড়েছে কিনা তা দেখে নিবে এবং বাদ পড়লে তা দ্রুত নোট ও পড়া ঐ বিষয়ের জন্য বরাদ্দকৃত সময়ে শেষ করবে। এতে চূড়ান্ত পরীক্ষার পূর্বে প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে পুরো ধারণা পরীক্ষার্থীর মাথায় থাকবে। ফলে প্রশ্ন যেখান থেকে যেভাবেই হোক না কেন এ নীতিতে অধ্যয়নের কারণে কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষা হলে কোন্ প্রশ্ন কোথায় থেকে এসেছে, তা বুঝতে পারবে না বা কমন পড়েনি বা উত্তর একদম লিখতে পারেনি ছেড়ে দিয়ে এসেছে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটার কোনো সুযোগ থাকবে না। অন্ততপক্ষে উত্তর টাচ্ বা স্পর্শ করে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে আসবে। এতে সকলের ক্ষেত্রেই প্রশ্ন জটিল হওয়ায় ঐ স্পর্শ করা কম লেখাতেও শিক্ষার্থীরা যথাযথ নম্বর পাবে। যা ভাল ফলাফলের জন্য বিশাল ভূমিকা রাখবে।

### ০৮.৯. টেস্ট পরীক্ষা ও ফরম ফিলাপের পর হতে চূড়ান্ত প্রস্তুতি

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে এসএসসি ও এইচএসসি সমমান স্তরে টেস্ট পরীক্ষা সমগ্র বইয়ের পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আর তাই টেস্ট পরীক্ষার পূর্বেই সকল শিক্ষার্থীরা তাদের সকল বিষয়ের পড়া

শেষ করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। এভাবে টেস্ট পরীক্ষা শেষ এবং তার পরেই ফরম ফিলাপের কর্মসূচী শুরু হয়ে থাকে। তাই এ সময় পরীক্ষা ও ফরম ফিলাপের সময়সূচী ইত্যাদি আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে বাসায় পড়ার রুটিনে কিছুটা অনিয়ম প্রত্যক্ষ করা যায়। এজন্যে ফরম ফিলাপের পর হতেই প্রত্যেক শিক্ষার্থী ফাইনাল পরীক্ষাকে সামনে রেখে প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠা উচিত। এ সময়ে তাদের চূড়ান্ত প্রস্তুতির লক্ষ্যে পরামর্শ হলো :

০১. এসএসসি ও এইচএসসি সমমান স্তরে ফরম ফিলাপ শেষ হওয়ার দিন সকল বিষয়ের বই খাতা ও হ্যান্ড নোট সাজেশন সবকিছু গুছিয়ে পরদিন থেকেই প্রত্যেক বিষয়ে অন্ততপক্ষে ন্যূনতম এক ঘণ্টা করে রিভিশন দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। সেই সাথে এসএসসি স্তরে ৭ বিষয়ে প্রতিদিন ১০০টি করে মোট ৭০০টি অবজেকটিভ প্রশ্নোত্তর রিভিশন দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে প্রতি বিষয়ে গড়ে ৩,০০০ করে অবজেকটিভ থাকলে মোট ২১,০০০ অবজেকটিভ প্রশ্নোত্তর মাত্র ২৫ দিনে রিভিশন করা সম্ভব হবে। তারপর টেস্ট পেপারে দেয় বিভিন্ন স্বনামধন্য বিদ্যালয়ের টেস্ট পরীক্ষার অবজেকটিভ প্রশ্নগুলোর উত্তর ঠিক একই নিয়মে শেষ করতে চেষ্টা করবে। আর তাহলেই পরীক্ষায় অবজেকটিভ প্রশ্নের পূর্ণ নম্বর প্রত্যাশা করা যাবে। এখানে রিভিশনের এ পদ্ধতি কারোর-কারোর কাছে জটিল মনে হতে পারে তাই তাদেরকে অবজেকটিভ পড়ার কৌশল পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে আয়ত্ত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

০২. টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে নিজের তৈরি করা সাজেশন পুনরায় মূল্যায়ন করে প্রয়োজনে পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সংস্কার করবে। তারপর তার ভিত্তিতে নোট পুনরায় সাজিয়ে পড়া ও লেখার কাজটি এক সাথে শেষ করবে।

০৩. কোনো বিষয়ে ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে বা জটিল অনুভব করলে সে বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিবে।

০৪. প্রতিদিনকার রুটিন মেনে চলতে যেয়ে কোনোভাবেই অতিরিক্ত বিষয়কে খাট করে দেখবে না। সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়ালেখা করবে ইনশাআল্লাহ ভাল ফলাফল হাতের নাগালে আসবে।

০৫. ফরম ফিলাপের পরদিন থেকে যদি কোনো শিক্ষার্থী এ রুটিন সুন্দরভাবে

মেনে পড়ালেখা করে তাহলে রুটিন পাবার পূর্বেই তার সমূহ পড়া পুনরায় রিভিশন হয়ে প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণাঙ্গ দখল থাকবে ইনশাআল্লাহ।

এক্ষেত্রে সতর্কতা হলো, কোনো পরীক্ষার্থীই টেস্ট পরীক্ষার ভালো ফলাফলে অত্যন্ত খুশি হয়ে আমি তো ভালো করবই বা আমার চেয়ে ভালো আর কে করবে বা আমি সব পারি– এমন চিন্তায় অধিক আনন্দিত হয়ে পূর্বে বর্ণিত রিভিশনের রুটিন বাস্তবায়ন না করা বা কেউ হয়তো অনেক পড়ালেখা করে টেস্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার পরও ভালো ফলাফল অর্জন করতে না পারায় মন খারাপ করে পড়ালেখা ছেড়ে দেয়া কোনটিই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

কয়েক বছর আগের কথা, এখানে একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর এসএসসি পরীক্ষার করুণ ফলাফলের বর্ণনা উপস্থাপন করে সকলকে সচেতন করতে চাই। সেটি হলো : রাজধানী ঢাকার বিখ্যাত দশটি প্রতিষ্ঠানের একটির সপ্তম শ্রেণী থেকেই প্রথম স্থান অর্জনকারী একজন শিক্ষার্থী। অত্যন্ত মেধাবী এ শিক্ষার্থী টেস্ট পরীক্ষায় মানবিক বিভাগ থেকে ৮২০ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে, দ্বিতীয় হয়েছে শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী ছাত্রী ৭৩৫ বা কিছু কম-বেশি নম্বর পেয়ে। টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্টের দিন রাতে প্রথম স্থান অর্জনকারী শিক্ষার্থীর সাথে কথোপকথনে যখন তাকে বলা হলো যে, তুমি এখন থেকে এভাবে নিয়ম মেনে পড়ালেখা করো তাহলে ইনশাআল্লাহ বোর্ডে মেধা তালিকায় স্থান লাভ করতে পারবে। তখন সে বলল, আমি টেস্ট পরীক্ষায় পেয়েছি ৮২০। এখন তো আরো সময় আছে। কাজেই আমি তো এ সময় পড়বই। সুতরাং ফাইনাল পরীক্ষায় ৯২০ পাওয়া কোনো ব্যাপারই না। আমি তাকে বললাম, এভাবে বলো না একটা রুটিনে অন্তর্ভুক্ত হও এবং ভালোভাবে পড়। টেস্টে বেশি পেলেই যে ফাইনালেও পাবে তা ঠিক এমন নয়। সে তখন মুখমণ্ডল কুচকিয়ে কালো করে বলল, স্যার যে কী বলেন! ফাইনালে কমপক্ষে ১০০ নম্বর বৃদ্ধি করা আমার জন্য কোনো ব্যাপার না। যাহোক তাকে বুঝিয়ে সেদিন বিদায় নিলাম। কিন্তু পরদিন থেকে সে আর আমার রুটিন অনুসরণ করলো না। বাসায় পড়াতে গেলে শুনি সে নেই। কোথায়? মা বা ছোট বোন বলে ঐ মামার বাসায়, নানার বাসায়, বান্ধবীর বাসায়, খালার বাসায় বেড়াতে গিয়েছে। এভাবে

তালগোল পাকিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ। তারপর এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল ঐ শিক্ষার্থী ৭০০ নম্বরের কম পেয়ে প্রথম বিভাগ অর্জন করেছে আর ঐ প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী ছাত্রী যে টেস্ট পরীক্ষায় ৭৩৫ নম্বরের মতো পেয়েছিল সে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে ঐ বছর মেধা তালিকায় নবম স্থান অর্জন করেছে। এ বিষয়টি আজও আমার মনে দাগ কাটে। আগামীদিনের শিক্ষার্থীদের এমন অশুভ অবস্থা থেকে মুক্ত রাখতেই এ লেখা এখানে সংযোজন করে দিলাম।

## ০৮.১০. পরীক্ষার রুটিন প্রাপ্তির পর রিভিশন প্রস্তুতি

পরীক্ষার রুটিন পাওয়ার পর পরীক্ষার্থীদের যা করণীয় তা হলো : পত্রিকা থেকে রুটিন সংগ্রহ করে নিজ নিজ বিষয়গুলোকে কালার পেন দিয়ে হাইলাইটস করা। তারিখ, সময় ও বিষয় অনুসারে পুরো এক পৃষ্ঠায় লিখে কোন বিষয়ের মাঝে কত দিন ফাঁকা আছে আর কোন বিষয়ের আগে ফাঁকা নেই তা ভালভাবে দেখে নেয়া। তারপর প্রত্যেক বিষয়ের টেক্সট বই, নোট বই, নোট খাতা, সাজেশন ও অবজেকটিভ অংশ (কেটে ভাগ করে নিলে) সহ সবকিছু স্ব-স্ব বিষয় অনুযায়ী পড়ার কক্ষে সাজিয়ে নেয়া। কোনোভাবেই সেলফে বা টেবিলের উপর পূর্বের ন্যায় এক সাথে মেইন বই, নোট বই, নোট খাতাগুলো রাখবে না। এ সময়ের পর থেকে পড়ার কক্ষে কোনো আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবী বা সহপাঠীসহ ছোট ভাই-বোন বা যারা শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে তেমন বুঝে না এমন ছোটদেরকে পড়ার কক্ষে পরীক্ষার্থীর অনুপস্থিতিতে প্রবেশ করতে না দেয়াই উত্তম। কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে কেন। তাই এ প্রশ্নের জবাব একটি বাস্তব উদাহরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে দেয়ার চেষ্টা করছি।

গত কয়েক বছর আগে একজন মেধাবী ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। ইংরেজী পরীক্ষার আগের দিন সে তার Paragraph, Letter, Application, Essay নোট খাতাটা খুঁজে পাচ্ছে না। বাসায় হাউ-কাউ, পুরো বাসা খুঁজে হয়রান। ছোট বোনকে বকাবকি, মারামারি, ছোট বোনকে বলে আমি বলছি না আমার কক্ষে ঢুকবি না, টেবিলে কিছু ধরবি না ইত্যাদি। মা অস্থির, বাবা রেগে কঠিন। এ অবস্থায় মা আমাকে ফোন করে বলল, স্যার আপনার ছাত্রীর ইংরেজি নোট খাতাটি পাওয়া যাচ্ছে না। আমি জানতে চাইলে বলল, বাসায়

সব কয়েকবার করে খোঁজাখুজি করা হয়েছে কিন্তু নেই। এখন আপনার ছাত্রী কান্নাকাটি করছে বলেই তিনিও হাউ-মাউ করে কেঁদে দিলেন। আচ্ছা বলুন, কেইবা না কাঁদবে! একদিন পর পরীক্ষা। আজ Paragraph, Letter, Application, Essay নোট খাতা নেই। আবার এখন কেঁদেই বা কী হবে? তাছাড়া একদিনে কি সব নতুন করে মুখস্থ করা সম্ভব!

যাহোক আমি ভাবতে শুরু করলাম। হঠাৎ মনে পড়ল একটি ঘটনা। ঐ ছাত্রী তার বিদ্যালয়ে ইংরেজী ম্যাডাম এর কাছে ইংরেজি পড়ত। আমার কাছে অন্যান্য বিষয় পড়ত। একদিন আমি তার ইংরেজি নোট খাতার প্রতি আগ্রহ দেখে নোট খাতাটা হাতে নিয়েছিলাম। নোট খাতায় লেখা কয়েকটি Paragraph, Letter, Application, Essay পড়তেই আমার কাছে মনে হলো এগুলো যেন কোনো একটা বইয়ের সাথে হুবহু মিলে যায়। বাসায় এসে আমার কাছে সংরক্ষিত অনেক ইংরেজি বইয়ের একটিতে দেখতে পেলাম তা হুবহু মিলে যাচ্ছে। কিন্তু আমি তা সেদিন তাকে আর বলিনি। যেহেতু সে ম্যাডাম এর কাছে পড়ছে এবং সেখান থেকে এগুলো প্রত্যেক ক্লাসে লিখে আনছে তাই এটা ম্যাডাম এর সম্মানের দিকে তাকিয়ে বলা সমীচিন মনে করিনি। সুতরাং আমি তো জানি তার ঐ নোট খাতাটা ছিলো ঐ বইয়েরই প্রতিচ্ছবি। তখন আমি তার আম্মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, একটু ধৈর্য ধারণ করুন; আমি আসতেছি, ওকে কান্নাকাটি করে মাথা গরম করতে নিষেধ করুন। আমি আসলেই সমস্যার সমাধান হবে ইনশাআল্লাহ। তাড়াতাড়ি করে ঐ বইটা হাতে নিয়ে চলে গেলাম ওদের বাসায়। গিয়ে সান্ত্বনা দানের এক পর্যায়ে তাকে বললাম, তোমার তো ঐ নোট খাতা থেকে Paragraph, Letter, Application, Essay মুখস্থ আছে তাই না; সে বলে জ্বি স্যার। কিন্তু এখন রিভিশন দিতে না পারলে কি স্যার হবে? আমি বললাম, না তা হয়তো হবে না। যাহোক এ বইটির Paragraph, Letter, Application, Essay গুলোর দিকে একটু ভালোভাবে তাকিয়ে দেখতো তোমার পড়ার সাথে মিলে কিনা! এবার বই হাতে নিয়ে কাঁদছে আর বলছে স্যার এভাবে কি হবে! আমি বললাম, হবে দেখ না। তারপর সে প্রথমেই Essay খুলে দেখে হুবহু মিলে গিয়েছে। এতে সে অত্যন্ত অবাক হলো তারপর পর্যায়ক্রমে দেখে সব মিলছে– এভাবে পরীক্ষার আগের দিনে

একজন শিক্ষার্থীর নোট খাতা হারানোর ফলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দিয়েছি বটে কিন্তু এমন করে সমস্যার সমাধান কি দেশের অন্যান্য স্থানে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের দেয়া সম্ভব! কখনোই নয়। তাই সেদিন থেকে এ ঘটনাটি কিভাবে সকলকে সচেতন করতে লেখা যায় তা ভাবছিলাম।

এবার পাঠকদের মনে কৌতূহল থাকতে পারে ঐ শিক্ষার্থীর ফলাফল কেমন হয়েছে তা জানা বা তার চাইতেও বেশি কৌতূহল থাকতে পারে নোট খাতাটা কোথায় গেল তা জানা। হ্যাঁ, পাঠক ঐ শিক্ষার্থী তার আশানুরূপ ফলাফল অর্জন করতে পেরেছিল বলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আর নোট খাতার বিষয়টি হলো– পরীক্ষার কয়েকদিন পূর্বে তার একজন সহপাঠী ঐ নোট খাতাটা চেয়েছিল। কিন্তু সে তা তাকে দিতে সম্মত হয়নি। ফলে ঐ শিক্ষার্থী আবারও দু-তিন দিন পর ঐ বাসায় এসে ওর ঐ নোট খাতাটা লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ফলে খাতাটি পরীক্ষার পূর্ব দিনে বাসায় পাওয়া যাচ্ছিল না।

এখন কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারে আমাদের বন্ধু-বান্ধবী এমন নয়। হ্যাঁ, হতে পারে ভালো। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় কখনো রাগের বশবর্তী হয়ে কেউ যদি এমনটি করে ফেলে তাইতো এ লেখা। তাছাড়া সচেতন থাকা তো ভালো।

যাহোক পরামর্শ হলো, পরীক্ষার রুটিন পাবার পর পরই সকল বিষয়ের বই, নোট খাতা, সাজেশন পৃথক পৃথকভাবে সাজিয়ে রাখা যাতে পরীক্ষার আগের দিনে খোঁজাখুজির প্রয়োজন না হয়। কেননা যে কোনো জিনিস খোঁজাখুজি করে না পেলে টেনশন কাজ করে– যা কারোর জন্যই কাম্য নয়। এবার রুটিন অনুযায়ী যে বিষয়ের পরীক্ষার পূর্বে কোনো ফাঁকা নেই সে বিষয়সহ যেগুলোর পূর্বে শুধু একদিন ফাঁকা তা দাগাঙ্কিত করে রুটিন পাওয়ার পর থেকে পরীক্ষা শুরুর পূর্বে তিন দিন বাদ দিয়ে বাকী দিনগুলোকে বিষয়ওয়ারী ভাগ করে পড়তে শুরু করবে। আর যে বিষয়ের পূর্বে ফাঁকা নেই তা খুব ভালোভাবে রিভিশন করে শুধু কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর ও চিত্র হয়তোবা পরীক্ষার পূর্ব রাতে দেখার জন্য দাগিয়ে রাখবে। এতে এ পরীক্ষাটি ভালোভাবে দেয়া সম্ভব হবে। তারপর যে পরীক্ষার পূর্বে একদিন ফাঁকা সে বিষয়সহ যে বিষয়টি তুলনামূলকভাবে

জটিল মনে করবে তা একটু বেশি সময় দিয়ে ভালোভাবে চূড়ান্ত পর্বে রিভিশন করবে যাতে কোনোভাবেই ভালো ফলাফল অর্জনে কোনো সমস্যা না হয়। এবার পরীক্ষা শুরুর তিন দিন পূর্ব থেকে রুটিন করবে। যে পরীক্ষার আগে বেশি দিন ফাঁকা তারপর যদি কোনো বিষয়ের পরীক্ষা থাকে এমন যেখানে এক দিন ফাঁকা বা ফাঁকা নেই তাহলে সে বিষয়টি এই ফাঁকা দিনে একদিন বা দু' দিনে রিভিশন করে তারপর পুনরায় ধারাবাহিকভাবে রুটিন অনুযায়ী পরবর্তী বিষয়ের প্রস্তুতি নিবে। ইনশাআল্লাহ আশা করা যায়, এভাবে রিভিশন দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে পরীক্ষা ভালো হবে।

## ০৯. পরীক্ষার আগের দিন ও রাতে করণীয়

### ০৯.১. পরীক্ষার কেন্দ্র সম্পর্কে জানা

গ্রামে পরীক্ষা কেন্দ্র হয় থানাভিত্তিক কোনো স্কুলে বা কয়েকটি স্কুলের পরীক্ষার্থীরা মিলে এক সাথে। তেমনি শহর অঞ্চলেও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীরা মিলে একটি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়ে থাকে। তাই গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা শুরুর পূর্বেই পরীক্ষা কেন্দ্র এবং কোন্ রুমে সিট পড়েছে তা জেনে আসা জরুরী না হলেও শহর এলাকায় পরীক্ষার দিন সকালে যানজট থাকে বলে পরীক্ষা কেন্দ্রে গমনের সহজ ও যানজটমুক্ত রাস্তাসহ ভবন নম্বর, রুম নম্বর আগের দিন বিকেলে গিয়ে পরীক্ষার্থী বা অভিভাবকরা জেনে আসা উত্তম। এতে পরীক্ষার দিন পরীক্ষা হলের পরিবেশ স্বাভাবিক মনে হবে এবং সময়মত যানজটমুক্ত অবস্থায় পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌছা যাবে।

### ০৯.২. পরীক্ষার বিষয় ও সময়সূচী দেখে নেয়া

পরীক্ষার আগের দিন পরীক্ষার সময়সূচী ও বিষয় ভালভাবে দেখে নিবে। অন্যথায় পরীক্ষা এক বিষয়ের প্রস্তুতি নেয়া হবে অন্য বিষয়ের অথবা মনে হবে আগামী এত তারিখে কোনো পরীক্ষা নেই। কিন্তু আসলে রুটিন অনুসারে পরীক্ষা আছে। আবার মনে হবে কাল ব্যবসায় পরিচিতি পরীক্ষা অথচ পরীক্ষা কেন্দ্রে যেয়ে দেখা যাবে ব্যবসায় উদ্যোগ পরীক্ষা। এ অবস্থায় হায় আফসোস করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

### ০৯.৩. পরীক্ষার আগের রাতে অধিক সময় জেগে না থাকা

পরীক্ষার আগের রাতে অধিক সময় জাগ্রত থেকে পড়ালেখা না করাই উত্তম। কেননা পরিমিত ঘুম না হওয়ার ফলে পরীক্ষার সময় কারো-কারোর

ঘুমের ভাব থাকে এবং মস্তিষ্ক হয়ে পড়ে অস্থির। যা পরদিন সকালে পরীক্ষা ভালোভাবে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে দেয়। এ প্রসঙ্গে একটি বাস্তব ঘটনা মনে পড়ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। অর্গানাইজেশন বিহেবিয়ার বা সাংগঠনিক আচরণ বিধি বিষয়ের পরীক্ষার আগের রাত্রে তিনজন সহপাঠী একত্রিত হয়ে এক কক্ষে বসে পড়ছি। রাত বারটা বাজতেই আমি তাদেরকে বললাম– "দুঃখিত আমি আর পড়তে চাচ্ছি না সুতরাং আমি ঘুমাতে যাব। বলতেই ওরা হাসল। তবে ওরা জানে আমি কখনোই রাত বারটার পর আর সজাগ থেকে পড়তে চাই না। যেই কথা সেই কাজ ঘুমানোর প্রস্তুতি। কিন্তু ওরা দু'জন দু'পাশে বসে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পড়ছে। টার্গেট এ প্লাস পেতে হবে। মসজিদে ফজরের আযান পড়তেই ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। দেখছি একজন এক পাশে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। অন্যজন বসে বসে ঝুলছে কিন্তু হাটুর উপর পড়ার উপকরণ। আমার নড়াচড়া ও দরজা স্পর্শে শব্দ হতেই সে ঘুম থেকে জেগে ভন ভন করে আবারও পড়তে শুরু করেছে। তাকে বললাম ফ্রেন্ড, একটু ঘুমিয়ে নাও প্লিজ। প্রতি উত্তরে সে বলল, আরে না, কি যে বল! আমাকে এ প্লাস পেতেই হবে।

কাজেই পরীক্ষা দিয়ে এসে ঘুমাব। কী আর করার। সে তো নাছোড় বান্দা, ঘুমাবেই না। তাই বললাম, আমি দু'আ করছি তুমি যেন এ প্লাস পাও। যাহোক সকাল আটটা পর্যন্ত পড়ে তিনজনে মিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। পরীক্ষা শুরু হয়েছে, তিনজনের তিন কক্ষে সিট তাই পরীক্ষা শেষে বাইরে এসে একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল, ফ্রেন্ড পরীক্ষা কেমন দিয়েছি তা কিছুই বলতে পারব না।

সবশেষে ফলাফল প্রকাশ হলে দেখলাম, সে পেল ৫০ নম্বরের মধ্যে ২.৫০ নম্বর। স্যার বললেন, আমার জীবনে এমন আরেকটা খাতা কখনোই দেখিনি। একজন ছাত্র ত্রিশ পৃষ্ঠা লিখেছে কিন্তু সে কি লিখেছে কিছুই জানি না। যদি সে তার জীবনী লিখে দিত তাও না হয় তাকে কয়েকটা নম্বর দিতাম। কিন্তু এ লেখা এমনই ছিলো যে তাকে নম্বর দেয়ার জায়গা খুঁজে পেলাম না। তাই বাধ্য হয়েই তাকে ২.৫০ নম্বর দিতে হলো। সুতরাং পরীক্ষার আগের রাতে অধিক সময় জেগে পড়ার ফল কী হয়েছে তা তো

দেখতেই পারলে। অবশ্য ব্যতিক্রম থাকতে পারে তবে তার সংখ্যা অতি নগণ্য– যা উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

## ০৯.৪. ঠাণ্ডা মাথায় পরীক্ষার আগের রাতে রিভিশন

পরীক্ষার আগের রাতে পুরো বইয়ের রচনামূলক প্রশ্নোত্তর ও অবজেকটিভ রিভিশন দেয়া কঠিন। তাই পরামর্শ হচ্ছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং তুলনামূলক একটু জটিল প্রশ্নোত্তরসমূহ আগে থেকেই পুরো বই জুড়ে চ্যাপ্টার ভিত্তিক দাগিয়ে রাখা যাতে পরীক্ষার আগের রাতে অন্তত সেগুলো একবার করে রিভিশন দেয়া যায়। কোনোক্রমেই চূড়ান্ত রিভিশনের সময় মাথা গরম করা যাবে না। এতে অনেক সময় আগের পড়া বা ভালোভাবে জানা প্রশ্নোত্তরও ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পরীক্ষার আগের রাতে একদম ঠাণ্ডা মাথায় ধীর-স্থিরভাবে রিভিশন দিতে হবে।

## ০৯.৫. মোবাইল ফোন বন্ধ করে রাখা

পরীক্ষার আগের দিন থেকে পরীক্ষা পর্যন্ত পরীক্ষার্থীর মোবাইল ফোন বন্ধ করে রাখা উচিত। এ সময়ে মনোযোগের সাথে রিভিশন ও একনাগাড়ে শুধু পরীক্ষার কথা ভাবাই যৌক্তিক। কেননা এ সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বন্ধু-বান্ধবদের পক্ষ থেকে মোবাইলে কিছু খবর আসতে শোনা যায় যা রিভিশনের এ মুহূর্তে পরীক্ষার্থীর ধীর-স্থির মস্তিষ্কে দারুণভাবে বিঘ্ন ঘটিয়ে থাকে। তাই বলব, যত কিছুই হোক পরীক্ষা তো পরীক্ষাই। পরীক্ষার সময়ে পরীক্ষা দিতেই হবে। সুতরাং ছোট-খাট যা কিছুই ঘটে মোবাইল বন্ধ রেখে তা জানা ও এতে জড়িত হওয়া থেকে মুক্ত থেকে ভালভাবে পরীক্ষা দেয়া উত্তম।

## ০৯.৬. পারিবারিক ও অন্য কোনো সমস্যা না জানানো

পরীক্ষার্থীদেরকে পারিবারিক কোনো সমস্যা বা কারোর অসুস্থতার খবর পরীক্ষার এ সময়ে না জানানোই উত্তম। কেননা এতে তাদের মন ভারাক্রান্ত বা দুশ্চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়তে পারে– যা তাদের ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য প্রতিবন্ধক হতে পারে।

## ০৯.৭. খোলা বাতাসে হেঁটে বা ছাদে উঠে মন প্রফুল্ল রাখা

পরীক্ষার আগের দিন একনাগাড়ে সারাক্ষণ চেয়ার-টেবিলে বসে পড়তে থাকলে খারাপ লাগতে পারে। তাই পরামর্শ হলো, আসর নামাযের পর

মাগরিব নামাযের পূর্বে পড়ন্ত বিকেলে একটু খোলা ময়দানে বা রাস্তার পাশে হাঁটাহাঁটি করা বা যাদের বাড়ির ছাদে উঠা যায় কিছু সময় ছাদে উঠে একটু হাঁটাহাঁটি করে স্মৃতিশক্তিকে বিশ্রাম দেয়া উত্তম। এতে মন প্রফুল্ল হয়ে উঠে, মাথা ঠাণ্ডা হয়। এরপর মাগরিব নামায আদায় করে আবার চেয়ার-টেবিলে পড়তে বসলে সহজেই পড়া আয়ত্তে আসবে।

### ০৯.৮. প্রয়োজনীয় উপকরণ গুছিয়ে রাখা

পরীক্ষার আগের দিন রাতে পড়া শেষে পরীক্ষা হলে যা-যা নিয়ে যেতে হবে তা গুছিয়ে রাখা উত্তম যেমন :

০১. এডমিট কার্ড বা প্রবেশপত্র,

০২. রেজিস্ট্রেশন কার্ড,

০৩. কালো কালির ন্যূনতম তিনটি কলম,

০৪. পয়েন্টগুলোকে হাইলাইটস করার জন্য টপ স্টার পেন,

০৫. স্কেল,

০৬. কাঠপেন্সিল,

০৭. ইরেজার বা রাবার,

০৮. শার্পনার,

০৯. স্ট্যাপলার (বড় পিনের),

১০. ক্যালকুলেটর (অনুমতি সাপেক্ষে গণিত, হিসাব বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষার দিন এটি নেয়া প্রয়োজনীয়।) ইত্যাদি ট্যান্সপারেন্ট বা সব দেখা যায় এমন প্লাস্টিকের ব্যাগ বা বক্সে এক সাথে জড়ো করে রাখা উত্তম। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এডমিট কার্ড ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড অবশ্যই ফটোকপি করে বাসায় সংরক্ষণ করবে। আর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও রোল নম্বর মুখস্থ করে নেয়ার চেষ্টা করবে। কলমগুলো আগে ক্রয় করে একটু একটু করে লিখে গতিশীল করে নেয়ার চেষ্টা করবে, যাতে পরীক্ষার হলে লিখতে যেয়ে সমস্যা না হয়।

### ০৯.৯. রুচিসম্মত ও পরিমিত খাবার খাওয়া

পরীক্ষার আগের দিন থেকে পরীক্ষার্থীকে ভারী খাবার বলে পরিচিত বিরানী, হালিম, হাঁসের গোস্তসহ অন্য যে কোনো প্রকারের গোস্ত, অতিরিক্ত ঝাল

জাতীয় কোনো তারকারি অথবা পরীক্ষার্থীর পছন্দনীয় নয় এমন কোনো খাবার না খাওয়ানোই উত্তম। অন্যদিকে আগামীকাল তোমার পরীক্ষা তাই একটু বেশি করে খাও এমন বলে আদর করে তাদেরকে চাচা, মামা, খালা, খালু কর্তৃক বেশি খাওয়ানোও অনুত্তম।

### ০৯.১০. অহেতুক পেরেশানিতে না রাখা

পরীক্ষার নিকট অতীত দিনগুলোতে কোথাও কোথাও দেখা যায়, পরীক্ষার্থীদেরকে পিতা-মাতার নির্দেশ অনুসারে মহাব্যস্ত করে রাখতে। যেমন বলা হয়, 'তোর পরীক্ষা কাজেই একটু দাদার বাড়ি, নানার বাড়ি, দুলাভাইয়ের বাড়ি দু'আ আনতে যা' আবার কোথাও কোথাও দেখা যায় পরীক্ষার এক দু'দিন পূর্বে বাসায় মিলাদ ও দু'আ অনুষ্ঠান করতে, পরীক্ষার আগের রাতে বাসায় মামা, খালা-খালুর আগমনে বিশেষ খাবারের আয়োজন করতে– যা হয়তো না করাই ভাল। আমি এখানে নিকট আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে দু'আ আনার বিরোধিতা করছি না। তাদের দু'আ অবশ্যই প্রয়োজন আছে কিন্তু ঠিক পরীক্ষার এক দু'দিন আগে তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার নামে পেরেশানীতে পরীক্ষার্থী যেন অসুস্থ হয়ে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখার জন্যই একথাগুলো এভাবে লিখেছি মাত্র।

## ১০. পরীক্ষার দিন সকালে করণীয়

### ১০.১. সালাত বা অন্যান্য মতাবলম্বীদের প্রার্থনা

পরীক্ষার দিন ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠে প্রতিদিনকার মতো মুসলিম হলে ফজর সালাত আদায় করে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা আর অন্যান্য মতাবলম্বী হলে তাদের নিয়ম অনুযায়ী মহান স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করা উত্তম। তারপর কিছুক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় দেখে নিবে। এভাবে মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পূর্বে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা দু'রাকাত নফল সালাত আদায় করে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

### ১০.২. প্রয়োজনীয় উপকরণ চেক করে টেবিলের এক পাশে রাখা

পরীক্ষার দিন সকালেই পরীক্ষার হলে যা-যা নিয়ে যেতে হবে তা পুনরায় চেক করে সাজিয়ে রাখা ভালো। এতে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো বিড়ম্বনা বা অস্থিরতার মধ্যে পড়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

## ১০.৩. পছন্দ অনুযায়ী হালকা খাবার

পরীক্ষার দিন সকালে পরীক্ষার্থীর পছন্দ অনুযায়ী হালকা খাবারের ব্যবস্থা করাই ভাল। কোনোক্রমেই অত্যধিক পীড়াপীড়ি করে প্রচুর খাওয়ানো ঠিক নয়। এতে পরীক্ষার স্বাভাবিক চাপের ফলে পরীক্ষার্থীর বমি-বমি ভাব বা বমিও হতে পারে। অধিকন্তু এ ধরনের খাবারের ফলে পরীক্ষার্থীর মাঝে অস্বস্তি লাগতে পারে– যা অনাকাঙ্ক্ষিত।

## ১০.৪. উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা

যে কোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাদের স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম সম্বলিত ড্রেস পরিধান করে পরীক্ষার হলে যাওয়াই উত্তম। অন্যথায় সুযোগ থাকলে ঢিলেঢালা ও আরামদায়ক পোশাক পরিধান করা যেতে পারে। কোনোক্রমেই টাইটফিট প্যান্ট, জামাসহ এমন কিছু পরিধান করা উচিত নয়। কেননা এমন পোশাক একনাগাড়ে ন্যূনতম তিন থেকে চার ঘণ্টা পরিধান করে থাকায় অস্বস্তি র দিকে ঠেলে দিতে পারে; নতুন জুতা পায়ে দেয়া ঠিক নয় এতে পায়ে ব্যথা অনুভব হতে পারে। আর এসব কারণে পরীক্ষায় লেখা বিঘ্ন ঘটতে পারে।

## ১০.৫. প্রয়োজনীয় কার্যাদি শেষ করা

বাসা থেকে পরীক্ষা হলে যাওয়ার পূর্বেই গোসল ও টয়লেটসহ প্রয়োজনীয় কার্যাদি শেষ করে নেয়া উত্তম। সেই সাথে পরামর্শ হলো পরীক্ষার দিন সকালে কম পানি পান করা যাতে বারবার টয়লেটে যেতে না হয়। কারণ এতে পরীক্ষার নির্ধারিত সময় অপচয় হওয়ার পাশাপাশি পরীক্ষারও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

## ১০.৬. দূরত্ব বুঝে বাসা থেকে আগে বের হওয়া

পরীক্ষার্থীরা যদি গ্রামের হয় তাহলে পরীক্ষার্থীর অবস্থান এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের দূরত্ব সেই সাথে মাঝপথে যদি পাবলিক যানবাহন ব্যবহার করতে হয় তাহলে অবশ্যই পরীক্ষার প্রথম দিন সকাল ৮.৩০ টার মধ্যে বাসা থেকে বের হবে। পাশাপাশি শহর অঞ্চলে ব্যক্তিগত যানবাহন দিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও ঐ সময়ের মধ্যে বের হতে হবে। কারণ সমগ্র দেশব্যাপী পরীক্ষার্থীরা ৯.৩০ টার মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছার চিন্তা আর প্রথম দিনে একজন পরীক্ষার্থীর সাথে দু'জন/তিনজন যাওয়া ইত্যাদি মিলে রাস্তায় মানুষজটসহ যানজট ঘটা স্বাভাবিক।

তাই পরামর্শ হলো, যে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন পরীক্ষার দিন অবশ্যই ৯.৩০ টার মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রের পাশে পৌঁছে যাওয়া ভালো। তাছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রের পাশে এসে নোটিশ বোর্ড দেখে রোল নম্বর অনুযায়ী যে কক্ষে সিট পড়েছে সে কক্ষের পাশে কক্ষের দরজা খুলে দেয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম। এতে পরীক্ষার্থীর মাঝে মানসিক স্বস্তি ও ধীর-স্থিরতা ফিরে আসে, যা ঠাণ্ডা মাথায় পরীক্ষা দেয়ার জন্য সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

## ১১. পরীক্ষার হলে যাওয়ার সময় করণীয়

ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা হলে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় শান্ত, সুন্দর ও উৎফুল্ল মন নিয়ে সুন্দরভাবে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। পছন্দনীয় হালকা খাবার খেয়ে সুন্দর ও ঢিলেঢালা শার্ট-প্যান্ট ও জামা পরিধান করে হাত ঘড়িটি হাতে দিয়ে নিবে। তারপর যা করবে তা হলো :

### ১১.১. পকেটে কোনো কাগজপত্র না রাখা

পরীক্ষার হলে যাওয়ার সময় ছাত্ররা তাদের শার্ট-প্যান্ট ও ছাত্রীরা তাদের জামার পকেট চেক করে শুধু টাকা ছাড়া অন্য যে কোনো কাগজপত্র বাসায় রেখে যাবে অথবা ফেলে দেয়ার মতো হলে ফেলে দিবে।

কেননা অনেক সময় দেখা যায় ছাত্র-ছাত্রীদের পকেটে ভিজিটিং কার্ড, (চাচা, মামা, খালু, বড় ভাইয়ের বন্ধুসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা উপলক্ষ্যে বাসায় বেড়াতে এসে দেয় তাদের পরিচিতিমূলক ভিজিটিং কার্ড, শার্ট-প্যান্ট তৈরি করতে টেইলার্সে যাওয়ার পর তাদের প্রতিষ্ঠানের ভিজিটিং কার্ড ইত্যাদি) বিভিন্ন উপকরণ ক্রয়ের ক্যাশ মেমো, টেইলার্সের দেয় রিসিড, বাসে চলাচলের টিকেট, কোনো আত্মীয়-স্বজন বা স্যারের ফোন নম্বর লেখা সম্বলিত কাগজ ইত্যাদি থাকতে দেখা যায়। যা বহন করে পরীক্ষা হলে প্রবেশ নিষিদ্ধ। পরীক্ষা হলের নিয়ম ও বিধি-বিধান অনুযায়ী যে কোনো ধরনের কাগজপত্র (হাতের লেখা, ফটোকপি ও ছাপানো কাগজ) বহন করা নিয়ম বহির্ভূত।

### ১১.২. মানি ব্যাগ ও মোবাইল ফোন না রাখা

ছাত্র-ছাত্রীরা এইচএসসি পর্যন্ত মানি ব্যাগ ও মোবাইল ফোন ব্যবহার না করাই উত্তম। তাছাড়া তারা পিতা-মাতা ও অভিভাবকের কাছ থেকে যে

পরিমাণ টাকা পেয়ে থাকে তাতো তাদের একান্তই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত ও হালকা নাস্তা খাওয়ার উপযোগী। সাধারণত সকালে তারা কিছু টাকা পায় বিকেলে বাসায় ফিরে আসতে যেয়ে তা শেষ হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাদের মানসম্মত মানি ব্যাগ ক্রয় করার জন্য যে পরিমাণ টাকা দরকার তার যোগান একদিকে যেমন নেই অন্যদিকে পিতা-মাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে মানি ব্যাগ ক্রয় করা হলে নির্দিষ্ট খাতে যে ঘাটতি হবে সেদিকেও ছাত্র-ছাত্রীদের খেয়াল রাখা উচিত।

আর মোবাইল ফোন তো ছাত্র-ছাত্রীদের এ বয়সে না থাকাই উত্তম। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখা সংক্রান্ত বিষয়ে স্যার ও সহপাঠীদের সাথে জরুরী কথা বলার প্রয়োজন হলে পিতা-মাতার ফোন দিয়ে কথা বলা যেতে পারে। যাহোক তারপরও বলছি যে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মানি ব্যাগ ও মোবাইল ফোন থাকবে তারা অন্তত পরীক্ষা হলে প্রবেশ করার সময় তা পকেট থেকে বের করে আপনজনদের কাছে রেখে যাবে। আর বাসায় না রেখে গেলে পরীক্ষা হলে প্রবেশ করার পূর্বক্ষণে পিতা-মাতা বা সাথে যারা থাকবে তাদের হাতে রেখে যাবে। কোনোভাবেই পরীক্ষা হলের নিয়ম অনুযায়ী এ দু'টি জিনিস পরীক্ষার্থীর সাথে রাখা আইনসম্মত নয়। এ বিষয়গুলো পরীক্ষার্থীরা অবশ্যই ভালোভাবে পরীক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে খেয়াল রাখবে।

## ১১.৩. পিতা-মাতা ও উপস্থিত মুরুব্বিদের সালাম পেশ

ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে বাসা থেকে বের হওয়ার পূর্বক্ষণে পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানীসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও শিক্ষকের প্রতি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সালাম পেশ ও দু'আ কামনা করবে। অবশ্যই সবাইকে সুন্দরভাবে বলে যাবে। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় সেটি হলো, আমাদের দেশে কোনো কোনো অঞ্চলে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করার রীতি প্রচলন রয়েছে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরামর্শ হলো, বসে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করবে। এটা ইসলামী শরীয়াত অনুযায়ী না-জায়িয নয়। তবে মুখে শব্দ করে সুন্দরভাবে স্পষ্ট ভাষায় "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলেও সালাম পেশ করা যেতে পারে।

এক্ষেত্রে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা জায়িয কি জায়িয নয়, মুখে হাত দিয়ে সালাম করা এমন না তেমন ইত্যাদি বিষয়ে কোথাও-কোথাও কিছু

মতবিরোধ থাকলেও তা ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে আলোচনা না করাই উত্তম। বরং দাদা-দাদী ও নানা-নানীর পছন্দ অনুযায়ী সালাম করে যাওয়াই উত্তম। এতে সবাই তাদের পরীক্ষা হলে প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে সকল প্রশ্নোত্তর মনে থাকা ও সুন্দরভাবে উত্তরপত্রে উত্তর লিখতে পারার জন্য দু'আ করে থাকে।

## ১১.৪. পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় বাসা বা ঘর থেকে বের হওয়ার নিয়ম

ছাত্র-ছাত্রীরা পিতা-মাতা ও তাদের পরীক্ষা উপলক্ষ্যে বাসা বা ঘরে উপস্থিত আত্মীয়-স্বজনদের সালাম করার পর আদর্শিক নিয়ম-নীতি ও প্রচলিত রীতি-নীতি মেনে বাসা বা ঘর থেকে বের হবে। এবার মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

"বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।" অর্থাৎ "আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, আল্লাহর ছাড়া রোধ করা ও কল্যাণ হাসিল করার শক্তি কারো নেই।" (আল হাদীস, জামে আত তিরমিযী, অধ্যায় : আবওয়াবুদ দাওয়াত, হাদীস নং-৩৩৬০, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২৮-১২৯, বিআইসি)

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘর থেকে বাহিরে যাওয়ার জন্য বের হতেন তখন বলতেন : "আল্লাহর নামে, আমি ভরসা করলাম আল্লাহর উপর। হে আল্লাহ! আমার পদস্খলন থেকে কিংবা পথভ্রষ্টতা থেকে কিংবা অত্যাচার করা থেকে অথবা অত্যাচারিত হওয়া থেকে অথবা অজ্ঞতাবশত কারো প্রতি অশোভন আচরণ থেকে বা আমাদের প্রতি কারো অজ্ঞতা প্রসূত আচরণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।" (আল হাদীস, জামে আত তিরমিযী, অধ্যায় : আবওয়াবুদ দাওয়াত, হাদীস নং-৩৩৬১, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২৯, বিআইসি)

উল্লিখিত দু'আ পাঠ করে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ধর্ম অনুযায়ী প্রার্থনা করে প্রথমে ডান পা দিয়ে বাসা বা ঘর থেকে বের হবে। আর এভাবেই বাসা বা ঘর থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে গেলে আশা করা যায়, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বিশেষ রহমতে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা আশানুরূপ হবে। তারা তাদের চেষ্টা ও চর্চা অনুযায়ী ভালো ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে।

# ১২. পরীক্ষার হলে করণীয়

## ১২.১. পরীক্ষা হলে প্রবেশ ও সিটে বসা

প্রথম দিন পরীক্ষা শুরুর ন্যূনতম পনের মিনিট পূর্বে নির্ধারিত হলে প্রবেশ ও নিজ রোল নম্বর অনুযায়ী সিটে বসা বোর্ডের নিয়ম। তারপরই নিজস্ব বেঞ্চ এর নিচে আশেপাশে কোনো কাগজ আছে কিনা তা দেখে থাকলে হাতে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিবে। বেঞ্চ নড়াচড়া করে কিনা তা দেখে নিবে। যদি নড়াচড়া করে তাহলে বেঞ্চের পায়ের নিচে কোনো কিছু দিয়ে বেঞ্চের নড়াচড়া পরীক্ষা শুরুর পূর্বেই বন্ধ করে দিবে।

## ১২.২. পরীক্ষার হলে শিক্ষকের নির্দেশনা শোনা

পরীক্ষা শুরুর পূর্বে পরীক্ষা হলের নির্ধারিত পরিদর্শকবৃন্দ পরীক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। যা প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর কল্যাণেই মনোযোগসহকারে শ্রবণ করা আবশ্যক।

# ১৩. উত্তর পত্র বা খাতে হাতে পেয়ে করণীয়

## ১৩.১. উত্তর পত্রে যথাযথভাবে সবকিছু পূরণ করা

পরীক্ষা হলে প্রশ্নপত্র দেয়ার আগেই ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তর পত্র দেয়া হয়। এ সময় উত্তর পত্র ভালোভাবে দেখে নিবে। উত্তর পত্র যেন ভিতরে কাটাছেঁড়া, ময়লা, সেলাইবিহীন, নম্বরবিহীন, ভাঁজ পড়া বা ডবল কভার এমন না হয়। যদি কোনো পরীক্ষার্থীর উত্তর পত্রে এমন কোনো সমস্যা পাওয়া যায় তাহলে তখনই খাতা পরিবর্তন করে নিবে।

উত্তর পত্রের কভার পৃষ্ঠার OMR (Optical Mark Reader) শীট-এর তিনটি অংশ। প্রথম অংশটি পরীক্ষার্থী পূরণ করবে। এ অংশে পরীক্ষার বছর, নিজ বোর্ডের নাম, পরীক্ষার নাম, রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও বিষয় কোর্ড ইত্যাদি অত্যন্ত সচেতনভাবে লিখে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বৃত্ত ভালোভাবে ভরাট করবে।

এ ক্ষেত্রে বৃত্ত কালো কালির কলম দ্বারা ভরাট করবে। কখনও বৃত্ত ভরাট করতে ভুল মন খারাপ বা ঘাবড়িয়ে যাবে না। অর্থাৎ সঠিক সংখ্যা ভরাট না করে অন্য সংখ্যা ভরাট, এক লাইনের বরাবর নিচে ভরাট না করে পাশের

লাইনের ঐ বৃত্ত ভরাট ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভুল হলে আবারও সঠিক সংখ্যাটি বরাবর বৃত্ত ভরাট করে দিবে। এতে এক লাইনে একাধিক বৃত্ত ভরাট হলেও সমস্যা নেই। এ ক্ষেত্রে উত্তর পত্র পৃথকভাবে যাচাই করা হবে। তবে ভুল হয়ে গিয়েছে এরপর তা আর সংশোধন করলে না এমন যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবে। অবশ্যই সঠিক বৃত্তটি ভরাট করে দিবে।

## ১৩.২. উত্তর পত্রে লেখার নিয়ম জানা

উত্তর পত্র হাতে পেয়ে উত্তর পত্রের কভার পৃষ্ঠা বা প্রচ্ছদে সব কিছু লেখার পর যা-যা করতে হবে তা হলো :

❖ উত্তর পত্রের নির্ধারিত স্থানে মার্জিন দিয়ে লেখা শুরুর বিষয়টি মাথায় রাখবে।

❖ উত্তর পত্রের কভার পৃষ্ঠা ও শেষ পৃষ্ঠা ব্যতীত পুরো খাতা জুড়ে উভয় পৃষ্ঠা ব্যতীত পুরো খাতা জুড়ে উভয় পৃষ্ঠাতেই উত্তর লিখতে হবে।

❖ উত্তর পত্রে কোথাও কোনো অসৌজন্যমূলক মন্তব্য পা পাস করিয়ে দেয়ার জন্যে কোনো অনুরোধ লেখা যাবে না।

❖ উত্তর পত্রের ভিতরে কোথাও পরীক্ষার্থীর নাম, পিতার নাম, স্কুল, কলেজ বা মাদ্‌রাসার নাম, কেন্দ্রের নাম, রোল নম্বর, রেজিষ্ট্রেশন নম্বর, মোবাইল বা টেলিফোন নম্বর, বাসা নম্বর ইত্যাদি লেখা যাবে না। যদি কোনো পরীক্ষার্থী এমন কিছু লিখে বা কোনো বিশেষ চিহ্ন যা উত্তর পত্রটিকে কোনোভাবে বিশেষায়িত করে এমন কিছু উত্তর পত্রে দেয় তাহলে উত্তর পত্র বাতিল হয়ে যাবে।

❖ কোনো প্রশ্নের উত্তর খাতার পাতার দুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত লেখা হলে তার নিচে নতুন কোনো প্রশ্নের উত্তর লেখা শুরু না করে পরের পৃষ্ঠা তথা নতুন পৃষ্ঠায় লেখা শুরু করতে হবে।

❖ প্রশ্নের অতিরিক্ত কোনো উত্তর লেখা যাবে না। পরীক্ষার্থীরা তাই প্রশ্নের প্রতি খেয়াল রেখে উত্তর লেখার চেষ্টা করবে।

❖ উত্তর লেখার সময় ভুল করে খাতার কোনো পৃষ্ঠা ফাঁকা থেকে গেলে তা দেখা মাত্রই লম্বভাবে একটি দাগ দিয়ে কেটে দিতে হবে।

❖ পরীক্ষায় সকল প্রশ্নের উত্তর লেখার চেষ্টা করতে হবে প্রয়োজনে উত্তর সংক্ষিপ্ত করে হলেও পূর্ণ নম্বর উত্তর প্রদান করার চেষ্টা করবে।

## ১৩.৩. উত্তর পত্রে মার্জিন ও অন্যান্য নির্দেশনা দেয়া

উত্তর পত্রে মার্জিন করা ভাল রেজাল্টের সহায়ক। তাই উত্তর পত্র পাবার পর উপরের পৃষ্ঠার সবকিছু নির্দেশনা অনুযায়ী সমাপ্ত করে যে কাজটি করা উত্তম সেটি হলো পিনের গোঁড়া বরাবর পুরো উত্তর পত্রের বাম পাশে চিকন করে স্থায়ী ভাঁজ দিয়ে নেয়া। তারপর উপরে দেড় ইঞ্চি, বাম পাশে এক ইঞ্চি, ডান পাশে হাফ ও নিচে হাফ ইঞ্চি দাগ দিয়ে বক্স করে নেয়া যেতে পারে। তবে পূর্বে থেকে প্রাকটিস করা না থাকলে উপরে ও বাম পাশে মার্জিন দেয়াই উচিত। অন্যথায় সময় অনেক বেশি লাগবে। অবশ্য যারা অত্যন্ত মেধাবী, ভাল ফলাফল অর্জনের প্রত্যাশী তারা তো সুন্দরভাবে খাতা মার্জিন দিতে পারাই উচিত। তবে মনে রাখবে, খাতায় উপরে ও বাম পাশে মার্জিন দেয়ার পর ডান পাশে ও নিচে অদৃশ্য মার্জিনের মতো হাফ ইঞ্চি পরিমাণ অংশ সোজাসুজি ফাঁকা রেখে লিখতে পারা উত্তম। কিন্তু মার্জিন দেয়ার বিপরীতে উত্তর পত্র কোনোভাবেই ভাঁজ করা যাবে না– এ বিষয়টি মাথায় রাখবে, অন্যদিকে মার্জিনের বাইরে কোনো কিছু না লিখাই উত্তম।

যাক তারপর উত্তর পত্রের উপর দিকে মার্জিনের উপরে ডান পাশে শুধু English বিষয়ক পরীক্ষার খাতায় Page 01 of 02, Page 02 of 03, Page 03 of 04 লেখা উত্তম। আর অন্যান্য সব পরীক্ষার উত্তর পত্রে পৃষ্ঠা ০১ লিখে একটি ডেস চিহ্ন দিয়ে ফাঁকা অর্থাৎ 'পৃষ্ঠা নং ০১-' লিখে পরবর্তী পৃষ্ঠায় 'পৃষ্ঠা নং ০২', 'পৃষ্ঠা নং ০৩', 'পৃষ্ঠা নং ০৪' এভাবে লিখা উত্তম। উত্তর পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠা নং ০১- রাখা হয়েছে এ কারণে যে পুরো পরীক্ষা শেষে উত্তর পত্রটি যদি হয় ৪০ পৃষ্ঠা তাহলে প্রথম পৃষ্ঠায় উপরে 'পৃষ্ঠা নং ০১-৪০' লিখে দেয়া উত্তম। এতে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বা দুর্ভাগ্যের জালে পড়ে খাতার কোনো অংশ ছুটে পৃথক হয়ে গেলে নম্বরের কারণে এ পৃথক অংশটি কোন্ খাতার অংশ তা হয়তো নির্দিষ্ট করা সম্ভব হবে। আর এতে সৌভাগ্যক্রমে পরীক্ষার্থী দুর্ভাগ্যের জাল থেকে মুক্তি পেতে পারে।

তারপর উত্তর পত্রের নিচে মার্জিনের বাইরে ডান পাশে শুধু English 1st & 2nd Paper-এর ক্ষেত্রে 'Continued' লিখে পরের পৃষ্ঠার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া উত্তম। ঠিক এভাবে পরের পৃষ্ঠাগুলোতে পুরোটা না লিখে সংক্ষিপ্ত

আকারে 'Cont. ...' লিখে দেয়া যেতে পারে। তবে মনে রাখবে, কনট (Cont.) লিখে ডট (.) লিখার পর একটু দূরে অর্থাৎ এক স্পেস বুঝায় এমন দূরে তিনটা চিহ্ন (...) যা গতিশীল অর্থবোধক তা প্রদান করা উত্তম। অবশ্য এখানে পূর্বে P.T.O লেখার প্রচলন ছিলো। তাও সঠিক কিন্তু ব্যতিক্রম অথচ উন্নত এমন কিছু করার দরকার বলেই 'Cont. ...' লিখতে বলেছি। তবে এ নির্দেশনা পুরো উত্তর পত্রে সব কয়টি পৃষ্ঠায় প্রশ্ন পাবার আগেই দেয়া দরকার নেই। কেননা যদি এমন হয় লেখা শেষ পনেরতম পৃষ্ঠায় আর নিচে দেয়া আছে 'Cont. ...' তাহলে তা নীতিগত ভুল বলে প্রতীয়মান হবে। এতে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর প্রতি বিরক্ত হতে পারেন। এবার অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে ঠিক একই জায়গায় 'চলমান' লিখে দেয়া উত্তম। এভাবে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হাতে পাবার পূর্বেই উত্তর পত্রে মার্জিন, পৃষ্ঠা নম্বর ও লেখার নির্দেশনা ইঙ্গিত সব পৃষ্ঠায় দিয়ে উত্তর পত্রকে সুন্দর করে পরীক্ষকের দৃষ্টি আকষর্ণের উপযোগী করা যেতে পারে।

## ১৪. প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে করণীয়

### ১৪.১. প্রশ্নপত্র ভালোভাবে পড়া

প্রশ্নপত্র হাতে পাবার পর প্রথমেই প্রশ্নের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগসহকারে পড়বে। প্রশ্নপত্রে বিশেষ নির্দেশ থাকলে তা খেয়াল করে পড়তে হবে। কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তর বাধ্যতামূলক এবং কোনো কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে একটার বদলে অন্যটির উত্তর প্রদান করা যাবে তা ভালোভাবে লক্ষ্য করতে হবে। যেমন : প্রশ্নপত্রে উল্লেখ আছে ০৭ নং প্রশ্নসহ যে কোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। এক্ষেত্রে ০৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই প্রদান করতে হবে। বাকী অংশ থেকে যে কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হবে।

আবার কোনো প্রশ্নে 'অথবা' থাকলে দু'টির মধ্যে যে কোনোটির উত্তর করা যাবে। অনেক সময় প্রশ্নপত্রে এরূপ নির্দেশ থাকতে পারে, 'ক বিভাগ থেকে ২টি', 'খ বিভাগ থেকে ৩টি' প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হলেও 'ক বিভাগ থেকে ২টি' ও 'খ বিভাগ থেকে ৩ টি' উত্তর করতে হবে।

আবার অনেক সময় প্রশ্নপত্রে এরূপ নির্দেশ থাকতে পারে, প্রতি বিভাগ থেকে ২টি সহ মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর কর। এক্ষেত্রে যদি প্রশ্নপত্রে ১০টি প্রশ্ন থাকে এবং প্রতিটি বিভাগে ৫টি প্রশ্ন থাকে তাহলে ক বিভাগ থেকে ২টি উত্তর করে বাকী সব খ বিভাগ থেকে করা যাবে অথবা খ বিভাগ থেকে ২টি উত্তর করে বাকী সব ক বিভাগ থেকে উত্তর প্রদান করা যাবে।

তাই প্রশ্নপত্র পাবার পর ঠাণ্ডা মাথায় দ্রুত এসব বিষয় চিন্তা করে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এবার দ্রুত উত্তরপত্রে উত্তর লেখার প্রস্তুতি নিবে।

### ১৪.২. অধিক নম্বর পাওয়ার উপযোগী প্রশ্ন নির্বাচন করা

পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে মনোযোগ সহকারে পড়ার পর খুব দ্রুত যে বিষয়টি মাথায় আনবে সেটি হলো কোন্-কোন্ প্রশ্নের উত্তর লিখা উত্তম হবে, কোন্ প্রশ্নের উত্তর লিখলে অধিক নম্বর পাওয়া যাবে ইত্যাদি।

সাধারণত যে সকল প্রশ্নগুলো সবার কাছে কমন, যে সকল প্রশ্নের উত্তরে কোনো তথ্য ও তত্ত্ব সংযোজন করার সুযোগ নেই, চিত্র অঙ্কন করার প্রয়োজন নেই, উত্তর ছোট, হুবহু বই থেকে খুব বেশি কিছু লিখা যাবে না, সে রকম প্রশ্নের উত্তর লিখলে নম্বর বেশি পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

পক্ষান্তরে যে সকল পরীক্ষার্থীরা প্রশ্ন পড়ে সবার কাছে কমন নয় অর্থাৎ একটু জটিল, তথ্য ও ডাটা সমৃদ্ধ চিত্র (হয়তো অঙ্কন করা যেতে পারে) সম্বলিত, সুন্দরভাবে উত্তর উপস্থাপন করার যোগ্য প্রশ্নোত্তরগুলো উত্তর পত্রে লিখে থাকে তারা অধিক নম্বর পাওয়ার উপযোগী হয়ে থাকে। তাই মেধাবী ও ভালো ফলাফল অর্জনের প্রত্যাশী পরীক্ষার্থীরা এমন প্রশ্নগুলো নির্বাচন করে উত্তর লিখতে চেষ্টা করবে।

## ১৫. উত্তর পত্র বা খাতায় বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর লেখার নিয়ম

### ১৫.১. বাংলা ১ম পত্র

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা হওয়ায় 'বাংলা ১ম পত্র' বিষয়টি আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তেমন গুরুত্ব বহন করে না। ছাত্র-ছাত্রীরা এ বিষয়টি বাসায়

পড়বে বলে তেমন পড়ে না। এ বিষয়ে কখনো প্রাইভেটও পড়ে না। এভাবে বাসায় পড়ালেখার রুটিনেও এ বিষয়টির প্রতি ভিন্ন দৃষ্টি পেশ করা হয়। অবশ্য সৃজনশীল পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীরা একটু সচেতন হয়ে পড়ালেখা করলে এ বিষয়ে অধিক নম্বর অর্জন তাদের জন্যে অনেক সহজ হয়ে থাকে।

এখানে প্রথমেই সৃজনশীল প্রশ্নের রচনামূলক/Subjective অংশের প্রশ্নোত্তর লেখার কৌশলসমূহ উপস্থাপন করা হলো :

■ সৃজনশীল পদ্ধতিতে বাংলা ১ম পত্রের গল্প, কবিতা ও উপন্যাসের ভাব (Theme)-এর আলোকে একটি মৌলিক উদ্দীপক এবং চারটি সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন থাকবে। এভাবে ক বিভাগে গদ্য, খ বিভাগে পদ্য ও গ বিভাগে উপন্যাস অর্থাৎ তিনটি বিভাগে মোট নয়টি প্রশ্ন থাকবে। তোমরা প্রত্যেক বিভাগ হতে দু'টি করে মোট ছয়টি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবে।

■ সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রতিটি প্রশ্নের মোট চারটি অংশ (জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতামূলক) মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন হয়ে থাকে। আর একটি প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্যে সময় নির্ধারিত হলো ১৮টি মিনিট।

■ সৃজনশীল পদ্ধতিতে যেহেতু চারটি অংশ মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন হয় তাই প্রত্যেক অংশের প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় প্রতিবার প্রশ্নের নম্বর এভাবে লিখবে। যেমন–

০১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর লিখতে উত্তরপত্রে যা উল্লেখ করবে তা হলো– ১নং প্রশ্নের উত্তর (ক), ১নং প্রশ্নের উত্তর (খ), ১নং প্রশ্নের উত্তর (গ), ১নং প্রশ্নের উত্তর (ঘ) অথবা ১ এর (ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর, ১ এর (খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর উল্লিখিত দু'টি স্টাইলই গ্রহণযোগ্য। এবার পরীক্ষার্থীরা যে কোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করবে। তারপর এ লেখাগুলোর নিচে কাঠপেন্সিল দিয়ে বক্র রেখা দিয়ে দিবে অথবা ১নং প্রশ্নের উত্তর (ক) এ লেখাটুকুকে হাইলাইটস বা শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এ লেখার উপরে টপ স্টার কলম দিয়ে রঙিন করে দেয়া যেতে পারে। এতে উত্তরপত্র যেমন সুন্দর দেখাবে তেমনি পরীক্ষকের মনকেও করবে প্রফুল্লময়।

■ ১নং প্রত্রের উত্তর লেখা শুরু করলে পর্যায়ক্রমে তার চারটি অংশের উত্তর

লিখবে। অর্থাৎ জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতামূলক এই চারটি অংশের উত্তর ধারবাহিকভাবে সুন্দর করে লিখবে। মরে রাখবে ১নং প্রশ্নের জ্ঞানমূলক উত্তর লেখার পর ২নং প্রশ্নের জ্ঞানমূলক বা প্রয়োগমূলক প্রশ্নোত্তর লেখা যাবে না। তবে ১নং এর প্রয়োগমূলক প্রশ্নের উত্তর না পারলে সেটা বাদ দিয়ে তার পরের অংশের উত্তর করতে হবে।

## ■ জ্ঞানমূলক প্রশ্নের নম্বর, ধরন ও উত্তর কৌশল

জ্ঞানমূলক প্রশ্নের নম্বর-১। এর উত্তর একটি শব্দে, একাধিক শব্দে বা একটি বাক্যেও দেয়া যাবে। তবে এ স্তরের উত্তর একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে দিলে ভালো। মনে রাখতে হবে, জ্ঞানমূলক প্রশ্নে যে তথ্যটি জানতে চাওয়া হয়েছে সেটির বানান ভুল করলে উত্তর কাটা যাবে এবং এতে কোনো নম্বর পাবে না অর্থাৎ শূন্য পাবে।

## ▲ জ্ঞানমূলক প্রশ্নের ধরন ও উত্তর লেখার কৌশল

০১. জ্ঞানমূলক প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান দক্ষতা যাচাই করা হয়। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর হলো সম্পূর্ণ স্মৃতি নির্ভর।

০২. মূল বইতে উল্লেখ নেই এমন কোনো তথ্যকে কেন্দ্র করে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন হবে না।

০৩. জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তর উদ্দীপকে উল্লেখ থাকবে না। অবশ্য উদ্দীপকের অংশটুকু অবশ্যই মূল বইয়ের গদ্য, পদ্য ও উপন্যাস থেকে সরাসরি উল্লেখ করা থাকবে।

০৪. এ জাতীয় প্রশ্ন কী, কে, কখন, কোথায়, কাকে, কয়টি, কোন্‌টি ইত্যাদি প্রশ্নবোধক শব্দ দিয়ে করা হয়। তাই এ জাতীয় শব্দ দিয়ে মূল বই থেকে যেসব প্রশ্ন হতে পারে তা খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে।

০৫. এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে দিতে শিক্ষার্থীরা মূল বই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়বে এবং তথ্যমূলক অংশ বা লাইনগুলো বিভিন্ন রঙের কালির কলম (লাল, নীল, সবুজ, মেরুন, বাদামি) দিয়ে আণ্ডার লাইন করে রাখবে। যাতে পৃষ্ঠা উল্টালেই এ লাইনগুলো চোখের দৃষ্টিকে কেড়ে নিতে পারে।

০৬. মূল বইয়ের গদ্য, পদ্য, উপন্যাস ছাড়াও লেখক, কবি, উপন্যাসিকদের

পরিচিতি খুব ভালোভাবে পড়বে। তাদের জন্ম-মৃত্যু সাল, উপাধি, ছদ্মনাম, তাদের উল্লেখযোগ্য রচনা বা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম, কোন্ সালে প্রকাশিত হয়েছে, তাদের পুরস্কার, উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এবং কোন্ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তা মনে রাখতে হবে। প্রয়োজনে বিভিন্ন লেখক কবি ও উপন্যাসিকের পরিচিতিমূলক এ অংশটুকু খাতায় লিখে খুব ভালোভাবে মুখস্থ করতে চেষ্টা করবে।

০৭. গদ্য, পদ্য ও উপন্যাসের উৎস, মূল বক্তব্য এবং শব্দার্থ ও টীকা অংশ ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে।

০৮. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন অবশ্যই মূল বই থেকে হবে। এ প্রশ্ন কমন পড়ে কিনা এমন মনে করার কোনো সুযোগ নেই। কাজেই যারা মূল বই খুব ভালোভাবে পড়বে তারা অবশ্যই এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে ১ নম্বর অর্জন করতে সক্ষম হবে।

## ■ অনুধাবনমূলক প্রশ্নের নম্বর, ধরন ও উত্তর কৌশল

অনুধাবনমূলক প্রশ্নের নম্বর-২। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর এক প্যারাতে লিখা যায়। তবে দুই প্যারাতে উত্তর লেখার চেষ্টা করবে।

### ▲ অনুধাবনমূলক প্রশ্নের ধরন ও উত্তর লেখার কৌশল

০১. অনুধাবন বলতে কোনো বিষয়ের অর্থ বোঝার ক্ষমতাকে বোঝায়। এ ধরনের প্রশ্নে শিক্ষার্থীকে কোন্ বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দিতে বলা হয়।

০২. অনুধাবনমূলক প্রশ্ন উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট গদ্য/পদ্য/উপন্যাস থেকে করা হবে। কিন্তু এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পাঠ্য বইতে পাওয়া যাবে না। উত্তর ভেবে চিন্তে নিজের ভাষায় লিখতে হবে।

০৩. অনুধাবনমূলক প্রশ্ন সাধারণত কী বোঝায়? কাকে বলে? কেন এ উক্তিটি করা হয়েছে? কেন এ ঘটনা ঘটেছে? – তা ব্যাখ্যা করো বা বর্ণনা করো এ জাতীয় শব্দ দিয়ে এ ধরনের প্রশ্ন করা হবে। তাই এ জাতীয় শব্দ দিয়ে পাঠ্য বই থেকে যেসব প্রশ্ন হতে পারে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আয়ত্ত করতে হবে।

০৪. গদ্য/পদ্য/উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ লাইন, পঙক্তি উক্তি বাছাই করে সেগুলোর মর্মার্থ উপলব্ধি এবং ব্যাখ্যা করে লিখার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

০৫. উদ্দীপকটি পাঠ্য বইয়ের যে অংশ থেকে নেয়া হবে সাধারণত সেই অংশ থেকেই অনুধাবনমূলক প্রশ্নটি করা হবে, অর্থাৎ এ ধরনের প্রশ্নের ধরন ১০০%-ই মূল বই থেকে করা হবে। তাই উদ্দীপকের মূল ভাব অনুধাবন করতে পারলে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া সহজ হবে। তবে অপ্রাসঙ্গিক কথা, অপ্রয়োজনীয় তথ্য বা বাহুল্য বর্জন করে প্রশ্নের উত্তর সোজা ও সরল ভাষায় দেয়ার চেষ্টা করবে।

## ■ প্রয়োগমূলক প্রশ্নের নম্বর ধরন ও উত্তর কৌশল

প্রয়োগমূলক প্রশ্নের নম্বর-৩। ১ নম্বর জ্ঞানে, ১ নম্বর অনুধাবনে এবং ১ নম্বর প্রয়োগে। যদিও এক প্যারাতে সকল তথ্য দিয়ে উত্তর লিখলেও হবে। তবে দুই/তিন প্যারাতে উত্তর প্রদান করাই ভালো।

## ▲ প্রয়োগমূলক প্রশ্নের ধরন ও উত্তর কৌশল

০১. প্রয়োগমূলক প্রশ্নে শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার দক্ষতা যাচাই করা হয়।

০২. এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ছাত্র-ছাত্রীর নিজস্ব মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকে। তাই প্রশ্ন অনুযায়ী উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট গদ্য/পদ্য/উপন্যাসের আলোকে নতুনভাবে উত্তর প্রদান করার চেষ্টা করতে হবে।

০৩. প্রয়োগমূলক প্রশ্ন সাধারণত মিল/সাদৃশ্য দেখাও, অমিল/বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো, তুলনামূলক আলোচনা করো, এক্ষেত্রে তুমি হলে কী করতে, উদ্দীপকটি গদ্য/পদ্যের কোন্ দিকটি নির্দেশ করে ইত্যাদি প্রশ্নবোধক শব্দ দিয়ে করা হয়। আর তাই পাঠ্যবই থেকে এ রকম যত প্রশ্ন হতে পারে তার সবগুলো উত্তর ভালোভাবে পড়ে নিবে।

০৪. এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর সহজে করতে হলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট পাঠ্য বিষয়টির মূল পাঠ বা মূল ভাবটিকে ভিন্ন বাস্তব প্রেক্ষাপটে এনে সাজানোর সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

০৫. প্রয়োগমূলক প্রশ্নের উত্তর উদ্দীপক কিংবা উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট পাঠ্য বিষয়ে সরাসরি না থাকলেও বক্তব্য বিষয়টির সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতা থাকবে। তাই চিন্তিত না হয়ে প্রশ্নের উত্তরে মূল বক্তব্য ঠিক রেখে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের মতো করে উত্তর দিতে পারবে।

## ■ উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের নম্বর, ধরন ও উত্তর কৌশল

উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের নম্বর-৪। ১ নম্বর জ্ঞানে, ১ নম্বর অনুধাবনে, ১ নম্বর প্রয়োগে এবং ১ নম্বর উচ্চতর দক্ষতায়। মূলত উচ্চতর দক্ষতা মানেই একটা সিদ্ধান্তের ব্যাপার। যদি সিদ্ধান্তটি সঠিক হয় তাহলে সেটাকেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে, উদ্দীপকে প্রয়োগ করে প্রমাণ করবে যে সিদ্ধান্তটি সঠিক।

### ▲ উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের ধরন ও উত্তর কৌশল

০১. উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নে ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্যবই থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন নতুন কোন্ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত প্রদানের সক্ষমতা যাচাই করা হয়।

০২. এ জাতীয় প্রশ্নে– বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো, যাচাই করো, মূল্যায়ন করো, বিচার করো, যথার্থতা নিরূপণ করো, পরামর্শ দাও, আলোচনা করো, স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো ইত্যাদি প্রশ্নসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়।

০৩. এ ধরনের প্রশ্নোত্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য বিষয় খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে এবং তথ্য ও উপাত্ত সেট করে প্রশ্নোত্তর প্রদান করার চেষ্টা করতে হবে।

সবশেষে ছাত্র-ছাত্রীদের বলবো বাংলা সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কোনো সাজেশন তৈরি করার সুযোগ নেই। তাই এ বিষয়ে ভালো করার জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল পাঠ্য বই খুব ভালোভাবে পড়তে হবে। উত্তর নিজের থেকে বা বানিয়ে লেখার চেষ্টা করতে হবে।

উত্তর পত্রে এক পৃষ্ঠায় বাংলা বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী ১৪-১৬ লাইন লেখা নিয়ম রয়েছে। তবে ছাত্র-ছাত্রীরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন তথা ১৭ লাইন লিখবে। লেখা সুন্দর ও স্পষ্ট করতে হবে। কোনোরূপ কাটাকাটি বা ওভার রাইটিং করবে না। সকল প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে প্রদান করতে লেখা খুব দ্রুত সম্পাদন করার চেষ্টা করবে। সবশেষে রিভিশন দিয়ে সুন্দরভাবে উত্তরপত্র বা খাতা জমা দিতে পারলে আশা করা যায়, ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা ১ম পত্রে আশানুরূপ নম্বর অর্জন করতে সক্ষম হবে।

## ১৫.২. বাংলা ২য় পত্র

বাংলা ২য় পত্র বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা ১ম পত্রের মতোই নিয়মগুলো মাথায় রেখে উত্তরপত্রে লিখবে। তবে অনুবাদ, পত্র/দরখাস্ত/ভাষণ/প্রতিবেদন, ভাবসম্প্রসারণ, সারাংশ/সারমর্ম ও রচনা লিখার ক্ষেত্রে কতিপয় বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখবে। তবেই কেবল পরীক্ষকের কাছ থেকে অধিক নম্বর পাওয়ার সুযোগ লাভ করবে। এবার এ নিয়মগুলো কি কি বা কিভাবে পড়া ও লেখা প্রাকটিস করে উত্তরপত্রে লিখবে তা বিস্তারিত জানার জন্য 'পড়ালেখায় ভালো হওয়ার কৌশল' বইটি ক্রয় করবে।

মনে রাখবে ঐ বইতে উল্লিখিত নিয়মগুলো অনুসারে উত্তরপত্রে উত্তর প্রদান করলে অবশ্যই তোমরা অধিক নম্বর পাবে এবং উত্তর প্রদানও হবে বোর্ডের নিয়মভিত্তিক ও শুদ্ধ।

## ১৫.৩. English 1st & 2nd Paper

English 1st Paper & 2nd Paper বিষয়ে সকল প্রশ্নোত্তর Answer to the Q.No-00 এভাবে লিখে শুরু করা উত্তম। তারপর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লেখা শেষ করে প্রায় হাফ ইঞ্চি নীচে মাঝামাঝি অংশে তিনটি স্টার চিহ্ন (***) দিয়ে আবারও প্রায় এক ইঞ্চি নীচে Answer to the Q.No-00 দিয়ে পরের প্রশ্নোত্তরটি প্রদান করবে। ইংরেজি লেখার ক্ষেত্রে বোর্ডের নিয়ম হলো প্রতি পৃষ্ঠায় ১৬ থেকে ১৮ লাইন লিখা। তাই ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতি পৃষ্ঠায় ১৭ লাইন করে পরীক্ষার খাতায় ইংরেজি লিখবে।

০১. ইংরেজি লেখার ক্ষেত্রে প্যাচিয়ে লেখা বা অস্পষ্ট লেখা পরিহার করতে চেষ্টা করবে।

০২. অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের ছোট হাতের r (আর) লিখাটি ছোট হাতের n (এন)-এর মতো দেখায়। e (ঈ) বর্ণটি c (সি)-এর মতো দেখায়, বা c (সি) বর্ণটি দেখায় e (ঈ)-এর মতো, বড় হাতের I (আই) L (এল)-এর মতো দেখায়। ফলে শব্দের অর্থ ভিন্ন অর্থ প্রকাশক হওয়ায় পুরো বাক্যটি ভুল হয়ে যায়। তাই ইংরেজি হাতের লেখা বা উল্লিখিত বর্ণগুলো লিখায় ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক হওয়া উচিত। নতুবা ইংরেজিতে কম নম্বর পেতে হবে।

০৩. উত্তরপত্রে কাটাকাটি যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা উত্তম। শব্দের বানান ও অর্থবোধক বাক্য গঠনে সতর্ক থাকা অধিক নম্বর প্রাপ্তির অন্যতম শর্ত।

০৪. উত্তর পত্রে প্রশ্নোত্তর যথাযথভাবে লিখতে ইংরেজি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক।

## ১৫.৪. সাধারণ গণিত/উচ্চতর গণিত

গণিত পরীক্ষায় ভালো করার জন্যে অধিক প্রাকটিসের বিকল্প নেই। প্রতিদিন রুটিন অনুসারে এক থেকে দু'ঘণ্টা সময় ধারাবাহিকভাবে গণিত প্রাকটিস করবে। সাধারণত স্কুল থেকে এসে দুপুরে (মর্নিং শিফট ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য) বা বিকেলে (ডে শিফট ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য) গণিত প্রাকটিস করা উত্তম। অবশ্য রুটিন অনুযায়ী সময় পরিবর্তন হতে পারে। তবে একথা বাস্তবিক যে প্রতিদিন গণিত প্রাকটিস করলেই কেবল পরীক্ষায় পুরো নম্বরের উত্তর প্রদান করা সম্ভব হবে।

এবার গণিত/উচ্চতর গণিত বিষয়ে উত্তর পত্রে যথাযথভাবে উত্তর প্রদান করার ক্ষেত্রে কতিপয় কৌশল এখানে উপস্থাপন করা হলো :

০১. গণিতে ধারাবাহিকভাবে উত্তর প্রদান করার চেষ্টা করবে।

০২. গণিত প্রশ্নপত্রের দিকে মনোযোগের সাথে খেয়াল রেখে প্রশ্নোত্তর বা সমাধান করবে।

০৩. বীজ গণিতের চিহ্নের প্রতি খেয়াল রাখবে। গণিতের প্রশ্ন যে হুবহু মেইন বই থেকে হবে তা প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে চিহ্ন বা সংখ্যা পরিবর্তন করে প্রশ্ন প্রণয়ন হতে পারে।

০৪. গণিত সমাধান করার সময় যে লাইনে কোনো সূত্র প্রয়োগ করা হয় ঠিক সে লাইনের পাশে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে সেই সূত্রটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দেয়া উত্তম।

০৫. গণিত ধারাবাহিকভাবে লাইন বাই লাইন বা স্টেপ বাই স্টেপ সমাধান করা উত্তম। কোথাও একটি, দু'টি লাইন বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে শেষ করে Answer লিখে দেয়া ঠিক নয়। এতে পরীক্ষক খাতা মূল্যায়নে অনেক সময় বিভ্রান্তির

মধ্যে পড়েন। আবার অনেক পরীক্ষক একে অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যম মনে করে থাকেন। ফলে পুরোপুরি নম্বর প্রাপ্তি অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

০৬. গণিত খাতা ফ্রেশ রাখার চেষ্টা করবে। কোনো রকম কাটাকাটি ও ওভার রাইটিং করবে না।

০৭. গণিত সমাধান করার সময় কোথাও রাফ করার প্রয়োজন হলে তা যে লাইনে প্রয়োজন ঠিক তার ডান পাশে বরাবর রাফ করা উত্তম। তবে যদি ডান পাশে স্থান সংকুলান হবে না বলে মনে হয়, তাহলে উত্তর পত্রের শেষ পৃষ্ঠার উপরের অংশে মাঝামাঝি রাফ লিখে ঐ পাতায় সকল রাফগুলো করবে।

মনে করো, উত্তর পত্রের সকল পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে পৃষ্ঠা নং দিয়ে ঐ পৃষ্ঠার নম্বর হলো ১৯। অর্থাৎ ১৯নং পৃষ্ঠায় রাফ লেখার সিদ্ধান্ত হলো।

এবার রাফগুলো করার পদ্ধতি হলো ধরে নাও ৩ং প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রাফ প্রয়োজন হয়েছে ঠিক তার পাশে 'রাফ' লিখে (আণ্ডার লাইন দিয়ে) এর নিচে '১৯নং পৃষ্ঠা' লিখে দাও। আর ১৯ পৃষ্ঠা বা খাতার শেষ পৃষ্ঠাটি যত নম্বরই হোক না কেন সেই পৃষ্ঠায় ৩নং লিখে তার নিচে রাফটি করবে। এতে পরীক্ষক খাতা মূল্যায়ন করার সময় ০৩নং প্রশ্নের উত্তর-এর সমাধানে যে লাইনে রাফ প্রয়োজন ঠিক তার পাশে 'রাফ' '১৯নং পৃষ্ঠায়' দেখে ১৯নং পৃষ্ঠায় চলে যাবেন। এতে খাতা যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে তেমনি সকল 'রাফ ১৯নং পৃষ্ঠায়' থাকায় পরীক্ষকের ক্ষেত্রে খাতা মূল্যায়ন করা সহজ হবে। অধিকন্তু এ পদ্ধতি অবলম্বনে পরীক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করে থাকবেন। ফলে গণিতে পুরো নম্বর প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।

০৮. উপপাদ্য, সম্পাদ্য ও Extra জ্যামিতিগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে উত্তর পত্রে চিত্রসহ প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। চিত্র অবশ্যই কাঠপেন্সিল দিয়ে অঙ্কন করবে। মনে রাখবে, জ্যামিতিতে ভালো করতে না পারলে গণিতের সামগ্রিক ফলাফল খারাপ হতে বাধ্য। 'এ প্লাস' পাওয়া দুঃসাধ্য। তাই ছাত্র-ছাত্রীরা সব সময়ই জ্যামিতির ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা জ্যামিতির প্রমাণে বা চিত্র অঙ্কনে অনেক বেশি ভুল করে থাকে। এ জন্যে জ্যামিতি বেশি-বেশি করে চর্চা করা উত্তম।

০৯. ছাত্র-ছাত্রীরা জ্যামিতি অংশে প্রথমেই উপপাদ্য লিখার চেষ্টা

করবে। কেননা এতে প্রমাণ যথাযথভাবে না লিখতে পারলে কোনো নম্বর পাওয়া যায় না।

১০. এবার পরীক্ষার শেষ অংশে এসে সম্পাদ্য লেখার চেষ্টা করবে। এতে সময়ের ঘাটতি হলে শুধু সম্পাদ্যের চিত্র অঙ্কন করে দিতে পারলে এবং তা যথাযথ হলে অর্ধেক নম্বর পাবে। এতে অঙ্কন ও প্রমাণ লেখা সম্ভব না হলেও শূন্য পাবে না।

## ১৫.৫. হিসাব বিজ্ঞান

ব্যবসা শিক্ষা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের মূল বিষয় হলো হিসাব বিজ্ঞান। হিসাব বিজ্ঞানে থিওরী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংরক্ষণের নানা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে হয়। অর্থাৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন সংগঠিত লেনদেন থেকে জাবেদা, ক্রয় বই বা বিক্রয় বই, খতিয়ান নগদান বই, রেওয়ামিল ও চূড়ান্ত হিসাব তৈরি করে একটি প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসান নির্ণয় ও আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়। তাই যাদের এ বিষয়ে ভালো প্রাকটিস ও ধারণা থাকবে না তারা এ বিষয়ে পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রশ্নের উত্তর বা নম্বরের উত্তর লিখে শেষ করতে পারবে না। তাই এ বিষয়ে পরীক্ষায় ভালো করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরামর্শ হলো :

০১. হিসাব বিজ্ঞান পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে যাওয়ার সময় এডমিড কার্ড ও রেজিষ্ট্রেশন কার্ডের ফাইল বহন করার সাথে সাথে কমপক্ষে ৩টি কলম, ২টি কাঠপেন্সিল, ২টি ইরেজার, ১টি কাঠপেন্সিল কাটার মেশিন, বড় স্কেল (স্বচ্ছ বা ট্যান্সপারেন্ট হয় এমন প্লাস্টিকের স্কেল) স্ট্যাপলার, টপস্টার বা কালার কলমসহ একটি বক্স বা ব্যাগ এবং একটি ক্যালকুলেটর অবশ্যই পরীক্ষা হলে নিয়ে যেতে হবে।

০২. উত্তর পত্রে প্রথমেই থিওরী লিখবে। খুব দ্রুত থিওরী লেখা শেষ করে পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী কাঠপেন্সিল দিয়ে ছক অঙ্কন করে হিসাব বিজ্ঞানের সমাধান করতে শুরু করবে।

০৩. হিসাব বিজ্ঞানে প্রত্যেকটি সমাধানের সাথে সমাধানের ছক শেষ হওয়ার পরে প্রয়োজনীয় টীকা দেয়ার প্রয়োজন হলে তা লিখবে। তারপর "খসড়া" লিখে জটিল সমস্যাগুলোর হিসাব নিকাশ উপস্থাপন করবে। শুধু

ক্যালকুলেটরে চেপে ছকের মধ্যে সংখ্যা লিখে দেয়া ঠিক হবে না। বরং ক্যালকুলেটর চেপে হিসাবটি যোগ-বিয়োগ করে যদি খসড়ার স্থানে লেখা হয় তাহলে পরীক্ষক খসড়া দেখে বুঝতে সক্ষম হবেন যে ছাত্র-ছাত্রীরা এ সমাধানটি নিজেরা নিজেরাই করেছে। অন্যথায় খসড়া না করে সমাধান করলে তাদের মনে সমাধান করার পদ্ধতি নিয়ে যেমন প্রশ্ন আসবে তেমনি পুরো নম্বর প্রদান না করার সুযোগও থাকে।

আবার অনেক সময় দেখা যায় ছাত্র-ছাত্রীদের খসড়াতে যথাযথ হিসাব লেখা হয়েছে কিন্তু ছকের ভিতর নির্দিষ্ট স্থানে সংখ্যাটি লিখতে যেয়ে কোনো রকম ভুল হয়েছে যেমন খসড়ায় সংখ্যাটি লেখা হয়েছে ২০০১০১ কিন্তু মূল হিসাবের ছকে লেখা হয়েছে ২০১০০১। কিন্তু খসড়াতে সংখ্যাটি সঠিকই ছিলো শুধু মূল ছকে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি ভুল হয়েছে। এখন ক্যালকুলেটরের স্কিনে মূল সংখ্যাটি থাকায় তার সাথে পরের সংখ্যাগুলো যোগ-বিয়োগ করায় হয়তো হিসাব মিলে গিয়েছে। কিন্তু লেখার মাঝে একটি মারাত্মক ভুল রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে পরীক্ষকের প্রতি বোর্ড কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা হচ্ছে যেহেতু পরীক্ষার্থী উত্তর পত্রে খসড়া দিয়েছে এবং খসড়াতে হিসাব লেখা যথাযথ আছে তাই সে অর্ধেক নম্বর পাবে। আর যদি খসড়া উত্তর পত্রে না থাকে তাহলে পরীক্ষক ইচ্ছা করলে কয়েক নম্বর দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে। এমন সমস্যায় পরীক্ষকের ইচ্ছা বা মর্জির উপর নম্বর প্রাপ্তি নির্ভর করে।

তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরামর্শ হলো হিসাব বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি হিসাব শেষে খসড়া এবং টীকা বা শর্ট নোটস দেয়ার চেষ্টা করবে। তবেই হিসাব যথাযথ হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে এবং পুরো নম্বর পাবে।

০৪. হিসাব বিজ্ঞানে কিছু অমীমাংসিত বিষয় আছে। চূড়ান্ত হিসাব করতে গেলে দেখবে কতিপয় হিসাব ক্রয়-বিক্রয়ের ডেবিট দিকে বা লাভ-লোকসানের ডেবিট দিকে বসানো যেতে পারে। এতে মোট লাভ ও নীট লাভ বা নীট ক্ষতির পরিমাণ সকলের ক্ষেত্রে একরকম নাও হতে পারে। কিন্তু তাই বলে কারোরটা হয়েছে কারোরটা হয়নি এমন নয়। বরং উভয়ের হিসাবই হবে যদি উভয়েই তাদের যুক্তি টীকা বা শর্ট নোটের মাধ্যমে উত্তর পত্রে উপস্থাপন করে থাকে। তাই হিসাব বিজ্ঞানের অমীমাংসিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে অবশ্যই টীকা দিতে চেষ্টা করবে। আর তাহলেই পুরো নম্বর পাবে।

০৫. হিসাব বিজ্ঞানে কাটাকাটি, চাপাচাপি ও ওভার রাইটিং করবে না। খাতায় সংখ্যাগুলো স্পষ্ট লিখতে চেষ্টা করবে। উত্তর পত্র যেন স্বচ্ছ সুন্দর থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবে। তবেই অধিক নম্বর পাবে ইনশাআল্লাহ।

০৬. হিসাব বিজ্ঞান পরীক্ষার সময়ের প্রতি খুব খেয়াল রাখবে। এ পরীক্ষায় একটু গাফেল হলেই সময় কিভাবে শেষ হবে তা টের পারে না। কাজেই খুব সতর্ক থাকতে হবে।

## ১৫.৬. ভূগোল/সমাজ বিজ্ঞান

ভূগোল ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়গুলো প্রায় অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে জটিল বলে প্রতীয়মান হয়। অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা এ বিষয়গুলোতে নম্বর কম পেয়ে থাকে। আসলে এ দু'টো বিষয়েই দেশ-বিদেশের অনেক তথ্য ও ইতিহাস সম্বলিত প্রশ্নোত্তর পড়তে হয়। সেই সাথে ভূগোলে ছক অঙ্কন করে প্রশ্নোত্তরের স্বপক্ষে অনেক ডাটা, মানচিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন স্থান ও স্থাপনার অবস্থান উপস্থাপন করতে হয়।

অন্যদিকে সমাজ বিজ্ঞানে অতীতের অনেক তথ্য, প্রশ্নোত্তরের সমর্থনে অনেক ছবি ও রেখা চিত্র অঙ্কন করার প্রয়োজন হয়। তাই এ পরীক্ষাগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্যই স্কেল, কাঠপেন্সিল, ইরেজার, শার্পনারসহ বক্স বা ব্যাগ নিয়ে পরীক্ষা হলে যাবে।

ভূগোল/সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের এ পরীক্ষা একটু সতর্কতার সাথে দিবে, আর নতুবা দেখবে হঠাৎ করে সময় শেষ। তোমাদেরকে হয়তো অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে উত্তর ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষা হল থেকে বের হয়ে আসবে হবে।

মনে রাখবে ভূগোল ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই মানচিত্র, তথ্য চিত্র, রেখা চিত্র ও ছক অঙ্কন করে উত্তর পত্রে উত্তর লেখার চেষ্টা করবে। তবেই কেবল অধিক নম্বর প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।

## ১৫.৭. বিজ্ঞান বিষয়সমূহ

বিজ্ঞান প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয়। এ বিষয়ে গণিতের মতো পুরো নম্বর পাওয়া যায়। তাই বিজ্ঞানে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে যে সকল বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখবে তা এখানে উপস্থাপন করা হলো :

০১. ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞান বিষয়ে ভালো নম্বর পেতে হলে অবশ্যই বেশি করে বিজ্ঞান পড়া ও লেখার চেষ্টা করবে। কেননা বিজ্ঞানে নিজের থেকে বা বানিয়ে বা ধারণা করে কোনো প্রশ্নের উত্তর লেখা যায় না।

০২. বিজ্ঞানে উত্তর লেখার ক্ষেত্রে উত্তর পত্রে অবশ্যই প্রয়োজনীয় চিত্র সংযোজন করা আবশ্যক। ছাত্র-ছাত্রীরা কাঠপেন্সিল দিয়ে চিত্র অঙ্কন করবে।

০৩. বিজ্ঞানে অধিক নম্বর প্রাপ্তির লক্ষ্যে অবশ্যই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভালোভাবে বিজ্ঞান বিষয়ে বাসায় পড়ালেখা করতে হবে। বিশেষ করে পুরো সিলেবাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলে ভালো নম্বর অর্জন করতে সক্ষম হবে।

## ১৫.৮. আরবি বিষয়সমূহ

মাদরাসা বোর্ডের দাখিল ও আলিম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক মূল বিষয় হলো আরবি, আল কুরআন ও আল হাদীস। উল্লিখিত বিষয়গুলোতে যারা ভালো নম্বর পায় তারা সামগ্রিকভাবে ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারে। তাই মাদরাসা ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এ বিষয়গুলোর প্রশ্নোত্তর লেখার কৌশল এখানে উল্লেখ করছি :

০১. আরবি বিষয়সমূহের প্রশ্নোত্তর লিখতে যেয়ে, '০১নং প্রশ্নের উত্তর'– এ লেখাটুক বাংলায় বা আরবিতে লিখা যেতে পারে। তবে ইংরেজিতে আরবি খাতায় না লিখাই উত্তম।

০২. আরবি হাতের লেখা বড় হলে প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪ লাইন লিখা উত্তম। আর লেখা ছোট হলে ১৬ লাইন লিখা যেতে পারে।

০৩. আরবি লেখায় হরকত দেয়া উত্তম। এতে সহজেই পড়া ও অর্থ বোঝা যায়।

০৪. আরবি লেখা সুন্দর ও স্পষ্ট করার জন্যে বাসায় বেশি বেশি আরবি লেখার প্রাকটিস করা উত্তম। বিশেষ করে আরবি লেখা স্পষ্ট ও নির্ভুল না হলে অর্থচ্যুতি ঘটবে।

০৫. পরীক্ষার খাতায় আল কুরআন-এর আয়াত ও অর্থ উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্যই আয়াতের অর্থ শেষে সূরার পূর্ণ নাম, সূরার ধারাবাহিক

নম্বর ও আয়াত নম্বর রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করবে। এটি ভালো ফলাফলের জন্য আবশ্যক। অর্থাৎ (সূরা আল বাকারা, ০২ : ০১) এভাবে লিখবে।

এখানে, ০২ : ০১ দ্বারা সূরার ধারাবাহিক নম্বর ০২ ও আয়াত নম্বর ০১ বুঝানো হয়েছে। (এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অতীতে ছাত্র-ছাত্রীরা আল কুরআন এর আয়াতের পাশে কোনো রেফারেন্স উল্লেখ করতো না অথবা যারা করতো তারা শুধু (বাকারা) বা (সূরা বাকারা) বা (সূরা বাকারা, আয়াত-১) লিখে দিতো। কিন্তু আজকাল সবাই রেফারেন্স বলতে পূর্ণ উল্লিখিত নিয়মটিই সমর্থন করে।)

০৬. আল কুরআন এর আয়াতের মতো আল হাদীস বিষয়েও ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো ফলাফল অর্জনের টার্গেট নিয়ে হাদীসের পুরো রেফারেন্স উল্লেখ করার চেষ্টা করবে। এখানে হাদীসের রেফারেন্স বলতে (বুখারী শরীফ, অধ্যায় : ... হাদীস নং ... ইফা) এভাবে লিখা উত্তম।

০৭. আরবি উত্তর পত্রও অন্যান্য বিষয়গুলোর উত্তর পত্রের মতোই সুসজ্জিত করার চেষ্টা করবে। যাতে উত্তর পত্রের সৌন্দর্য অটুট থাকে।

## ১৬. পরীক্ষা দেয়ার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন

পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা হলে বিশেষ সতর্ক অবস্থা অবলম্বন করবে। পরীক্ষার সময় কোনো অবস্থাতেই আশে-পাশে তাকানো যাবে না, অন্যের সঙ্গে কথা বলা বা ইশারা-ইঙ্গিত দেয়া, নকল করা ইত্যাদি সবই পরীক্ষার নিয়ম বহির্ভূত কাজ। এছাড়াও যে সকল বিষয়ে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা হলে সতর্ক থাকা অবশ্যই উচিত তা হলো :

❖ পরীক্ষা হলে প্রশ্নপত্র অন্য পরীক্ষার্থীকে দেয়া বা পরিবর্তন করে নেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এছাড়াও প্রশ্নপত্র যেন বাতাসে উড়ে না যায়, বেঞ্চ থেকে পড়ে না যায়; সেদিকে খেয়াল রাখবে।

❖ পরীক্ষা হলে কলম, কাঠপেন্সিল, ইরেজার, শার্পনার, জ্যামিতি বক্স, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি কারোর সঙ্গে আদান-প্রদান করা নিষিদ্ধ। এমনকি পাশের পরীক্ষার্থীকে ঘড়ির সময় বলতে চাওয়া বা পরীক্ষার আর এতক্ষণ সময় আছে তা বলতে চাওয়াও অপরাধ।

❖ পরীক্ষা হলে স্বাক্ষর পত্রে রেজিস্ট্রেশন কার্ড এবং প্রবেশ পত্র অনুসারে স্ব-স্ব বিষয়ের নামসহ বিভিন্ন তথ্য লিখতে হয়। (অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা পর্যবেক্ষক নিজের হাতেই লিখে থাকেন। আর যদি না লিখে থাকেন তাহলে তা কলাম অনুসারে ফাঁকা জায়গায় পরীক্ষার্থীরা লিখবে)। সেই সাথে প্রত্যেক বিষয়ে পরীক্ষার দিন স্বাক্ষর পত্রে স্বাক্ষর করতে হয়। এ স্বাক্ষর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার প্রমাণ হিসেবে সংরক্ষিত হয়ে থাকে।

❖ পরীক্ষা হলে পরীক্ষা পরিচালনায় দায়িত্ব পালনরত কারোর সাথে কোনোরূপ অসৌজন্যমূলক কথা-বার্তা, আচার-আচরণ করা অনুত্তম। মনে রাখবে, কোনো অবস্থাতেই এমনটি করবে না। কেননা এমনটি করা পরীক্ষা বাতিলসহ আইনানুগ শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

❖ পরীক্ষা শুরুর দুই-তৃতীয়াংশ সময় অতিবাহিত হওয়ার আগে কোনো পরীক্ষার্থী উত্তর পত্র জমা দিয়ে বের হতে পারবে না।

❖ পরীক্ষা চলাকালে টয়লেটে না যাওয়াই উত্তম। তারপরও যদি জরুরী হয়ে পড়ে তাহলে অন্তত এক ঘণ্টা পর প্রশ্নপত্র ও কলম উত্তর পত্রের উপর রেখে তার উপর জ্যামিতি বক্স দ্বারা চাপ দিয়ে ভালোভাবে সংরক্ষণ করে পরিদর্শকের অনুমতি নিয়ে টয়লেটে যাবে। মনে রাখবে, প্রশ্নপত্র নিয়ে টয়লেটে যাওয়া আইনত নিষিদ্ধ।

❖ উত্তর পত্র বা অতিরিক্ত কাগজ কোনো অবস্থাতেই পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে আনা যাবে না। অনেক পরীক্ষার্থী অতিরিক্ত উত্তর পত্র হিসেবে কাগজ নেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়তো লিখতে পারলো না এক্ষেত্রে পরিদর্শকের হাতে তা ফেরত দিবে এবং মূল খাতার উপরে অতিরিক্ত খাতার নম্বর লেখা ও বৃত্ত ভরাট করে থাকলে তা পরিদর্শককে বলবে। তিনি একটান দিয়ে তা কেটে পাশে স্বাক্ষর করে দিবেন। তাহলেই তা আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য হবে।

## ১৭. পরীক্ষায় সফলতা অর্জনের প্রতিবন্ধক বা অন্তরায়

পরীক্ষায় সফলতা অর্জন সকল ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি এবং দেশের সকলেরই কাম্য। সকলেই চায় প্রতি বছর সকল পরীক্ষায় সকলে ভালো ফলাফল অর্জন করুক। খারাপ বা ফেল করুক এমনটি কেউ সুস্থ মস্তিষ্কে কামনা করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাস্তবতা হলো প্রতি বছর

প্রায় তিন ভাগ পরীক্ষার্থীর মাঝে এক ভাগ ফেল করে থাকে। আর যে দু'ভাগ পাস করে তারাও আশানুরূপ ফলাফল অর্জনে সক্ষম হয় না। ফলে হাসি আর কান্নার মিশ্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সবাইকে তা বরণ করে নিতে হয়। তাইতো আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা যেন পরীক্ষায় ভালোভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে এখানে পরীক্ষায় সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে কতিপয় প্রতিবন্ধকতা বা অন্তরায় সম্পর্কে উপস্থাপন করা হলো :

## ১৭.১. প্রশ্ন আউট হয়েছে এমন শুনা

পরীক্ষার ১/২ দিন পূর্বে কোথায় থেকে যেন হাওয়ায় ভেসে আসে অনাকাঙ্ক্ষিত খবর 'প্রশ্ন আউট হয়ে গেছে।' এবার পরীক্ষা অন্য সেটের প্রশ্ন দিয়ে হবে; তাতে পরীক্ষার প্রশ্ন আনকমন হবে। আবার কেউ কেউ ধারণা করে যেহেতু প্রশ্ন আউট হয়ে গিয়েছে সেহেতু পরীক্ষা হবে না। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী তখন আগত পরীক্ষার রুটিন অনুযায়ী বিষয়ের পড়া রিভিশন দেয়া ছেড়ে পরীক্ষা ও প্রশ্নপত্র সম্পর্কে কী হয়েছে কী হবে এমন ভেবে সংবাদ পত্র ও টেলিভিশনের সামনে গিয়ে এই চ্যানেল না ঐ চ্যানেল– এভাবে বিভিন্ন চ্যানেলের খবর শুনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে তাদের পড়া রিভিশনে যে একাগ্রতা ও ধারাবাহিকতা ছিলো তা বাধাগ্রস্ত হয়। এবার কী হবে না হবে? কোন্ প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা হবে? পরীক্ষার প্রশ্ন কেমন হবে? আনকমন প্রশ্ন হয়ে যায় কিনা ইত্যাদি অসংখ্য ভাবনা মনের মধ্যে ভিড় করে। ফলে দুশ্চিন্তায় জড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান ও একমাত্র যে কাজ সুস্থ মস্তিষ্কে রিভিশন দিয়ে পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ তা বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের পূর্বেই নার্ভাস হয়ে যাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই পরীক্ষায় খারাপ করে বসে– যা দুঃখজনক।

আর তাই পরীক্ষার পূর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের এসব কথা বা খবরে কোনো রকম মনোযোগ না দেয়ার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। সেই সাথে পরীক্ষার আগের এ সময়টুকুতে পত্র-পত্রিকা না পড়া, টেলিভিশনের সংবাদ না শুনা, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কোনো রকম যোগাযোগ না রাখা উত্তম। এমনকি সহপাঠীদের সাথেও পারত পক্ষে পরীক্ষার আগে ১/২ দিন কোনো কথা-বার্তা বা যোগাযোগ না রাখাই ভালো।

তাছাড়া মনে রাখবে, প্রশ্ন আউট হয়েছে কি হয় নাই তা নিয়ে তোমাদের

ভাবনার দরকার নেই। এটা কর্তৃপক্ষের বিষয়। কর্তৃপক্ষ দেখবে। তোমরা পরীক্ষার্থী, পরীক্ষাকে সামনে রেখে পড়ালেখা করবে। এর বাইরে কোনো কিছুতেই মন দিবে না। আর তাহলেই কেবল এ প্রতিবন্ধকতা বা অন্তরায় থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

## ১৭.২. প্রশ্ন পাওয়া যাচ্ছে তা খুঁজে নেয়ার প্রবণতা

আগামীকাল পরীক্ষা। প্রশ্ন আউট হয়েছে। পাঁচশত বা এক হাজার টাকার বিনিময়ে আজ সন্ধ্যায় প্রশ্ন পাওয়া যাবে...। পরীক্ষার্থী এ কথা শুনে পড়া রিভিশন দেয়া ছেড়ে দিয়েছে। সব পড়ে লাভ কি? বিকেলে বা সন্ধ্যায় প্রশ্ন পাবো তাই পড়বো। এখন অপেক্ষার পালা। মুহু-মুহু ফোন আসছে। প্রশ্ন ফোনে দেয়া যাবে না। ফটোকপিও করা যাবে না। তাই হাতে লিখে নিতে হবে। এখন যেতে হবে বাসা থেকে অনেক দূরে কোনো এক নিরাপদ স্থান নামে পরিচিত স্থানে, অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে– এমন সব ভাবনা-দুর্ভাবনা কোনো কোন পরীক্ষার্থীর মাঝে এসে ভিড় জমে। ফলে সে সকল পরীক্ষার্থীরা অন্ধের মতো সেদিকে ছুটে। এবার এ প্রশ্ন কিভাবে আউট হলো, এ প্রশ্ন কতটুকু সঠিক বা বেঠিক, এ রকম কোনো প্রশ্নের জবাব আমি লিখতে চাই না। কারণ প্রশ্ন আউট হওয়া বিষয়টিই অনৈতিক। ধর্মীয় বিধান ও রাষ্ট্রীয় আইনে তা শাস্তিযোগ্য। কিন্তু আমি যা বলতে চাই সেটি হলো :

❖ পরীক্ষার্থীরা এ রকম খবরে কেন মন দিবে?

❖ পরীক্ষার্থীরা প্রশ্ন কেন টাকা দিয়ে সংগ্রহ করবে?

❖ পরীক্ষার হল ব্যতীত অবৈধভাবে এমন প্রশ্ন পাওয়ার চেষ্টা কী বৈধ?

❖ এ রকম প্রশ্ন প্রাপ্তির মধ্যে কী পরীক্ষার্থীদের কল্যাণ নিহিত থাকতে পারে?

❖ পরীক্ষার্থীরা কী এমন প্রশ্ন থেকে খুব ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারবে?

এবার উত্তরে আসা যাক :

■ প্রশ্ন আউট হয়েছে এ রকম খবরে পরীক্ষার্থীরা মন দিবে না। এখন পরীক্ষার্থীরা বলতে পারে, এসব খবরে মন দিতে হয় না। এসব খবর বাতাসের আগে আমাদের কাছে আসে। এ ক্ষেত্রেও আমি বলব, এ রকম খবর আসলেও তোমরা তা মাথায় ঢুকতে দিবে না। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিয়ে তোমাদের রিভিশনের ধারা অব্যাহত

রাখবে। তোমরা তোমাদের নিয়ম অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে পড়া পড়বে, পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পন্ন করবে।

■ পরীক্ষার্থীরা টাকা দিয়ে প্রশ্ন সংগ্রহ করতে যাওয়া মানে নৈতিকতার বিপরীতে অনৈতিকতার সাথে আপোষ করার শামিল। তাছাড়া পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কষ্টার্জিত হালাল অর্থ হারাম পথে ব্যয় করা কোনোভাবেই ভালো শিক্ষার্থীর কাজ হতে পারে না।

■ না, পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের আগে অবৈধভাবে এমন প্রশ্নপত্র গ্রহণ করার চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। এর জন্য সর্বশক্তিমান ও সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে যেমন শাস্তি অবধারিত তেমনি দেশীয় আইনেও শাস্তিযোগ্য। অন্যদিকে পিতা-মাতা ও আপনজনরাও এ ধরনের কোনো অনৈতিক বিষয়কে সমর্থন করেন না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা হয়তো অনেকটা তাদের দৃষ্টি আড়াল করেই এতে জড়িয়ে যেতে চায়– যা দুঃখজনক এবং অনকাঙ্ক্ষিত।

■ অন্যায় ও অবৈধ কোনো কাজে কখনোই কল্যাণ নিহিত থাকতে পারে না। হতে পারে প্রশ্ন হুবহু মিলেছে। কোনো কোনো পরীক্ষার্থীরা ঐ প্রশ্নের কারণে পরদিন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পুরো একশত নম্বর উত্তর প্রদান করে এসেছে। কিন্তু তাতে কী? এটা তো একদিন একটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে হলো। বাকী পরীক্ষাগুলোর অবস্থা কী হবে? এ গেলো পজিটিভ ধারণা। এবার নেগেটিভ হলো প্রশ্ন পেয়ে পড়েছ কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখা গেল প্রশ্ন কমন নেই। এ অবস্থায় কী করবে? অনিশ্চয়তার এ বিষয়টিই তো সবার আগে মাথায় রাখতে হবে। কেননা অন্যায় দিয়ে তো ন্যায়ের রাজ্যে বিচরণ ও সবকিছু লাভ করা কখনোই সম্ভব হওয়ার কথা নয়। ন্যায় তো ন্যায়ই। আর অন্যায় তো অন্যায়ই। অন্যায়ের উপর ভর করে ন্যায়ের রাজ্যে সুফল ভোগ করবে তা কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না, হতে পারে না, তাহলে আল্লাহর বিধান পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত থাকবে না।

এবার আমার জানা মতে পরীক্ষার পূর্বে দু'জন ছাত্র প্রশ্ন পেয়ে কী ধরনের ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তার দু'টি বাস্তব দৃষ্টান্ত এখানে আগামীদের সতর্ক করার জন্য উল্লেখ করছি :

■ বেশ কয়েক বছর আগে আমার একজন মেধাবী ছাত্র এসএসসি পরীক্ষা

দিচ্ছে। এক বিষয় পরীক্ষা শেষে বাসায় পড়াতে গেলে শুনি সে বাসায় নেই। পরের দিন পরীক্ষা নেই ঠিক তার পরদিন ইংরেজি ২য় পত্র পরীক্ষা। এবার পরদিন গেলে তাকে বাসায় পেলাম। কিন্তু ধারবাহিক রিভিশনে সে ব্যস্ত নয়। আমি গিয়ে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। গতকাল কোথায় ছিলে? প্রশ্নের জবাবে কোনো সদুত্তর পাইনি, যাহোক আমি নিজে থেকেই পাশ কেটে গেলাম। যেহেতু পরদিন পরীক্ষা। বললাম প্যারাগ্রাফ কী এটা-এটা রিভিশন দিয়েছো? কমপোজিশন কয়টি রিভিশন দিয়েছো? এপলিকেশনের অবস্থা কি? এভাবে বিস্তারিত জানতে চাইলে সে বলল, স্যার টেনশন করবেন না। প্যারাগ্রাফ দুইটি পড়েছি এবং আপনার কথা মতো একটা প্যারাগ্রাফ ভালোভাবে যেন পারি সেজন্য চার বার লিখেছি এই যে দেখেন। কমপোজিশন রাতে একটা ভালোভাবে পড়বো এবং কয়েকবার লিখবো। আর বাকী সবও পড়ে নিবো।

আমি বললাম, আমি তো পরীক্ষার আগের রাতে কোনো কিছু পড়ে লিখতে বলিনি। তুমি লিখছ কেনো? আবার লিখেছি, কিন্তু চারবার কেন? একবার লিখলেই তো হতো। আমি তো এ সময়ে তোমাকে শুধু রিভিশন দিতে বলেছি। তুমি এ কী করেছ! বাকী সবকিছু কখন রিভিশন দিবে? সে বললো, স্যার বাকী আর কী? আমি আপনাকে বললাম না একটা কমপোজিশন পড়বো, তাহলে ধরেন কমপোজিশন পড়া শেষ। এভাবে একটা এপলিকেশন পড়বো? লিখবো তাহলে তাও শেষ। আর যা বাকী থাকে তা এক ঘণ্টার মতো পড়লেই হবে। স্যার আপনি চিন্তা করবেন না।

আমি ছাত্রের এ বক্তব্য শুনে কিছুটা হতবাক হলাম! বিস্ময়ের সাথে বললাম, এ কী বলছ! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না...।

সে তখন হেসে-হেসে বলল, স্যার আপনি তো অনেক ভালো ছাত্র। পুরো বই পড়ে আর লিখে অভ্যাস। আপনি স্যার এটা বুঝবেন না। স্যার আপনি নিশ্চিত থাকেন। পুরো একশত নম্বর পরীক্ষার খাতায় লিখে– আমি আসবো, ছাত্রের এসব কথায় আমি আশ্বস্ত হতে পারলাম না। রাত প্রায় ১১.৪৫ পর্যন্ত তার পাশে থেকে তাকে অনেক কিছুই দেখালাম। রিভিশন দেয়ালাম।

যাক পরদিন পরীক্ষার হল থেকে বের হয়েই সে তার বাবার ফোন দিয়ে আমাকে ফোন করে হাস্যোজ্জ্বল ভাষায় জানাল, স্যার বলছিলাম না! পরীক্ষা

ভালো হবে। আপনিতো শুধু শুধু টেনশন করছিলেন। স্যার সব দিয়েছি। আরো মজার বিষয় হলো ঐ যে প্যারাগ্রাফটি পড়ছিলাম। আর কমপোজিশন একটা পড়বো বলছিলাম ঠিক এগুলোই পরীক্ষায় আসছে। স্যার দেখলেন তো আমি অনেক কিছু জানি। আমার সাজেশন কত কমন! যাক আমিও তাকে ধন্যবাদ ও আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বললাম, ঠিক আছে বাসায় এসে হাত-মুখ ধৌত করে খাবার ও সালাত আদায় করো। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিও। আমি মাগরিব সালাত আদায়ের পর তোমাদের বাসায় আসব। এবার আজকেও বাসায় গেলে শুনি সে বাসায় নেই, কখন বেরিয়েছে জানতে চাইলে ওর আম্মা বললো, স্যার আপনার ছাত্র তো পরীক্ষা দিয়ে এসেই পর-পর বেরিয়েছে। আমি বললাম কোথায় গিয়েছে। বলে জানি না। কিছুই বলে যায়নি। এবার পরদিন আবার একই সময়ে বাসায় গেলে পেলাম। সেদিনও সে ঠিক দু/তিনটা করে রচনামূলক প্রশ্নোত্তর পড়ছে। একটা রাফ খাতা দেখিয়ে আমাকে বললো। স্যার টেনশন করবেন না। ইংরেজি ২য় পত্রের মতো এ বিষয়েও আমার সাজেশন কমন পড়বে। এই খাতায় যে কয়েকটা প্রশ্নের সাজেশন আছে ঠিক একয়টি প্রশ্নোত্তরই পড়বো। এর বাইরে পড়তে হবে না। কথা শুনে আমি অন্য কিছু বলতে চাইলে সে বললো স্যার টেনশন করবেন না। পরীক্ষা খারাপ হলে আমাকে বলবেন। এর আগে কিছু বলার দরকার নেই।

আমি তখন গভীর ভাবনায় পড়লাম। এতদিন ছাত্রকে পড়ালাম। কোনোদিন তার কাছে এতো হট সাজেশন দেখলাম না। এখন পরীক্ষার সময় সে তা কোথায় থেকে পেলো। যাহোক এসব বিষয় ভাবতে ভাবতে তার ৭টি বিষয় পরীক্ষা খুব ভালো হলো। পরদিন কেমিস্ট্রি পরীক্ষা। আগের রাতে তার পড়ার অবস্থা ঠিক ঐ রকম! কি আর করা। দেখলাম, কিন্তু কিছুতেই বেশি কোনো প্রশ্নোত্তর রিভিশন দেওয়াতে পারছি না। সে একেক দিন একটা খাতা বের করে আমাকে সাজেশন দেখাচ্ছে, ঐ স্যার দিয়েছে বা অমুক দিয়েছে বলছে, কি আর কথা। দু'আ করছি পরীক্ষা যেন সবগুলো এভাবে শেষ হয়। এবার পরীক্ষার ৭ম দিন কেমিস্ট্রি পরীক্ষা। সেদিন পরীক্ষা হলে গিয়ে প্রশ্ন হাতে পেয়ে দেখলো তার

রিভিশন দেয়া তেমন কিছুই কমন পড়েনি। মাথায় হাত! পরীক্ষা ভালোভাবে দিতে পারেনি, মন খারাপ হয়ে বাসায় প্রবেশ করেনি। আমাকে এদিন আর কিছুই জানায়নি, আমি অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেই রুটিন অনুযায়ী বাসায় গেলাম। কিন্তু বাসায় যেয়ে জানলাম সে পরীক্ষা দিয়ে বাসায় ফিরেনি। পিতা-মাতা উদ্বিগ্ন। তার বড় ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, পিতা-মাতা তাকে ফোন করেছে। সেও বাসায় এসে শুনে ছোট ভাই পরীক্ষা দিতে যে গিয়েছে আর আসেনি। সবাই খোঁজাখুঁজি শুরু করলো। কিন্তু সম্ভাব্য কোথাও সে নেই। তারপর দেখা গেল রাত ১২.০০ টার দিকে সে বাসায় আসলো। পিতা-মাতা দেখলো তার মন খুব খারাপ। কারোর সাথে কথা বলে না, কিচ্ছু করে না। পিতা-মাতা ও বড় ভাই ধারণা করলো কিছু একটা ঘটেছে। তারপর জানা গেল সে পরীক্ষা খারাপ দিয়েছে। অন্যদিনের মতো একশত নম্বর উত্তর করতে পারেনি। পিতা-মাতা তাকে সান্ত্বনা দিলো। বড় ভাই বুঝিয়ে-শুনিয়ে বিছানায় নিয়ে গেল। তাদের ধারণা ছিলো সে উত্তর পত্রে সকল প্রশ্নের উত্তর লিখতে না পারায় মন খারাপ করেছে। যাক তাকে বুঝিয়ে পরবর্তী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানো হলো। কিন্তু ফলাফল প্রকাশ হলে দেখা গেল সে ফেল করেছে। এভাবে একজন মেধাবী ছাত্রের ফেল করা বিষয়টি আমাকে খুব কষ্ট দিলো। আমি জানতে চাইলে এবার সে সত্য ঘটনা বললো, যে স্যার সবকিছু তো আপনাকে বলা যাবে না, আপনি সৎ চিন্তা-চেতনার মানুষ; আবার আমি সব জানিও না। আমার আরেকজন সহপাঠী কোথায় থেকে যেন প্রশ্ন পেয়েছে, সে আমাকে প্রতিদিন প্রশ্ন দিতো। গত সবগুলো পরীক্ষায় তা হুবহু কমন পড়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে মাত্র ১১ নম্বর উত্তর করা যায় এমন প্রশ্ন কমন পড়েছে। প্রশ্নের এ অবস্থা দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে তাই আমি ফেল করেছি।

■ এবার আরেকটি এমন বাস্তব ঘটনা হলো, একজন ছাত্র আমার নিকটতম আত্মীয় গ্রাম থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে, আলহামদু লিল্লাহ পরীক্ষা বাংলা ১ম ও ২য়; ইংরেজি ১ম ও ২য় ভালো দিয়েছে। এবার গণিত পরীক্ষা। পরীক্ষার আগে তিনদিন ফাঁকা। আমার সাথে প্রতিদিনই কথা হয়। আমি এর আম্মুর ফোনে ঢাকা থেকে প্রতিদিন পরীক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়ে থাকি। তারই ধারাবাহিকতায় গণিত পরীক্ষার আগেও তাকে উৎসাহ দিচ্ছি। সে গণিত চর্চা

করছে। ঠিক এ অবস্থায় পরীক্ষার আগের দিন বিকেলে তার একজন বন্ধু তাকে একটি প্রশ্ন দিয়েছে। বিনিময়ে নিয়েছে পাঁচশত টাকা। এবার এদিন আর সে বা তার আম্মা আমাকে ফোন করেনি। আমি ভেবেছি তাকে তো বলে রেখেছি সমস্যা হলে ফোন করতে। কাজেই বোধহয় কোন সমস্যা নেই। যাক পরদিন পরীক্ষা। সে পরীক্ষা দিয়ে এসে কান্নাকাটি করছে। এবার তার আম্মা আমাকে ফোন করে বলল, অমুকের পরীক্ষা খুব খারাপ হয়েছে। সে কান্নাকাটি করছে। পরীক্ষা দিয়ে এসে খাবার খায়নি, আসর ও মাগরিবের সালাত আদায় করেনি ইত্যাদি। আমি জানতে চাইলাম, তার সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি তাতে সে ফেল করার মতো পরীক্ষা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। গণিতের প্রশ্ন যত কঠিন বা আনকমনই হোক না কেন সে অন্তত পক্ষে ৮৪ নম্বর উত্তর পত্রে লিখে আসতে পারবে। কাজেই কেন পরীক্ষা খারাপ হলো, আমি এটা মেনে নিতে পারছি না। আমাকে রহস্যটা বলেন। উনি তখন জড়োসড়ো হয়ে বললো সে গতকাল ৫০০ টাকা নিয়ে প্রশ্ন কিনেছে। রাতে সেই প্রশ্ন অনুযায়ী গণিত চর্চা করেছে। এখন পরীক্ষা হলে নাকি যেয়ে দেখে পাঁচ নম্বর কমন পড়েছে। এজন্য পরীক্ষা খারাপ হয়েছে। আমি বললাম, এ ঘটনা গতকাল আমাকে জানালেন না কেন? আর আজকে এ অবস্থায় আমাদের আর করণীয় কি? যাক পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে আর লাভ নেই। এখনই আগামী বছরের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেন আর কি করবেন? ঠিক তাই হলো পরের বছর সে এসএসসি ও ধারবাহিকভাবে এইচএসসিও পাস করলো।

উল্লিখিত এ দু'টি দৃষ্টান্ত থেকে পরীক্ষার্থীরা তাদের জীবনের সাফল্যের ইঙ্গিত লাভ করতে পারবে বলে আশা করছি।

■ এবার সর্বশেষ প্রশ্নের জবাব হলো, মনে করো কোনো পরীক্ষার্থী সকল প্রশ্নই পেলো, উপরে আলোচ্য পরিস্থিতির মতো কোনো নেগেটিভ পরিস্থিতি তাকে মোকাবেলা করতে হলো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বা তারা খুব ভালো ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে না। কারণ এ প্রশ্নই যে শত ভাগ কমন পড়বে তা তো অনিশ্চিত, আর কোনো কাজে অনিশ্চয়তাকে মাথায় রেখে নিশ্চিত উত্তম সাফল্য আশা মানে হলো তেতুল বৃক্ষের কাছে আমের আশা করার নামান্তার।

তাই ছাত্রীদেরকে বলবো, পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করে জীবনকে

সুন্দরভাবে সাজাতে চাইলে এমন কোনো অনৈতিকতাকে প্রশ্রয় দিবে না, এতে জড়াবে না। নিজেদেরকে এ থেকে মুক্ত রাখবার চেষ্টা করবে।

## ১৭.৩. শর্ট সাজেশন পড়া

পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের অন্যতম প্রতিবন্ধক হলো বিষয়ভিত্তিক শর্ট সাজেশন পড়া। কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী এমন আছে যারা পরীক্ষার আগে শুধু শর্ট সাজেশন করা বা পাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এখানে যায়, ওখানে যায়, সাজেশন খুঁজতে সর্বত্র চষে বেড়ায়। এটা দুঃখজনক।

বরং শর্ট সাজেশন না খুঁজে রীতিমত রুটিন অনুযায়ী পড়ালেখা করা উত্তম। কারণ সাজেশন মানে তো সাজেশন। সাজেশন সম্পর্কে যে যত কথাই বলুক– 'একশত ভাগ নিশ্চিত কমন।' 'শতভাগ কমন', 'নব্বই ভাগ কমন', 'পাস নিশ্চত', 'এই সাজেশন থেকে একশত ভাগ কমন পড়বেই ইনশাআল্লাহ' ইত্যাদি শ্লোগানে খুশি হয়ে শুধু এই সাজেশন অনুযায়ী পড়া ঠিক হবে না। এসব শ্লোগান মাত্রই দৃষ্টি আকর্ষণ করার নামান্তর। আর দুর্বল ছাত্ররাই এসব শ্লোগানে ম্যানেজ হয়ে পড়ে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা কখনোই এমন শ্লোগানে কুপোকাত হয় না। বরং তাদের মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, যারা তাদের প্রণীত সাজেশন সম্পর্কে এমন বললো, 'একশত ভাগ কমন' তাদের বক্তব্য একশত ভাগ প্রতারণার শামিল। কেননা চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রশ্ন তো আর তারা করবে না। তাহলে তারা একথা বলে কী করে? এবার তারপরও যদি ঐ সাজেশন তৈরি করা গ্রুপ বলে যে না আমাদের সাজেশন সত্যিই কমন পড়ে তখন আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় আপনারা কি প্রশ্ন আউট করে নিয়েছেন। তা না হলে এমন নিশ্চয়তা কিভাবে দেন? আপনাদের এ বক্তব্য যে প্রতারণামূলক, না হয় চটকদার বিজ্ঞাপন, না হয় দু'নম্বরী কিছু– যা সবই আইনের চোখে অপরাধমূলক।

যাক সেসব কথা, কেই বা সেসব বিষয়ে খবর রাখে! কিন্তু দেশের আনাচে-কানাচে আমাদের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা যে এমন বিজ্ঞাপন দেখে সাজেশনের উপর নির্ভর করে পরীক্ষায় খারাপ করে তাদের পড়ালেখা ও সুন্দর জীবন সাঙ্গ করে দিচ্ছে সেজন্যই মূলত এ লেখা। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের বলবো, সাজেশন পড়ার মন-মানসিকতা থেকে দূরে সরে আসো, পুরো বই পড়ার চেষ্টা

করো, মূল বই পড়ে শেষ করে দাও। দেখবে তোমরাই পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। তোমাদের এ সফলতা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

## ১৭.৪. পরীক্ষার আগে শুধু পড়ালেখা করা

পরীক্ষার আগে শুধু পড়ালেখা করো না। পুরো বই ধরে রুটিন অনুযায়ী পড়ালেখা করো, শুধু পরীক্ষার আগে পড়া নিয়ে বসলে পড়ার চাপে তখন মাথা ব্যথা করবে। চোখে ঝাপসা-ঝাপসা দেখবে। মাথা গরম হবে, স্বাস্থ্য খারাপ হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার অনুপযুক্ত হবে। আর অংশগ্রহণ করলেও ভালো ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হবে না। তাই উল্লিখিত অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে মুক্ত থাকতে বছরের শুরু থেকেই ভালোভাবে পড়ালেখা করবে। স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় রীতিমত ক্লাস করবে। শিক্ষকদের দেয় দিক-নির্দেশনা মেনে চলবে, পিতা-মাতার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী বছরের শুরু থেকেই পড়ালেখা করবে। তবেই এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।

## ১৭.৫. কনফিডেন্স বা মনের সাহস বৃদ্ধি করতে না পারা

আমি কিছুই পারি না; আমি সব ভুলে যাই; আমার এই প্রশ্নোত্তরটা ভালোভাবে পড়া হয়নি, যদি এটা পরীক্ষায় আসে; আমি গণিতে খুব কাঁচা, ইংরেজি এতো বিদেশী পড়ালেখা, বিজ্ঞান তো একদম মজা না, সমাজ বিজ্ঞানের ভূগোল আর অর্থনীতি এ যে কত জটিল তাই এ চ্যাপ্টারটাই বাদ দিয়ে দিয়েছি ইত্যাদি আরও অনেক কথা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের মুখ থেকে অনায়াসেই বেরিয়ে আসে। আবার কোনো কোনো শিক্ষক ও পিতা-মাতারা সমকণ্ঠে বলে থাকেন সে তো গাধা, সেতো ছাগল, আরে দূর তার কথা বলে লাভ কি সে তো আস্ত একটা গর্দভ, আমার এ ছেলে-মেয়ের দ্বারা কিছুই হবে না, স্যার ওর মাথায় পড়ালেখা ঢুকে না, কিছুই মনে রাখতে পারে না ইত্যাদি আরো কত কি?

উল্লিখিত এসব কথাগুলো শুনে আর বলে বলে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের প্রতি যে আত্মবিশ্বাস প্রবল হওয়ার কথা তা দুর্বল করে ফেলে। ওদের নিজেদের প্রতি নিজেদের কনফিডেন্স গ্রো হয় না। ওরা দুর্বল চিত্তে ভাবতে শুরু করে আল্লাহ তো আমাকে যোগ্যতা দেয়নি, কাজেই কি আর

করা। এবার এমন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আমার কথা হলো– তোমরা নিজেদেরকে কেন এতো দুর্বল মনে করছো। এটা পার না ঠিক আছে যেটা পারো সেটাই প্রথমে করো। তারপর এটা পুনরায় পারতে চেষ্টা করো, জগতে কেউ তো চেষ্টা ছাড়া কোনো কিছু করতে পারেনি। আবার কেউ তো জন্মগ্রহণ করার আগে থেকেই কিছু পারার প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেনি। এবার অন্যরা পারলে তোমরা কেন পারবে না? কেন তোমরা নিজেদেরকে এমন দুর্বল ভাবতে শুরু করেছো? এ দুর্বল ভাবা তো তোমাদেরকে সামগ্রিক জীবনের সফলতা থেকে পিছিয়ে দিচ্ছে তা কী একটু ভেবে দেখো? তোমাকে কেউ গাধা, ছাগল ও গর্দভ বললো আর তুমি তা মনে করো গাধা, ছাগল ও গর্দভের মতো আচরণ করতে শুরু করলে! এটা কী ঠিক হলো? তুমি তো মানুষ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। দুনিয়ার সকল কিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবে কেন তুমি ঐসব হবে? তুমি মনে মনে পণ করে তোমার সর্বশক্তি নিয়োগ করে পড়ালেখায় আত্মনিয়োগ করো, পড়ালেখার নিয়ম মেনে পড়ায় মনোনিবেশ করো, তারপর পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের টেকনিক জেনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করো। সবশেষে সর্বদ্রষ্টা আল্লাহর উপর নির্ভর করো, দু'হাত তোলে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করো দেখবে তুমি অবশ্যই ভালো করতে সক্ষম হবে। তোমার কোনো কিছু মনে থাকে না তা অন্যদেরকে বললে তারা সমালোচনা করবে, তোমাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে, লজ্জা দিবে আরও কত কি? কিন্তু তা কারোর কাছে না বলে তুমি যদি মেধা ও স্মৃতি শক্তি দাতা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে বলো তাহলে তো কেউ তোমার ব্যাপারে সমালোচনা করার সুযোগ পেলো না, অধিকন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমার স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি করে দেবেন। কাজেই আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করো, কারোর কাছে কিছু বলার আগে আল্লাহর কাছে বলো। দেখবে পড়ালেখা ও পরীক্ষায় তুমিই হবে সবচেয়ে ভালো। তোমার পরীক্ষার ফলাফল হবে অনেক ভালো। তুমিই হবে সেরাদের সেরা। সবচেয়ে মেধাবী এবং শ্রেষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রী।

### ১৭.৬. পরীক্ষায় নকলের উপর নির্ভর করা

পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা দুঃখজনক। এর ফলে শিক্ষার্থীদের নৈতিক মানের যেমন অধঃপতন হয় তেমনি শিক্ষাও হয়ে পড়ে মূল্যহীন। সেখানে

শুধু পাস করা আর সার্টিফিকেট সংগ্রহ করাই এক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এ অবস্থা বা মনোভাব যারা নকল করে তাদের জন্য চরম লজ্জাজনক। ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক মান এভাবে জীবনের শুরুতেই অবক্ষয়ের দিকে যাবে তা আর যাই হোক আমি মেনে নিতে নারাজ। এটি ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মমর্যাদা এবং জীবনে এগিয়ে চলার প্রতিটি পদক্ষেপে হেরে যাওয়ার মতো বিষবৃক্ষ গড়ে চলবে তাতো হতেই পারে না। তাই আমার বিশ্বাস, ছাত্র-ছাত্রীরা সুন্দর জীবন গঠনের লক্ষ্যে ছাত্র জীবনের শুরু থেকেই পড়ালেখার নিয়ম মেনে পড়ালেখা করবে। আর তাহলেই পরীক্ষা হলে তাদের অন্য কোনো পন্থা বা পদ্ধতির বাস্তবায়নে ব্যস্ত হতে হবে না। তাছাড়া বাসা বা ঘরে পিতা-মাতাসহ অন্যান্য সদস্য-সদস্যাদের দৃষ্টি আড়াল করে নকলের উপকরণ প্রস্তুত, বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে পরীক্ষা হলে বহন এবং পরীক্ষা হলে পরীক্ষকদের দৃষ্টির আড়ালে তা বের করে দেখা ও উত্তর পত্রে লেখা– এ যে অনেক টেনশনের বিষয়।

অন্যদিকে পরীক্ষক দেখে ফেললেই বহিষ্কার হওয়ার দুশ্চিন্তা, সহপাঠীদের কাছে ধিকৃত হওয়া, পিতা-মাতা ও পাড়া-প্রতিবেশি সকলের দ্বারা সমালোচিত হওয়া, শিক্ষা জীবনে এক বছর পিছিয়ে পড়াসহ বহুবিধ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। আর যদি পরীক্ষক না দেখেন তাহলে হয়তো কেউ-কেউ নকল করতে সক্ষম হয় বটে। কিন্তু নকল করে কেউ কোনো দিন পরীক্ষায় খুব ভালো ফলাফল অর্জন করেছে এমন নজীর ব্যতিক্রম। বরং নকল যারা করে তারা পরীক্ষায় সকল প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় পায় না। প্রশ্নোত্তর যথাযথভাবে লেখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না; উত্তর পত্রের সুসজ্জিতকরণ ও বিন্যাস সুন্দরভাবে করা সম্ভব হয় না। ফলে তারা কোনো রকমে পাস করে হয়তো কিন্তু তাদের মনে প্রতিযোগিতাশীল যে মনোভাব গড়ে উঠার কথা ছিলো তা হয়ে পড়ে দুর্বল, তারা সবসময় হীনমনতায় ভোগে। ছাত্র জীবনের পরবর্তী জীবন তাদের জন্য হয়ে পড়ে বিষাদময়। তাদেরকে সবসময় ব্যর্থতার গ্লানি টেনে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জীবন ধারণ করতে হয়। আর এ জন্যেই প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা এমন একটি অন্যায়, নৈতিকতা বিবর্জিত, নিজেদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার মতো অপকর্ম, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পাপযুক্ত হারাম উপায় অবলম্বন থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে আদর্শিক জীবন গঠনের দিকে এগিয়ে চলবে এই প্রত্যাশা আমাদের সবার।

## ১৮. বহু-নির্বাচনী বা নৈর্ব্যক্তিক বা অবজেকটিভ পরীক্ষা

পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী থেকে এসএসসি ও দাখিল স্তরসহ এইচএসসি পর্যন্ত (এইচএসসিতে বাংলা বিষয়ে অবজেকটিভ চালু হয়েছে ২০১০ সাল থেকে। যা ২০১২ সালের পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত) অবজেকটিভ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য এ অবজেকটিভ নম্বর বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। তাই এ পরীক্ষায় সচেতন হওয়া আবশ্যক। এ পরীক্ষার সময়সূচী থাকে প্রতি এক নম্বর প্রশ্নের জন্য এক মিনিট। তাই অনেকটা দ্রুত গতিতেই এ পরীক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি ছাত্র-ছাত্রীদের রাখতে হয়। এ পরীক্ষার উত্তরপত্র পাওয়ার পর দ্রুত এতে খেয়াল করে পরীক্ষার নাম, বছর, বোর্ড, রোল নং, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও বিষয় কোড লিখে সে অনুযায়ী পাশে দেয় বৃত্ত ভরাট করে প্রশ্নপত্রের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথে পরীক্ষা কক্ষে কর্তব্যরত শিক্ষকবৃন্দ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে প্রশ্ন ও উত্তর পত্র তুলে দেন। এক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর শিক্ষার্থীদের প্রধান ও একমাত্র দায়িত্ব হলো উত্তরপত্রে রক্ষিত (সেট কোড) লেখার স্থানে যে সেটের প্রশ্নপত্রটি পেয়েছে (ক সেট, খ সেট, গ সেট, ঘ সেট) তা লেখা ও সে অনুযায়ী বৃত্ত ভরাট করে দেয়া। কোনো পরীক্ষার্থী যদি তা না লিখে বা ভরাট করতে ভুল করে তাহলে উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। আর পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় ফেল করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।

এরপর উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রশ্নোত্তরগুলো খুব ভালভাবে পারবে তার উত্তর সরাসরি উত্তরপত্রে বৃত্ত ভরাট করে প্রদান করবে। বাকী প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করবে। প্রয়োজনে প্রশ্নপত্রে কাঠ পেন্সিল দিয়ে হালকা চিহ্ন বা বিন্দু দিয়ে কোনো সম্ভাব্য উত্তরকে পড়ার সাথে সাথে চিহ্নিত করে রেখে পরে একটু ভেবে যদি ঐ উত্তরটিই সঠিক হয় তাহলে সে অনুযায়ী বৃত্ত ভরাট করবে।

মনে রাখবে, একবার একটি উত্তর দেয়ার পর যদি মনে হয় তা ভুল হয়েছে এবং পরে সঠিক উত্তরটি মনে আসলেও আর পুনরায় আরেকটি বৃত্ত ভরাট করে লাভ নেই। এক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে, যে কোনো একটি মাত্র বৃত্ত ভরাট করা। এবার ভুল বৃত্ত ভরাট হলেও তা গণ্য হয়ে যাবে। তাই বৃত্ত ভরাট করার পূর্বেই প্রশ্নপত্রে কাঠপেন্সিল দিয়ে দাগ দেয়ার যে নীতি বললাম, সে

নীতি অবলম্বন করা উত্তম। তবে বড় করে দাগ দেয়া কিন্তু পরীক্ষার নীতি বিরোধী তা আবার মনে রাখতে হবে।

অন্যদিকে কোনো উত্তর একদম জানা না থাকলে ধারণা করে জবাব দেয়ার চেষ্টা করবে। কোনোভাবেই একদম উত্তর প্রদান করা ছাড়া উত্তরপত্র জমা দিয়ে দিবে না। ঠিক এভাবে পরীক্ষা দিলেই আশা করা যায়, শিক্ষার্থীরা বহু নির্বাচনী বা নৈর্ব্যক্তিক অথবা অবজেকটিভ পরীক্ষায় পুরো নম্বর প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। যা হবে ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য সহায়ক।

## ১৯. পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে করণীয়

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার রুটিনে গ্রুপের বিষয়গুলোর পূর্বে বেশ কয়েক দিন ফাঁকা থাকে। এ সময়টুকু মূলত পরীক্ষার্থীদের পরবর্তী পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার উপযুক্ত সময়। অবশ্য বেশি দিন ফাঁকা থাকলে অনেক পরীক্ষার্থীরা বেড়ানোসহ বন্ধু-বান্ধবীরা মিলে গল্প-গুজবে মেতে উঠে– যা দুঃখজনক। তাই এ সময়ে পরীক্ষার্থীদের যা করণীয় তা হলো :

### ১৯.১. আনন্দে আত্মহারা না হওয়া

অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী আছে পরীক্ষার আগে অনেক পরিশ্রম করেছে তারপর ইংরেজি ও বাংলা পরীক্ষা হওয়ার পর এ পরীক্ষাগুলো খুব ভালো দিয়ে মনে করে আমার ভালো ফলাফল আর ঠেকায় কে? এ অবস্থায় তারা পরবর্তী পরীক্ষার বিষয় ঠিকভাবে রিভিশন দেয় না, মনে করে সব তো পারি, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এ বিষয়টি একবারও মাথায় আনে না যে, যে দিনগুলোতে পরীক্ষা ছিলো না সে দিনগুলোতে সে যে বন্ধুর জন্মদিন পালনসহ ঘোরাঘুরি করেছে তাতে যা সে শিখেছে তাও প্যাচ লাগিয়ে পরদিন রিভিশন বিহীন অবস্থায় পরীক্ষা দিতে যাওয়ায় পরীক্ষা খারাপ হওয়া অনিবার্য। এতে ভালো ফলাফল অর্জন অনেক দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কেননা ভালো ফলাফল অর্জনের পূর্বশর্ত হলো সব বিষয়ে ভালো পরীক্ষা দেয়া ও ভালো নম্বর অর্জন করতে পারা। কেউ যদি এক বিষয় পরীক্ষা অকস্মাৎ খারাপ দিয়ে ফেলে তাহলে ভালো রেজাল্টের বুকে যে কুঠারাঘাত সেকথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। এখানে আগামী দিনের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করছি। তবে

শিক্ষার্থীদের জ্ঞাতার্থে বলে রাখা ভালো এ বইতে কোনো উদাহরণই অবাস্তব, ধারণা বা কল্পনাপ্রসূত বা নিজ থেকে বানিয়ে সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণে লেখা হয়নি। সকল উদাহরণগুলো আমার শিক্ষকতা জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত, অপ্রিয় কিন্তু তবুও সত্য ঘটমান ঘটনা থেকেই সংযোজন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য যাদের দ্বারা ঘটেছে তাদেরকে খাট করা নয় বা সমালোচনা করা নয়। মূলত আগামীদিনের শিক্ষার্থীরা যেন এমনটি করে আর তাদের সুন্দর ফলাফলকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলতে না পারে সেদিকে খেয়াল রেখে সংযোজন করা। যাহোক উদাহরণটি হলো :

ঐতিহ্যবাহী কমার্স কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র। এ প্লাস পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা নিশ্চিত প্রায়। আর সেই টার্গেটেই পিতা-মাতার এক ছেলে এক মেয়ের মধ্যে ছোট ছেলে আমার দায়িত্বে। স্বভাবত কারণেই প্রচুর খাটছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে তার ভালো ফলাফলের জন্য দু'আও করছি এবং আমি আশাবাদীও বটে। যাহোক পরীক্ষার কয়েকদিন পূর্বে মা তার একমাত্র মেয়ের বাচ্চা হওয়ার তারিখ আসন্ন হওয়ায় বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেই গিয়েছেন। এদিকে ছেলের পরীক্ষা বারবার তিনি আমাকে অত্যন্ত অনুরোধ করে সবকিছু বলে দিয়ে গিয়েছেন। ওর বড় বোন আমার আদর্শ ছাত্রীদের মধ্যে একজন হওয়ায় সেও বারবার আমেরিকা থেকে ফোন করে আমার সাথে রীতিমত ওর প্রতি অত্যন্ত সচেতন থাকার জন্যে অনুরোধ করছে। যাহোক আমিও দায়িত্ব সচেতন। এবার পরীক্ষা শুরু হলো। ইংরেজি ও বাংলাসহ চার পত্রের পরীক্ষা হলো অত্যন্ত চমৎকার। এককথায় এ প্লাস পাওয়ার মতোই। কিন্তু এ চারটি পরীক্ষার পর রুটিনে কয়েক দিন ফাঁকা। চতুর্থতম পরীক্ষার দিন সন্ধ্যার পর বাসায় গেলে কাজের মেয়ে এসে বলল– স্যার ভাইয়া তো অমুক হোটেলে শর্মা খাইতে গিয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন গিয়েছে? সে বলে, স্যার এইতো কতক্ষণ হলো। আমি তাকে বললাম, ঠিক আছে। একটা কাজ কর গেইট খুলে দাও আমি বাসায় বসি। তারপর তিন তলায় যেয়ে প্রায় ঘণ্টা খানেক বসলেও আমার ছাত্রের কোনো খবর নেই।

কি আর করা! কাজের মেয়েটাকে ডেকে বললাম, আমাকে নিচে গেইট খুলে দাও। আর তোমার ভাইয়া আসলে আমাকে ফোন করতে বলবা। একথা বলে চলে আসলাম। পথিমধ্যেও সাক্ষাৎ হলো না। সবশেষে রাত ৯.০০ টায় সে ফোন করে বলছে স্যার আপনি নাকি বাসায় এসেছিলেন। স্যার আমি তো শর্মা খাইতে গিয়েছিলাম।

যাক তাকে বললাম, পরবর্তী পরীক্ষা আগামী চার দিন পর। কিন্তু তার পরের পরীক্ষাই আবার একদিন পর। সুতরাং তুমি আজকে ঐ একদিন পর যে বিষয়ের পরীক্ষা সে বিষয়টি নিয়ে বস। আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এ বিষয়টি পড়বে। যেখানে সমস্যা হবে আগামীকাল মাগরিব নামাযের পর আমি আসব তখন আমার সাথে কথা বলবে। তারপর থেকে রুটিন অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয় পড়তে শুরু করবে।

এ নির্দেশনা ফোনে দেয়ার পরদিন মাগরিব নামাযের পর ঐ বাসায় গেলে আবারও কাজের মেয়ে এসে বলল, স্যার! ভাইয়াতো খালুর সাথে কোথায় জানি গিয়েছে! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কখন গিয়েছে? সে বলল, বিকেলে গিয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আজকের দিনে কি তোমার ভাইয়া ভালভাবে পড়ালেখা করেছে! সে বলল, না স্যার ভাইয়াকে তো আজকে পড়তে দেখিনি। যাক গেইট থেকে আবারও ফোন করতে বলে ফিরে আসলাম। হ্যাঁ, ছাত্র আমার খুব ভক্ত। এ দিনও রাত ১০.০০ টার পর বাসায় এসে কাজের মেয়ের কাছে আমার কথা শুনতেই ফোন করে দুঃখ প্রকাশ এবং বলল, স্যার কি করব! আব্বু একটু গুলশান ক্লাবে নিয়ে গিয়েছে। সেখানে আজ আব্বুর একটা বড় পার্টি ছিলো তাই আমি আর নিষেধ করতে পারিনি।

এবার পরদিন আবারও মাগরিব নামাযের পর বাসায় গিয়ে কলিংবেল চাপলে কাজের মেয়ে দৌড়ে নেমে এসে বলল, স্যার আপনার সাথে ভাইয়ার কথা হয়নি। ভাইয়া তো আজকে সকাল ১০.০০ টার দিকে বেরিয়েছে আর এখনও আসেনি। আমি বললাম, বল কি? আগামী কালকের পরদিন ওর পরীক্ষা তাহলে কী হবে! আমি হতবাক হলাম। তাকে বললাম, আজকে আসলে আমাকে ফোন করতে বলবা। আমি তখনই বাসায় আসব। যাক কাজের মেয়ে আমার নির্দেশ অনুযায়ী ওর ভাইয়া বাসায় আসতেই

বলেছে কিন্তু ততক্ষণে বাজে রাত্র প্রায় ১০.০০ টা। আমি ওর সাথে ফোনে রেগে গেলাম। সে বলল, স্যার সবতো পড়া। পরীক্ষা নিয়ে চিন্তা করবেন না। দেখবেন সব দিয়ে আসব। স্যার আজকে আর আপনার আসার দরকার নেই।

এবার একথা শুনে আর গেলাম না কিন্তু পরদিন অর্থাৎ পরীক্ষার পূর্ব রাত্রি আবারও মাগরিব নামাযের পর বাসায় যেয়ে রীতিমত কলিংবেল চাপলে কাজের মেয়েটা এসে বলল, স্যার ভাইয়া খালুর সাথে বেরিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কখন? সে বলল, বিকেলে। বললাম, গেইট খুলে দাও। আগামীকাল ওর পরীক্ষা আমাকে বসতে দাও। তারপর তিন তলায় ওঠে প্রায় ঘণ্টা খানেক বসলে সে আসল আর বলল, স্যার! আব্বুর সাথে কাঁচাবাজার করতে গিয়েছিলাম। যাক এখন আর কী করা! কাল পরীক্ষা, তাই বুঝিয়ে-শুনিয়ে পড়তে বসিয়ে চলে আসলাম। বললাম, আমি তোমার আম্মু ও আপুকে ফোনে একথা বলব। এতে সে আমাকে খুব অনুরোধ করে বলল– না; স্যার এমনটি আর হবে না। স্যার প্লিজ, এটি বলবেন না। আমিও ভাবলাম, এ ঘটনা শুনলে ওর আম্মা ওকে বকা দিবে। এতে তার মন খারাপ হবে। আচ্ছা দেখি না আমি পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে ওকে ঠিকভাবে পাই কিনা। এভাবে পরদিন পরীক্ষা হলো কিন্তু কেমন পরীক্ষা হলো তা কিছুই জানলাম না। যাক দুঃখ নেই, ভালো হোক দু'আ করছি। এভাবে ইংরেজি বাংলা মোট চারটি বিষয় ছাড়া পরবর্তী মোট ৭টি বিষয়ের পরীক্ষা শেষ হয়েছে প্রায় ২০ দিনে আর এ ২০ দিনের মাঝে তাকে বাসায় পেয়েছি মাত্র তিন থেকে চারদিন।

এবার এ অবস্থায় পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল– অনাকাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট। এতে ছাত্র আমি তাকে অভিশাপ বা বদ দু'আ দিয়েছি একথা অভিযোগ করে এখন আমার সাথে দেখা হলেও না দেখার ভান করে পাশ কেটে চলে যায়। আর ওর আম্মার সাথে আজও কোনো কথা হয়নি। ওর বড় বোনও আমার প্রিয় ছাত্রী ছিলো আর তার অনুরোধেই মূলত তাকে পড়ানোর দায়িত্ব কাঁধে নেয়া। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেও আমাকে ভুল বুঝে কোনো ফোন করেনি; কথা বলেনি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কোথায়? আশা করছি, আগামী পরীক্ষার্থীরা এ উদাহরণটি পড়ে নিজেরা সংশোধন হবে এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে কোনো সমস্যা যেন না হয়

সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। অন্তত আগামী পরীক্ষার্থীরা যেন এমন ভুল না করে সেজন্যই এ উদাহরণটি এখানে উপস্থাপন করলাম। মনে রাখবে, কয়েকটা পরীক্ষা ভাল দিয়ে আনন্দে আত্মহারা না হয়ে শেষ পর্যন্ত পড়ালেখার ঝোঁকটা ধরে রেখে সুন্দরভাবে সবগুলো পরীক্ষা শেষ করার জন্য চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আশা করছি, এ বইয়ের পাঠকরা অন্তত আগামীতে আর এমনটি করে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ফলাফলের মুখোমুখি হয়ে প্রিয় স্যারের প্রতি অভিযোগ তুলে অসম্মানের দিকে ঠেলে দিবে না।

## ১৯.২. শারীরিক সুস্থতার দিকে খেয়াল রাখা

পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে জন্মদিনের অনুষ্ঠান, সুন্নাতে খাতনার অনুষ্ঠান, বন্ধুর বোনের বিবাহ অনুষ্ঠানসহ কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আনন্দে মাতোয়ারা হওয়া, যা ইচ্ছা তাই অপরিমিত খেয়ে অসুস্থতা ডেকে আনা পরীক্ষার্থীদের জন্য শুভ লক্ষণ নয়। এতে সত্যিকার অর্থে পরীক্ষার প্রস্তুতি ও যথাযথভাবে উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে– যা আদৌ কোনো পরীক্ষার্থীর জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে না।

## ১৯.৩. পরীক্ষা খারাপ হলে মানসিকভাবে ভেঙ্গে না পড়া

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র জটিল হওয়া বা প্রশ্নোত্তর মনে না থাকার কারণে মনে করতে চেষ্টা করতে যেয়ে বা উত্তর বানিয়ে লিখতে যেয়ে সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ায় পরীক্ষা খারাপ হতে পারে– এটা দুঃখজনক। কিন্তু তার চেয়েও দুঃখজনক হলো যদি এ অবস্থার কারণে পরবর্তী বিষয়সমূহে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে না চায়। প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষা দিয়ে ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করাই উত্তম।

এখানেও অনেকগুলো বাস্তব ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। আমি বিজ্ঞান বিষয়ের দিন তার সাথে কেন্দ্র পর্যন্ত গেলাম। তাকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছি। পরীক্ষার শেষ ঘণ্টা বাজলে সবাই বের হচ্ছে। রীতিমত আমি অপেক্ষা করছি কিন্তু তাকে আর দেখছি না। এ অবস্থায় গেইটে পরীক্ষার্থীর ভিড় কমলে আমি ওর পরীক্ষার কক্ষে প্রবেশ করে দেখি সে বেঞ্চের উপর মাথা নিচের দিকে দিয়ে মন খুব খারাপ করে বসে আছে। আমি যেয়ে ডাকলাম। মাথা ধরে উঠালাম। জিজ্ঞাসা করলাম, সমস্যা কি?

সে বলল, প্রশ্ন কঠিন হয়েছে। তাই পরীক্ষা ভালভাবে দিতে পারিনি। আমি জানতে চাইলাম, পাস করবে তো। সে বলল, মাত্র ৩৬ নম্বরের উত্তর দিয়েছি। পাস করব কিভাবে? আমি আর পরীক্ষা দিব না। আমি তখন তাকে বুঝাতে শুরু করলাম– পরীক্ষা শেষ কর। নতুবা অনেকেই বলবে সে বোধহয় বহিষ্কার হয়েছে। এটা চরম লজ্জার। এলাকায় স্কুলে এ দুর্নামটি রটে গেলে মুখ দেখানো যাবে না। পরীক্ষাটি শেষ কর। ফেল কি পাস তাতো আল্লাহর হাতে। নামায পড়ে দু'জনেই আল্লাহর কাছে পরীক্ষায় পাসের জন্য দু'আ করব। দেখি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কি করে। এ ঘটনা আর কারোর কাছে বলবা না। যাহোক শেষ পর্যন্ত পরের পরীক্ষায় আবারও তার সঙ্গী হয়ে কেন্দ্রে গেলাম। এভাবে বুঝিয়ে-শুনিয়ে সব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করালাম। বললাম, রেজাল্ট আসবে তিন মাস পর। তখন কি হবে তা দেখা যাবে। কিন্তু আজ তো সবার মুখে এ সমালোচনা থেকে বাঁচা যাবে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে দু'আ করলে আল্লাহ কি পাস করিয়ে দিতে পারে না! যাক শেষ পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশিত হলে সে ঐ বিষয়ে ৩৬ নম্বরের উত্তর দিয়ে ৩৪ নম্বর পেয়ে পাস করেছে আলহামদু লিল্লাহ। এখন সে সরকারি চাকুরিও করছে।

এবার বলো, যদি সে তখন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করত তাহলে কি পাস করতে পারত! নিশ্চয়ই নয়। কাজেই বলব, অকস্মাৎ কোনো কারণে পরীক্ষা খারাপ হয়ে গেলে মন ভেঙ্গে অন্য পরীক্ষা দেয়া বন্ধ করে না দিয়ে "যা গিয়েছে তা গিয়েছে" একথা মাথায় রেখে আগামী পরীক্ষাগুলো ভাল করে দেয়ার চেষ্টা করবে। আল্লাহর কাছে ভাল ফলাফলের জন্য সব সময় সালাত আদায় করে দু'আ করবে। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা সকলের দু'আ কবুল করবেন।

### ১৯.৪. একাডেমিক বই-খাতা গুছিয়ে রাখা

এক বিষয়ে পরীক্ষা শেষ হলে বাসায় এসেই প্রশ্নটি ঐ বিষয়ের বইয়ের ভিতর ঢুকিয়ে রেখে পড়ার টেবিল থেকে এ বিষয়ের সকল বই, খাতাপত্র গুছিয়ে সেলফে রেখে দিবে। তারপর রুটিন অনুযায়ী আগামী পরীক্ষার সব বই ও নোট খাতা, টেবিলের উপর রেখে হাত, মুখ ধৌত করে খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম নিবে। এরপর পড়তে বসলে পড়ায় চমৎকার মনোযোগ আসবে এবং পরবর্তী পরীক্ষা ভালো হবে।

## ২০. প্রাকটিক্যাল বা ব্যবহারিক পরীক্ষা

সাইন্স গ্রুপে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান (উদ্ভিদ ও প্রাণী), কৃষি বিজ্ঞান ও উচ্চতর গণিত বিষয়ে এসএসসি ও গণিত বিষয়ে এইচএসসি স্তরে দু'টি অংশ থাকে। একটি হলো তাত্ত্বিক এবং অপরটি ব্যবহারিক। উল্লিখিত বিষয়গুলোতে ২৫ নম্বর ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবহারিক পরীক্ষার ২৫ নম্বর বিশাল গুরুত্ব বহন করে। এখানে ব্যবহারিক পরীক্ষার ২৫ নম্বরের বণ্টন হলো :

পদার্থ, রসায়ন, কৃষি বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও গণিত বিষয়ের ক্ষেত্রে–

| | |
|---|---|
| বোর্ড প্রশ্নে পরীক্ষা | - ১৫ নম্বর |
| ব্যবহারিক খাতা | - ৫ নম্বর |
| মৌখিক পরীক্ষা | - ৫ নম্বর |
| সর্বমোট | = ২৫ নম্বর |

শুধু জীব বিজ্ঞান (উদ্ভিদ ও প্রাণী) এর ক্ষেত্রে বোর্ড প্রশ্ন অনুযায়ী চিত্র অঙ্কন ও বর্ণনা লেখায় ১৬ নম্বর, ব্যবহারিক খাতায় ৫ ও মৌখিক পরীক্ষায় ৪ নম্বর থাকে।

**❒ এবার ব্যবহারিক পরীক্ষায় পূর্ণ নম্বর পাওয়া প্রসঙ্গে কিছু কথা :**

০১. নিয়মিত স্কুল ও কলেজের ব্যবহারিক ক্লাসে উপস্থিত থাকা এবং মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করা;

০২. পরীক্ষালব্ধ ফলাফলসহ নিয়মিত ব্যবহারিক খাতা লেখা;

০৩. সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করা;

০৪. ব্যবহারিক ক্লাসে শিক্ষক ও পরিদর্শকদের সাথে বেয়াদবিমূলক কোনো আচরণ না করা;

০৫. ব্যবহারিক খাতা যথাসময়ে স্যারদের কাছ থেকে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়া;

০৬. সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরীক্ষা শেষ করা;

০৭. মৌখিক পরীক্ষায় প্রতিটি প্রশ্নের নির্ভুল জবাব দেয়া।

**❑ ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যেতে যে সকল বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হয় :**

০১. প্রবেশ পত্র (তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষ হওয়ার কিছু দিন পরই শুরু হয় ব্যবহারিক পরীক্ষা। তাই অনেকে প্রবেশ পত্র ছাড়াই এ পরীক্ষা দিতে পরীক্ষার হলে চলে যায়– যা অনাকাঙ্ক্ষিত);

০২. ব্যবহারিক খাতা;

০৩. প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি;

০৪. কলম, পেন্সিল, পেন্সিল শার্পনার, ইরেজার বা রাবার, স্কেল, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।

উল্লিখিত নিয়ম মেনে যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তারা সবাই পূর্ণ নম্বর অর্জন করতে সক্ষম হবে। সেইসাথে ছাত্র-ছাত্রীরা তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানকে একটি অন্যটির পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করে গোল্ডেন এ প্লাস পাওয়ার দিকে এগিয়ে যাবে এ প্রত্যাশা আমাদের, আমাদের সকলের।

## ২১. মৌখিক (ভাইভা) পরীক্ষা

ইংরেজি "ভাইভা" শব্দটি Viva-Voice শব্দ থেকে এসেছে। Viva-Voice কে বাংলায় মৌখিক পরীক্ষা বলা হয়। সাধারণত এসএসসি ও এইচএসসি স্তরে বিজ্ঞান বিষয়ক বিষয়গুলোর প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার সাথে সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মৌখিক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। মৌখিক পরীক্ষা লিখিত পরীক্ষার চেয়ে অধিক প্রাকটিক্যাল। এতে পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের গভীরতা বা জানার পরিধি সম্পর্কে পরীক্ষক সরাসরি ধারণা লাভ করতে পারেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা এ পরীক্ষাকে একটু বেশি কষ্টদায়ক তথা কঠিন মনে করে থাকে। তাই মৌখিক পরীক্ষায় কিভাবে ভাল করা যায় সে বিষয়ে কতিপয় পরামর্শ দেয়া হলো :

### ২১.১. মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি

লিখিত পরীক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন প্রস্তুতি নিয়ে থাকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ঠিক তেমন প্রস্তুতি গ্রহণ করে না। অবশ্য রুটিন মাফিক খুব বেশি সময় দেয়ার দরকার নেই। প্রাকটিক্যাল বইয়ের শেষে মৌখিক

পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিমূলক যে প্রশ্নোত্তর দেয়া আছে অন্তত সেগুলো পড়লেই এ পরীক্ষায় ভালো করা যায়।

## ২১.২. মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রাকটিস

মৌখিক পরীক্ষার জন্য গ্রুপ ডিসকাশন বা কয়েকজন মিলে নিজেদের মধ্যে প্রাকটিস করার ব্যবস্থা করতে পারলে এ পরীক্ষা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে যে ভয়-ভীতি কাজ করে তা দূর হয়ে যাবে। এতে পরীক্ষা খুব ভালো হবে।

## ২১.৩. ছাত্র-ছাত্রীদের রং-ঢং ও পোশাক-পরিচ্ছদ

মৌখিক পরীক্ষায় যেহেতু পরীক্ষকগণের মুখোমুখি নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে হয় তাই নিজেদেরকে তাদের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা চাই যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের যে বৈশিষ্ট্য তা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে। মাথার চুল হতে পায়ের জুতা পর্যন্ত হওয়া চাই মার্জিত ও শালিন। মুখমণ্ডলে থাকা চাই ভদ্রোচিত সুন্দর ছাপ। পোশাক স্কুল বা কলেজের নির্দিষ্ট ড্রেস হলেই ভাল হয়। সেই সাথে তাদের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করা চাই অত্যন্ত বিনয়ের সাথে, কথা বলা চাই অমায়িকভাবে, প্রশ্নের উত্তর দেয়া চাই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সোজাসুজি করে। তবেই পরীক্ষার্থী সম্পর্কে পরীক্ষকদের ধারণা হবে পজিটিভ।

## ২১.৪. পরীক্ষককে পাল্টা প্রশ্ন না করা

পরীক্ষক মৌখিক পরীক্ষায় যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন। তাই তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক বা পাল্টা প্রশ্ন করা বা প্রশ্ন শুনে মুখমণ্ডলে বিরক্তিকর ছাপ ফুটিয়ে তোলা কোনোভাবেই সমীচিন নয়।

## ২১.৫. পরীক্ষককে কথা বলার সুযোগ দেয়া

পরীক্ষক যখন কথা বলেন তখন পরীক্ষার্থীর কাজ হচ্ছে মনোযোগের সাথে তা শুনা। তারপর নিজে বলা। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পরীক্ষক কথা বলছে পরীক্ষার্থী তা না শুনে একনাগাড়ে আগের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছে– যা দুঃখজনক।

## ২১.৬. প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘায়িত না করা

মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দেয়া চাই সংক্ষিপ্ত করে। কোনোভাবেই প্রশ্নোত্তর প্রদানে অহেতুক বেশি কথা বলে জবাব দীর্ঘায়িত করা ঠিক নয়।

### ২১.৭. আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দেয়া

পরীক্ষার্থী যখন কোনো প্রশ্নের জবাব দেবে তখন তা আত্মবিশ্বাসের সাথে দেয়াই উত্তম। অনেক সময় দেখা যায়, পরীক্ষার্থী হয়তো কোনো প্রশ্নের সঠিক জবাবই প্রদান করেছে কিন্তু পরীক্ষক কনফার্ম হওয়ার লক্ষ্যে আবারও জিজ্ঞাসা করেছে এতে পরীক্ষার্থী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভিন্ন জবাব দিচ্ছে। এতে বুঝা যায়, পরীক্ষার্থী উত্তর প্রসঙ্গে নিজেই দ্বিমত পোষণ করছে মানে উত্তরটি তার সঠিকভাবে জানা নেই। যা তার দুর্বলতারই বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং প্রশ্নের উত্তর যা দিবে তা আত্মবিশ্বাসের সাথেই দিবে।

### ২১.৮. চুপ করে বসে থাকা বা ভন-ভন না করা

পরীক্ষার্থী কোনো প্রশ্নের উত্তর না জানলে চুপ করে বসে থাকা বা ভন-ভন করে উল্টা-পাল্টা জবাব দেয়া অনুচিত। এতে পরীক্ষকগণ রাগান্বিত হোন। কাজেই কোনো প্রশ্নের জবাব জানা না থাকলে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় দুঃখিত বলে পরবর্তী প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা উত্তম।

### ২১.৯. হুট করে কোনো উত্তর না দেয়া

প্রশ্ন শুনে একটু চিন্তা করে উত্তর প্রদান করার চেষ্টা করতে হবে। হুট করে উল্টা-পাল্টা কোনো জবাব দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

### ২১.১০. প্রশ্নকর্তার দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়া

প্রশ্ন যিনি করেছেন সেই সম্মানিত শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়া উত্তম। অনেকে নিচের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট করে জবাব দিয়ে থাকে যা মৌখিক পরীক্ষার নীতি বিরোধী।

## ২২. পরীক্ষা শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয়

### ২২.১. সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করা

পরীক্ষা শেষ হলে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর কাজ হলো আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করা। ভালো ফলাফলের জন্য কাকুতি-মিনতি করে দু'হাত তুলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে সাহায্য চাওয়া। এ সময় খাতা বণ্টন ও পরীক্ষকদের হাতে খাতা পৌঁছতে শুরু করে। তাই পরীক্ষা যেমনই

হোক, এখন কাজ হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমত প্রত্যাশা করা। অনেকে মনে করে এতদিন কষ্ট করেছি। অনেক পড়ালেখা করেছি। ভালো পরীক্ষা দিয়েছি। সুতরাং পরীক্ষা অনুযায়ী ফলাফল হবে তাতে এত কিছু করতে হবে কেন! কিন্তু একথা ভুল। মুসলিম শিক্ষার্থী মাত্রই জানা আল্লাহর রহমত একটা বিরাট শক্তি, যা ব্যতিরেকে শুধু পড়ালেখা দিয়ে ভালো ফলাফল অর্জন করা কঠিন অথবা এভাবে বলা যায়, ভালো পড়ালেখা করেছ সত্য– পরীক্ষা খুব ভালো দিয়েছ তাও সত্য কিন্তু ইসলাম ধর্ম বা অন্য যে কোনো মতাবলম্বী লোকই হও না কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন বা বৃদ্ধাঙ্গুলি পোষণ করে ভালো ফলাফল অর্জন করা আদৌ সম্ভব হবে না। একথা মনে বদ্ধমূল রেখে সকলকে আল্লাহর রহমত প্রত্যাশা করা উচিত। আল্লাহর কাছেই মাথা নত করে প্রার্থনা করা উচিত।

### ২২.২. গর্ব, অহংকার না করা

পরীক্ষা ভালো হয়েছে, ক্লাসেও ভাল ছাত্র-ছাত্রী বলে পরিচিত, তাই ভালো ফলাফল তো নিশ্চিত– এমন মনে করে গর্ব-অহংকার করা বোকামী। এমনটি যারা করে তাদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রুষ্ট হোন। পরিণামে তাদের উপর শাস্তি নেমে আসে– যা কষ্টদায়ক। কাজেই সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

### ২২.৩. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র গুছিয়ে রাখা

পরীক্ষা শেষ হলে বাসায় এসে টেবিলের ড্রয়ারে বা টেবিল ক্লথের নিচে বা সেলফে এক পাশে যত্ন করে প্রশ্ন সংরক্ষণ করা উত্তম। কিন্তু পরামর্শ হচ্ছে পরীক্ষা দিয়ে এসে প্রশ্ন নিয়ে বসে কী দেয়া হয়েছে বা যা দেয়া হয়েছে তা সঠিক না ভুল হয়েছে তা না দেখা উত্তম। কেননা রুটিন অনুযায়ী পরবর্তী দিনই হয়তোবা আরেকটি বিষয়ের পরীক্ষা থাকতে পারে। এতে যে পরীক্ষা দেয়া হয়েছে তার প্রশ্ন নিয়ে ঘাটাঘাটি করে মন খারাপ হওয়ার সুযোগ থাকে, যা পরবর্তী পরীক্ষার বিষয় যথাযথভাবে রিভিশন করতে প্রতিবন্ধকতা গড়ে তুলতে পারে। তাই এমনটি না করে প্রশ্ন এক জায়গায় রেখে দিবে। সব পরীক্ষা শেষে সকল প্রশ্ন এক সাথে করে ভাঁজ বা গুছিয়ে বাম পাশে কর্ণারে স্টেপলার দিয়ে পিন করে সংরক্ষণ করবে।

তাছাড়া শ্রেণীর পরীক্ষা তথা প্রথম সাময়িক ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার খাতা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুসারে মূল্যায়ন ও উদ্ভূত ভুল দেখা এবং তা যেন পরবর্তী তথা বার্ষিক পরীক্ষায় পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বাসায় দিয়ে দেয়া হয়। এতে অভিভাবক ও বাসায় প্রাইভেট টিউটর থাকলে তিনি সহ স্ব-স্ব বিষয়ের প্রশ্ন হাতে নিয়ে এ পরীক্ষার খাতাগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীরা কোথায় কী ভুল করেছে, কেন কম নম্বর পেয়েছে, কিভাবে আরো উত্তম ও নির্ভুলভাবে উত্তরপত্রে উত্তর গুছিয়ে লেখা যায় ইত্যাদি ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়। অন্যদিকে এ প্রশ্ন পরবর্তী বছর তাদের অনুজ ছাত্র-ছাত্রীরাও তাদের কাছ থেকে নিয়ে পরীক্ষা সম্পর্কে অগ্রিম ধারণা পেতে পারে। এতে ঐ ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক উপকার হয়ে থাকে।

## ২২.৪. বই-খাতা গুছিয়ে রাখা

সকল পরীক্ষা শেষে একাডেমিক সকল বিষয়ের বই ও নোট খাতাসমূহ গুছিয়ে রাখা মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে। এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী হলে পরিবারের অনুজসহ পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনরা এ বই ও নোটখাতা নিয়ে ভবিষ্যতে ভাল ফলাফল অর্জনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। এতে তাদের অনেক উপকার হওয়ার বিনিময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সাওয়াব প্রদান করবেন। তাই পরীক্ষা শেষে সকল বই খাতা গুছিয়ে রাখা উত্তম।

## ২২.৫. কম কম করে পুনরায় পড়ালেখা শুরু করা

পরীক্ষা শেষ হয়েছে কিন্তু তাই বলে পড়ালেখা শেষ হয়ে যায়নি। বরং এইচএসসি পরীক্ষা শেষে উচ্চতর পর্যায়ে ভিশন অনুযায়ী ভর্তির লক্ষ্যে প্রচুর অধ্যয়ন করা প্রয়োজন হয়। সুতরাং এইচএসসি-তে যে বিষয়সমূহ পড়ে পরীক্ষা দেয়া হয়েছে সে বিষয়সমূহ পুনরায় খুব ভালভাবে খুঁটিনাটিসহ পড়ালেখা করলেই উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাওয়া যাবে। পরীক্ষা শেষ, পড়া নেই এমন মনে করা কোনোভাবেই প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের কাজ হতে পারে না।

❖ ❖ ❖

পরীক্ষায়
ভালো ফলাফল
অর্জনের
টেকনিক